

209

R A M A R U N J I K A

BY

TEKCHAND THACKOOR,

AUTHOR OF "ALALER GHORAR DOOLAL" AND "MADA KAYA BARA
DAYA, JATA THAKAR KI UPAYA,"

CALCUTTA:

PRINTED BY D'ROZARIO AND CO. 8, TANK-SQUARE,

1860.

PUBLICATION

BY

TEKCHAND THAKOOR.

1. Alaler Ghorer Doolal, post 8vo. in cloth price 2 annas per copy.
2. Mada Kaya Bara Daya, Jata Thekar Ki Upaya. post 8vo. in cloth, price 8 annas per copy.
3. Ramarunjika, post 8vo. in cloth, price 8 annas per copy.

P R E F A C E

The want of suitable books for the Hindu Female has induced the writer to undertake this little work the contents of which are as follow. Though he is aware that he has not been able to do justice to the subjects treated of in this publication, he hopes that the imperfections will be overlooked as the book is the first attempt of the kind.

The first sixteen papers are in the form of a dialogue (Household Words) between a Husband and Wife. Papers Nos. 1, 2 and 3 treat of Female Education in an intellectual, moral and industrial point of view. Paper No. 4 treats of the great efficacy of maternal instruction with notices of the mothers of Sir W. Jones, Po Gray, Bishop Hall, George Herbert, John Wesley and of Queen Victoria. Paper No. 5 treats of Exemplary Female Benefactresses with notices of Mrs. Fry, Margaret Mercer, Hannah More, Florence Nightingale, M. Rowe and Rosa Govana. Paper No. 6 treats of Female Fortitude with notices of Spartan Mothers, Cornelia mother of the Gracchi, Kowsula, Koontee, Selta Dripadee &c. Paper No. 7 is on the Spiritual Culture. Paper No. 8 is on the Government of the Passions. Paper No. 9 is on Self-Examination with notices of modes followed by Benjamin Franklin, John Gurney and Pythagoras. Paper no. 10 is on Truth and the Sh

critical authorities strongly inculcating it. Paper No. 11
 on the efficacy of Prayer, on Repentance &c. Paper No.
 12 is on the Duties of a Faithful Wife as laid down
 in the ~~ancient~~ papers No. 13 and 14 contain short
 biographical sketches of distinguished faithful wives,
 viz., Sutee, Seeta, Sabhitree, Damayantee, Lopamoodra,
 Hinta, Foolara, Khoolana, and Bahoola. Paper No. 15
 on the Duties of the Husband. Paper No. 16 is on the
 former state of the Hindu Females considered with refer-
 ence to the cultivation of letters, marriage, seclusion, and
 included with remarks as to the real advancement of
 every country depending on the education of Females.
 Paper No. 17 is on the Japanese Women with notice of a
 panese Lucretia. Paper No. 18 is a Tale illustrative of
 a good Wife. Paper No. 19 (A dream) is on the Paths to
 Virtue and Vice (Choice of Hercules) and Paper No. 20
 a Tale showing what a Holy Woman can do.

রামায়ণিকা

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর কর্তৃক বিরচিত

“আলালের ঘরের ছলন” এবং “মদ খাওয়া বড় দা
জ্ঞাত থাকার কি উপায়” লেখক।

কলিকাতা।

ডি'বোজার্ডিও কোম্পানির যত্নে প্রকাশিত।

সন : ১২৩৭ সাল।

শ্রীচৈকচাঁদ ঠাকুর কর্তৃক

				মূল্য
আলানের ঘরের ছলাল, post 8vo. in cloth,...	১০	আদ		
যদ খাওয়া বড দায় জাত থাকার কি উপায়,				
post 8vo. in cloth,	১০	..		
রানারজিকা, post 8vo. in cloth,	১০	..		

নিবন্ধ

১ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ১, ...	১
২ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ২, ...	৭
৩ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ৩, ...	১০
৪ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ৪, ...	১৪
৫ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ৫, ...	১৮
৬ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ৬, ...	২৪
৭ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ৭, ...	২৭
৮ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ৮, ...	৩০
৯ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ৯, ...	৩৪
১০ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ১০, ...	৩৮
১১ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ১১, ...	৪০
১২ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ১২, ...	৪৪
১৩ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ১৩, ...	৪৭
১৪ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ১৪, ...	৫১
১৫ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ১৫, ...	৫৮
১৬ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ১৬, ...	৬১
১৭ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ১৭, ...	৬৪
১৮ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ১৮, ...	৬৭
১৯ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ১৯, ...	৭৪
২০ গৃহকথা, দ্বীপিকা—সত্য কথন। সংখ্যা ২০, ...	৭৮

রামায়ণিকা ।

(১) গৃহকথা, স্ত্রী শিক্ষা—জ্ঞানকরী বিদ্যা। সংখ্যা ১।

হরিহর ও তাঁহার স্ত্রী পদ্মাবতী আপনাদিগের কন্যার শিক্ষার বিষয়ে যে কথোপকথন করিয়াছিলেন তাহা বিস্তার পূর্বক লেখা যাইতেছে।

পদ্মাবতী। ওগো আমাদের মেয়ে, কামিনীর প্রায় ত্রাট বৎসর বয়স হইল, ভাল একটি বর দেখ, বিয়ের সময় হইয়াছে।

হরিহর। বিবাহের জন্য এত ব্যস্ত কেন? কন্যার বয়ঃ-ক্রমই কত, আরও চার পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

পদ্মাবতী। ওমা আরো চার পাঁচ বছর মেয়েকে কেমন করে আইবড় রাখবো? বার তের বছরের মেয়ে আইবড় থাকিলে লোকের কাছে কেমন করে মুখ দেখাব? আর ছোট বালা বে দিতে কি তোমার সাদ যায় না? অধিক বয়সে বিয়া দিলে একটা মস্ত দিক্খাবড়ে জামাই আসবে, ছেলে বালা বে দিলে ছোট জামাই হবে--দেখতে ভাল--শুনতে ভাল--যেমন পুতুল খেলার মত।

হরিহর। অল্প বয়সে বিবাহ দেওনের দোষ গুণ পরে বলিব এখনকার কথা জিজ্ঞাসা করি মেয়ে কিপর্যন্ত লেখা পড়া শিখিয়াছে বল দেখি। আগি পুনঃ তোমাকে কহিয়াছি বাজীর গুরুমহাশয়ের নিকট প্রতিদিন কন্যাকে পাঠাইয়া দেও, পাঠাও কি না?

পদ্মাবতী। গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছি, মেয়ে বড় অল্‌বডা, অস্থির, পাঠশালা হতে পালিয়া আস্তো, আর ছেলে মানুষ খেলাতেই মন।

হরিহর ! এ বিষয় আমাকে কেন জানাও নাই ? এ তো ভাল কর্ম হয় নাই, কন্যার শিক্ষা হইতেছে না, এ যে বড় মন্দ !

পদ্মাবতী । এমন মন্দই বা কি, মেয়ে মানুষ লেখা পড়া শিখে কি করবে ? সে কি চাকরি করে টাকা আনবে ? মেয়ে-ছেলে লেখা পড়া শিখলে বরং লোকে নিন্দা করবে । রবিবার দিন দিদির কাছে গিয়াছিলাম সেখানে মাসী মামী পিসী সকলেই আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট মেয়ের লেখা পড়ার কথা উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলে বললেন মেয়ে মানুষের লেখা পড়া শেখায় কায কি ? আবার কেও বলিলেন মেয়ে মানুষ লেখা পড়া শিখলে বিধবা হয় । মাগো মা ! সে কথাটা শুনে অবধি মনটা খুক খুক করছে । কায নাই বাবু আর লেখা পড়ায় কায নাই ! মেয়ে আমার অমনি থাকুক । যে কয়েক দিন পাঠশালা গিয়াছিল তার দোষ কাটাবার জন্যে ঠাকুরের কাছে তুলসী দেওয়াবো ।

হরিহর । লেখা পড়ার প্রতি তোমার এত দ্বন্দ্ব কেন ? তুমি যে সকল কথা বলিলে ক্রমে তাহার উত্তর দিতেছি — শিক্ষা দুই প্রকার—জ্ঞান করী ও অর্থকরী* । জ্ঞানকরী শিক্ষাতে সুবিবেচনা ও ধর্ম্মে মতি হয় । অর্থকরী শিক্ষা উপার্জননের পথ । পুরুষের এই দুই প্রকার শিক্ষা পাওয়া উচিত । বলদেখি উত্তম বিবেচনা ও ধর্ম্মে মতি এবং উপার্জননের ক্ষমতা যে পুরুষের নাথাকে সংসারে তাহার কি গতি হয় ?

পদ্মাবতী । এমন পুরুষের কোথাও মান থাকে না বাহিরে দশ জনার কাছে বস্তুে পান না, বাড়ীতে স্ত্রী পুত্রও দূর ছি করে । আর লোকের কথা কি দশবার ডাকিলে চাকরেরাও এক ছিলিম তামাক দেয় না ! যেমন আমরা বনপো মুর্থ হইয়া গোঁয়ার গাঁজাখোর ও চোর হইয়াছে তাহাকে যে দেখে সেই দূর ছি করে । কিন্তু আমার ভাইপো লেখা পড়া শিখে ভাল হয়েছে ও দশ টাকা উপায় করতেছে ।

* শ্রেনি অল্প করিবার জন্য “জ্ঞানকরী” অন্তর্গত নীতি করী” করাগেল ।

তার কেমন মান সম্মান! লেখা পড়া না শিখিলে পুরুষের বাঁচা মিথ্যা।

হরিহর। তুমি স্বীকার করিলে পুরুষের শিক্ষা করা স্বাভাবিক কেননা তদভাবে অব্যবহৃত, দুষ্কর্মে প্রবৃত্তি ও অর্থোপার্জনে অক্ষমতা হওয়াতে জীবন ব্যথা হয়। তবে স্ত্রীলোকের সদ্বিবেচনা ও ধর্মোচ্ছান হওয়া কি আবশ্যিক নহে? যে স্ত্রীলোকের সদ্বিবেচনা ও ধর্মো মতি না হয় তাহাকে কি তাহার স্বামী ভাল বাসে ও সন্তান সন্ততি কি মনের সহিত সম্মান করে, না তিনি গৃহ ও সাংসারিক কর্ম সকল উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন? যে গৃহের গৃহিণীর সদ্বিবেচনা ও ধর্মো মতি নাই সে গৃহ বরায় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় ও সেখানে শীঘ্র অনশ্রীও দৃষ্টি পড়ে।

পদ্মাবতী। কিসে সদ্বিবেচনা হয় ও সদ্বিবেচনা কাহাকে বলে? অনেক মেয়ে মানুষ লেখা পড়া করে না বটে কিন্তু তাহাদিগের বেসবিবেচনা—বেশন আমার মেজো ভাজ। কেমন বড় শীটা—সকলকে নিয়ে সংসার করিতেছে। সকলেই তাহা তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি বড় ভাল।

হরিহর। তোমার মেজ ভাজ শেয়ানা বটে কিন্তু সর্ব-
প্রকারে চোকোস নহে। তিনি চারি আনার বাজারের এক
আনা কসু ব কাটিয়া বাঁচাইতে পারেন কিন্তু কি প্রকার
তাহার ও নিয়ম পালন করিলে ও কোন্ স্থানে থাকিলে
স্বামীর সন্ততি ভাল থাকে—কি প্রকারে তাহাদিগকে লালন
করেন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়—কি প্রকারে তাহাদের
সম্বোধন হইতে পারে,—কি প্রকার ব্যক্তির সহিত তাহাদের
সংসার করা উচিত—কি প্রকারে তাহাদিগের সংসারের উন্নতি
হইতে পারে এ সকল বিষয়ে তাহার কিছু মাত্র বুদ্ধি নাই।
তার তৃতীয় পুত্র পাঁড়িত হইলে ডাক্তর কহিলেন শীঘ্র ভাল
হইবে না গেলে আরাম হইবে না। তোমার ভাজ কহিয়া
সকলকে আমি ছেলেকে কোথাও পাঠাব না—এত কাল কি
সকলকে বাঁচিতে থেকে আরাম হয় নাই? তাহাতে তিন মাস
হই তাহার সেই পুত্রটি মরিয়া গেল। অপর তাহার দ্বিতীয়
যাদবের চট্টগ্রামে উত্তম কর্ম হইয়াছিল, সে যাত্রা

করিয়া যায় তিনি কাদিতে আরম্ভ করিলেন—“বাবারে তোকে না দেখে কেমন করে থাকব”, সুতরাং যাদবকে কক্ষ পরিত্যাগ করিতে হইল। সে তদবধি নিষ্কর্ষা হইয়া ঘরে থাকাতে এমনতর জড়ভরত হইয়াছে যে তাহার মাসে ১০ টাকা উপার্জন করা ভার। যদি চট্টগ্রামে যাইত তবে বিষয় কক্ষে পড়ে তাহার বুদ্ধি প্রখর হইত ও ২০০। ৩০০ টাকা উপার্জনের ক্ষমতা হইত। অন্যান্য পরিবারেতেও এই রূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। ভাল শিক্ষা না হইলে ভাল বিবেচনা হয় না। সুবিবেচনা তো গাছের ফল নয় যে হাত বাড়াইলেই পাবে। তাহা উপার্জন কবিতো সাধনার আবশ্যক হয়, সেই সাধনা জ্ঞানকরী বিদ্যা শিক্ষা। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ সুবিবেচনা কাহাকে বল? তাহার উত্তর এই, যাহাতে দূরদৃষ্টি আছে তাহাকেই সুবিবেচনা বলি। যে কক্ষে আপততঃ লাভ অথবা সুখ কিন্তু পরে ক্ষতি অথবা ক্লেশ সে কক্ষে দূরদৃষ্টি নাই সুতরাং তাহা সুবিবেচনা শূন্য।

পদ্মাবতী। তুমি যে সুবিবেচনার কথা বলিলে তাহা পুরুষের পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে, মেয়ে মানুষ্যের তাহা কায কি? মেয়ে মানুষ্য বাটনা বাটবে কুটন কুটবে, ছালা দেবে, রাঁধবে, বাটা সাজাবে ও ঘর কঘার আরও কক্ষ করবে, তাদের দূরদৃষ্টিতে বা কাগাইকি ও সুবিবেচনাতেই কায কি।

হরিহর। তুমি যে সকল থহ কক্ষের কথা বলিলে তাহা স্ত্রীলোকের জানা আবশ্যক বটে কিন্তু কেবল তাহা জানিলেই তো হয় না। পিত্রালয়ে থাকুক অথবা স্বস্তুর বাটীতে থাকুক সুবিবেচনা থাকিলে কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা বুঝিয়া করিতে পারে। বিবেচনা পুরুষ অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্টি না করিয়া বায় করিলে স্বামির অধিক আশ্রয় হইলেও প্রতুল হয় না এজন্য স্ত্রীলোকের সুবিবেচনা সর্বদা আবশ্যক হয়। অপর স্বামির আয় দেখিয়া কোন বিষয়ে ব্যয় কিরূপ ন্যায্য ও কোন বিষয়ে বায় কিরূপ অন্যায্য সুবিবেচনা না থাকিলে এসকলও বুঝিতে পারে না। রামহরির মাথি

পুল্লের পুনর্বিবাহ কালীন স্বামিকে ১০০ টাকা কর্ত্ত করাইয়া কর্ম্ম নির্বাহ করেন কিন্তু যে বাটীতে আছেন তাহা ভগ্ন হইয়া যাওয়াতেছে একটা বড় আসিলেই চাপা গড়িয়া মরিবেন তাহা ভাল করিতে চাহেন না। রামহরি মাসে যে টাকা গুলি পান অ নিয়া স্ত্রীর হাতে দেন--তিনি কি করিবেন ?

হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীও ঐরূপ। পুত্র কন্যার জন্য সর্বদা জরির পোশাক খরিদ করিতেছেন কিন্তু বাটীর নিকট একটা নরদনা আছে তাহাতে ময়লা পোরা, দুর্গন্ধে নিকট থাকা যায় না ও পরিবারের পীড়া সর্বদা হইতেছে, পাঁচ টাকা খরচ করিলে তাহা পরিষ্কার হয় সে ব্যয়ে তিনি অভি কাতর, কেবল জরির কাপড় পরাইয়া দশজনকে ছেলে দেখাইবেন সর্বদা এই সাদ কিন্তু তাহাদের গা খোস পাঁচড়ায় গলিয়া পড়িয়াছে কখন পরিষ্কার করান হয় না : প্রতিদিন পাঁচ সাতখানা বাঙ্গল প্রস্তুত হয় কিন্তু পচা সড়া দ্রব্যের কিছুনাত্র বিচার নাই, তাহা অপেক্ষা টাটকা দ্রব্যের দুই একটা বাঙ্গল করিলে সম্মানাদি পারীৱিকও ভাল থাকে ও ডাক্তারের ব্যয়ও বাঁচিয়া যায়। সুবিবেচনা থাকিলে এই সকল কর্ম্ম কাহাকেও বলিতে হয় না। এই রূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি, বাহা বলিলাম তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইবেক যে স্বামির নিকটে থাকিলেও স্ত্রীর সুবিবেচনা ক্রান্তিরেকে গৃহ কর্ম্ম উত্তম রূপে নির্বাহ হয় না। স্বামী যদি বিদেশে থাকেন অথবা মরিয়া বান তবে স্ত্রীর সুবিবেচনা নানা বিষয়ে ও নানা প্রকারে সর্বদাই আবশ্যক হয়, তখন স্ত্রীলোককে গৃহীণীর কর্ম্ম করিতে হয় ও কর্ত্তার কর্ম্মও করিতে হয়--তৎকালীন সুবিবেচনা না থাকিলে বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয় ও গৃহ এলো সেলো হয়ে পড়ে এবং সম্মান সন্ততিও মন্দ হইয়া উঠে। ইহারও ভূরিং প্রমাণ দিতে পারি।

পদ্মাবতী। এই কথাটি তুমি সত্য বলিয়াছ। আমার কাকার মেয়ে ৩০ বৎসর বয়সে বিধবা হয়। তাহার স্বামী তাহাকে লেখা পড়া ভাল শিখাইয়া ছিল। তাহার ভাণ্ডার-পো ও জ্ঞাতিরা তাহাকে ফাঁকি দিবার জন্য কত চেষ্টা করে কিন্তু সে মেয়ে মানুষ হিসাব পত্র ভাল বুঝতো ও তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি ভাল ছিল এজন্য এক পরসাত্ত কেহ ঠকাইতে পারে নাই

কিন্তু আমার মামার মেয়ে কিছুমাত্র লেখাপড়া জানেনা, তাহার স্বামী মরিলে পর তাহার ভাই ও দশজনে পড়িয়া চোকে ধূলা দিয়া সব লুটে পুটে লেছে, আজ খান এমন যোও নাই।

হরিহর। তবে দেখ দেখি স্ত্রীলোকের সুবিবেচনা থাকাতে কত উপকার? ইহা গৃহকর্মে লাগে—স্বামির কর্মে লাগে—সন্তানাদির কর্মে লাগে—নিজের কর্মেতেও লাগে। সুবিবেচনা লেখা পড়ার চর্চার দ্বারাই হয়।

ইউরোপ দেশে মাতাই সন্তানকে প্রথম শিক্ষা দেন। সে শিক্ষা যে কেবল পুস্তকের দ্বারা হয় এমন নহে। নানা প্রকার স্নেহ ও আদরের কৌশলে মাতা হিতাহিত বাক্য বলেন। ঐ হিতাহিত বাক্য ভৎকালে শিশুর মনে যেমন বসে এমন পাঠশালায় পড়াতে হয় না, কিন্তু এদেশে স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া শিখে না, তাহারা সন্তানকে কেমন করিয়া সৎ উপদেশ দিবে? যে ব্যক্তি নিজে অন্ধ সে কি অন্য অন্ধের হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে? এদেশে যদিপি স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া জানিত তবে সন্তানদিগের সুশিক্ষা অল্প বয়সে অনায়াসে হইত। ও তাহারা যে কুকথা ও কুরীতি শিখিত ঘরে আসিলে তাহার শোধন হইত। অপর স্ত্রীলোকের লেখাপড়া জানাতে আরও এই এক উপকার যে জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি হইলে মন আত্মাদে থাকে, বার্থ কথায় কাল ক্ষেপণ হয় না এবং সার ও অসার শোধ হয় ও শীঘ্র কুর্নাত হয় না।

জ্ঞানকরী বিদ্যা শিক্ষায় ধর্ম্মে মতি হয় কি না ও অর্থকরী বিদ্যা স্ত্রীলোকের শেখা উচিত কি না ইত্যাদি যে তোমার কয়েকটি কথা রহিল তাহা পরে বলিব, অদ্য অধিক রাজি

পদ্মাবর্তী। খুব ব্যানে লিখাপড়া বিখেছে। আমার বুদ্ধি শুদ্ধি ঘুরিয়ে দিলে—আমাকে নিয়ন্ত্রণ করিলে। কথা গুলনতে ভাল বলিলে। কাল রাত্রে এতটুকু সকাল বসন্তে আরম্ভ করিও।

(২) গৃহকথা, স্ত্রী শিক্ষা—জ্ঞানকরী বিদ্যা। সংখ্যা ২।

পদ্মাবতী। কাল রাত্রে বলিয়াছ জ্ঞানকরী বিদ্যায় 'সু-বিবেচনা জন্মে, তাহাতে ধর্ম মতি কি রূপে হয় বল দেখি।

হরিহর। ধর্ম দুই প্রকার,—প্রথম পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি, দ্বিতীয় সংসারে সংকর্ম করা। পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্য মনের সহিত ধ্যান উপাসনা ও আত্ম স্বভাব শোধনের আবশ্যক। আর যদিও পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি সকল ধর্মের মূল তথাচ সংসারে সংকর্ম করা কি উপায়ে হয় বল দেখি ?

পদ্মাবতী। মা খুড়ী ও অন্যান্য দশ জন প্রবীণ মেয়ে দাঁতুল যেমন করে তেমন করিলেই ভাল কর্ম করা হয়।

হরিহর। তবে ভাল কর্ম করাতে অন্যের উপদেশ অথবা সহযোগের অপেক্ষা হইল। বিনা উপদেশেও কেহই আপন স্বভাব বশতঃ সংকর্মে প্রবৃত্ত হয় বটে কিন্তু সকলে হয় না। যেমন দশটা বীজের মধ্যে একটা বীজ ভাল—মাটিতে ফেলিলেই অনায়াসে গাছ হয়, কিন্তু সকল বীজের চারা করিতে গেলে জল সেচন ও অন্যান্য উপায়ের আবশ্যক হয়। যদ্যপি মা খুড়ী ও অন্যান্য স্ত্রীলোক সংসারে সংকর্ম সর্বদা রত থাকেন তবে তাঁহাদিগের উপদেশ অথবা সহবাসই শিক্ষা এবং সেই শিক্ষাতেই ধর্ম মতি হয়।

পদ্মাবতী। সংসারে স্ত্রীলোকদিগের ভাল কর্ম করা কাহাকে বল ?

হরিহর। স্ত্রীলোক যাবজ্জীবন আপন সতীত্ব রক্ষা করিবে। স্বামী কৃতী হউক বা অকৃতী হউক তাহাকে অমঙ্গল-কল্পের সহিত স্নেহ ও ভক্তি করিবে। অন্য পুরুষের প্রতি মনন ও মহা পাপ। পতিই জ্ঞান, পতিই ধ্যান, পতিই প্রাণ, অহরহ ইহাই মনে করিবে। এতদ্ব্যতিরেকে পুত্র কন্যাকে সমান রূপে স্নেহ করিবে। পিতা মাতা শ্বশুর শাশুড়ী জ্যেষ্ঠ ভাতা ভাণ্ডুর ও অন্যান্য গুরুতর লোককে সম্মান করিবে। কনিষ্ঠ ভাতাও দেবরাদিকে পুত্রবৎ দেখিবে। দাস দাসীদিগকে কখন নিগ্রহ করিবে না। জাতি ও পল্লীস্থ কাহারো

হিংসা করিবে না। অগ্নী ধনী অথবা কৃতী হইলেও অহঙ্কার করিবে না। ধনৈশ্বর্য্য সম্পন্ন অথবা বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিতা হইলেও দম্ব ভাগ করিবে। আপন কৃতি হইলে অন্যের সহিত কলহ করিবে না। কাহাকেও কোন প্রকারে বঞ্চনা করিবে না। জ্ঞাতি কটুম ও সুহৃদগণ ক্রেশে পড়িলে সাধ্যক্রমে সাহায্য করিবে। অনাথ দীন দরিদ্র লোক দৃষ্টি গোচর হইলে শালি অনুসারে দুঃখ মোচন করিবে। কখনো ব্যাপিকা হইবে না, অভিমান প্রকাশ না করিয়া সকলের প্রতি সর্বদা নম্রভাবে ব্যবহার করিবে। যে দ্বীলোক এই সকল সংসারিক ধর্ম্ম করে তাহার যশঃ চিরকাল সংকীৰ্ত্তন হয়,—তিনি পরকালে পরম গতি প্রাপ্ত হন।

পদ্মাবতী। হাঁ তা বটে তো, এমন তর মেয়ে মানুষ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। আমরা যে সকল মেয়ে মানুষ দেখি তাদের এ সব ধর্ম্ম দুটা একটা আছে, সব কোথা? মলো! কেহ বা স্বামিকে দিবারাত্রি কট বাকা বলে, কেহবা ঠেকারে ফেটে মরে, কেহবা মিথ্যা কথা লইয়া কোঁদোল করিয়া বাড়ী ফাটায়, কেহবা গুরুতর লোকেব সামনে দম্ব করে, কেহবা জ্ঞাতি অথবা অন্যের হিংসাতে শরীর চালে, কেহবা আপনার বেশ ভূষণে বাস্ত থাকে, অন্যে বাচলে, কি মরিলো, একবার ফিরিয়াও দেখে না। কিন্তু এসব দোষাকি লেখা পড়া শিখলে যায়?

হরিহর। মূর্থতা অথবা অসদ্ব্যপদেশে মনের প্রকৃত নষ্ট হয় সুতরাং তাহাতে কৃতি জন্মে কিন্তু সদ্ব্যপদেশ ও সাধুসঙ্গ হইলে মনঃ ক্রমে নিঃশুল হয় তাহাতে ধর্ম্মে মতি জন্মে, যখন উত্তম দেশে বাস করিলে—উত্তম বায়ু সেবন করিল—উত্তম দ্রব্য ভোজন করিলে—নিয়ম পূর্ব্বক থাকিলে শরীর নীরোগ ও বলবান হয়, তেমনি সদ্ব্যপদেশ পাইলে ও সাধু সঙ্গ কবিলে মনঃ বিশুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মে রত হয়। দেখ দেশে বেশ্যার কন্যা প্রায় বেশ্যাই হয় কারণ বালা কালান্ত্রি কুসঙ্গে থাকে ও অসদ্ব্যপদেশ পায় কিন্তু বিলাতে অনেক বেশ্যার গর্ভে জন্মিয়াও পিতার সদ্ব্যপদেশে এমন ভদ্র আচার শিখে যে কতই ভদ্রলোক তাহাদিগকে বিবাহ করিতে আগ্রহবুক্ত হয় অতএব সদ্ব্যপদেশ ও সংসঙ্গের কেমন ফল দেখ।

পদ্মাবতী । ও মা, তড়লোকে বেশার কন্যাকে কেমন করে বে করে গো! যে বে করে তার জাত যায় না?

হরিহর । ইংরাজদিগের জাতি কৰ্ম্মাধীন,—সং কৰ্ম্ম থাকে, কুকৰ্ম্ম যায়। সে যাহা হউক, এ কথার বিস্তার পরে করব, সচুপদেশ ও সংস্কারের কত গুণ, দেখ।

পদ্মাবতী । সত্য বটে,—আমার একটা কথা মনে পড়িল মলিন শুন। আমার বাপের বাড়ীর দরখান শীতল সিংহের দুটি মেয়ে ছিল, শীতল সিংহ মবেগেলে একটা মেয়ে পাঁচালির দলে করিয়া বেশ্যা হইয়াছে আর একটা আগড়পাড়ার নদীর ফুলে পড়িয়া এক জন ঋষি কিষ্টকে বে করেছে। ভাল মন্দ ধর্ম্ম জানেন কিন্তু শুনিতে পাই ঐ ছুড়ী ভাল আছে, মার ব্যবহার তড়লোকের মেয়েদের মত। আমার বোধ হয়, ভাল উপদেশ পাইয়া ভাল হইয়াছে। ভাল—ভাল উপদেশে কেমন করে ভাল হয়?

হরিহর । আমরাদিগের মন অতি কোমল, যেমন একটি মেয়াকে যে দিকে ইচ্ছা করি সেই দিকে নোয়াইতে পারি মনও বক্রপ—সুপথে যাইতে পারে কুপথেও যাইতে পারে। কিন্তু মনকে নিয়ত সুপথগামি করিতে গেলে বাল্যাসক্ত অবস্থি সচুপদেশ ও সংস্কার আবশ্যিকতা হয়। নীতিকথা ও ধর্ম্মোপাখ্যান শুনিলে সম্ভাব ও অসংস্কার জন্মে এবং সাধু লোকের মর্হিত সহবাস করিলে ঐ সম্ভাব ও অসংস্কার দৃঢ়তর হয়। বাল্যাসক্তের দূতীবিলাস চন্দ্রকান্ত ও ঐরূপ পুস্তক পড়িলে অশিক্ষা বা সচুপদেশ হয় না। কিন্তু উপর উক্ত নিয়মানুসারে মাহার শিক্ষা হয় সে বালক—হউক অথবা বালিকা হউক অবস্থা তাহার ধর্ম্মে মতি হয়।

পদ্মাবতী । কেন?

হরিহর । সং কথা পুনঃ পুনঃ পাঠ ও শ্রবণ করিলে কুকাথা শ্রবণ বা চিন্তন প্রায় রহিত হয়। সংস্কার অভ্যাসাধীন—যে রূপ অভ্যাস করিবে সেইরূপ সংস্কার হইবে, কতক কাল ক্রমাগত সচুপদেশে রত থাকিলে অসচুপদেশ প্রায় ভাল লাগে না, সুতরাং ক্রমে ধর্ম্মে মতি হইতে থাকে।

পদ্মাবতী । একথা সত্য, কি মিথ্যা, কেমন করিয়া জানিব ?

হরিহর । আপনার মনের ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে, যখন সীতার বা সাবিত্রীর বা দময়ন্তীর উপাখ্যান শুন তখন মন মদ্যাবে পরিপূর্ণ হয় কি না । সে সময় কুকথা শ্রবণে অথবা চিন্তনে ইচ্ছা হয় না, অর্থাৎ সংকল্প ব্যতিরেকে সকলই আমার বোধ হয় । যদ্যপি ক্ষণিক সমুদ্রদেশে মনের এতাদৃশ গতি হয় তবে নিরন্তর নীতি বাক্য ও ধর্মোপাখ্যান পঠনে ও শ্রবণে কি বিপরীত ফল হইতে পারে ?

পদ্মাবতী । বটে, এ কথাটি আমার মনে বড়ো ভাল লাগলো ।

হরিহর । জ্ঞানকরী বিদ্যাতে কি প্রকারে সুবিবেচনা ও ধর্ম্যে মতি হয় তাহা শুনিলে । স্ত্রীলোকের অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যিক কি না পরে কহিব, অদ্য রাত্রি আশ্রিত হইল বিব্রাণ করি ।

পদ্মাবতী । তুমি কথাগুলো সাজিয়া গুজিয়া বেশ বল, সব ইংরাজী পড়িয়া নিশ্চিন্তা ছ—না ?

(৩) গৃহকথা, স্ত্রীশিক্ষা—অর্থকরী বিদ্যা । সংখ্যা ৩ ।

পদ্মাবতী । মেয়ে মানুষের অর্থকরী বিদ্যা শিখিবার প্রয়োজন কি ? মেয়ে মানুষ কি জানা জোড়া পরিয়া কুটি যাবে ?

হরিহর । স্ত্রীলোকের অগ্রে গৃহকর্ম শিখা উচিত কেমনা রন্ধন করা—বাটনা বাটা—কুটনা কোটা—দুধ জ্বাল দেওয়া বড়ি ও আচার করা—ভাণ্ডারের হিসাব রাখা—দাস দাসীকে শাসনে রাখা ইত্যাদি কর্ম উত্তমরূপে না জানিলে ভাল মতে সংসার চলে না । পুরুষ অর্থোপার্জন নির্মিত অর্থকরী বিদ্যা অভ্যাস করে বটে কিন্তু স্ত্রীলোকেরও তাহা জানা ভাল এবং জানিলে অশেষ উপকার দর্শিতে পারে ।

পদ্মাবতী । মেয়ে মানুষ আবার কবে গোজক'র করিবার বিদ্যা শিখেছে গা? মেয়েতে কবে পাগড়ি বেঁধেছে ?

হরিহর । স্ত্রীলোকে পাগড়ী বান্ধিয়া কুঠি না বাউক কিন্তু গৃহে বসিয়া শিল্পকর্ম করিতে পারে। ঐ শিল্পবিদ্যাতে অর্থের উপার্জন হয় এই কারণে শিল্প বিদ্যাও অর্থকরী বিদ্যার অন্তর্গত। ঐ শিল্পকর্ম নানা প্রকার যথ—সেলাই করা, সেপ করা, কাপড়ে ঝাড়বুটা তোলা, চাঁচ ঢালা, মে.মের ও নোনা দ্রবের গড়ন গড়া, খেলনা তৈয়ার করা, নক্সা করা বা টিঙ্গ করা, ইত্যাদি।

বিলাতে ও এ দেশে দীনজুগুথ স্ত্রীলোকেরা শিল্পকর্ম করিয়া দীনজুগুথ অর্থ উপার্জন করে তাহাতে তাহাদিগের সংসারের দার আনক সাহায্য হয়, উৎসাহ পুস্তকে যে অস্ত্র মর্নি মর্নি পদ্য শিলাতে প্রথম তাহা কাঠের উপর অঙ্কিত করে পরে দীন দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা তাহা খুদিয়া, দেয়, এ দেশে ও বিলাতে কাটর ছোট বাটি, লাটিন ইত্যাদি দুর্গম স্ত্রীলোকেরা তৈয়ার করে বিলাতে মধ্যবর্তী লোকের স্ত্রীলোকেরা সূঁচের কাজ ও সেপাও তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে এদেশে ঐ অবস্থার স্ত্রীলোকেরা চর্কা ও আসনা সূতা কাটে গুম্‌সি ভাজে ঢুলের কাটা ও সূতা কাপড় বুটা তোলা, পানের জুতা বোনে ও খয়ের গড়ন গড়া।

অপর বিলাতে বড়মানুষের স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার শিল্প ও সংগীত বিদ্যা শিখে এবং অবকাশ পাইলে একটা না একটা উপকার প্রকরণে মন নিযুক্ত রাখে এদেশে ভাগবন্ত মনুষ্য-লোকের স্ত্রীলোকেরা ইদানী শিল্প বিদ্যার কিছুই চর্চা করেন বটে কিন্তু তাহাতে যে কি উপকার তাহাদিগের বোধগম্য হয় নাই।

পদ্মাবতী । তাহাতে আবার কি উপকার? যে সকল স্ত্রীলোকের অবস্থা মন্দ, তাহাদিগের ঐ শিক্ষায় সংসারের অপ্রতুল ঘুচিতে পারে বটে, কিন্তু বড়মানুষ লোকের মেয়েদের শিক্ষার আবশ্যক কি?

হরিহর । স্ত্রীলোক মাত্রেই পরিশ্রমী হওয়া উচিত,

কেবল আড়া গড়া দিয়া, পা টিপাইয়া, হাই তুলিয়া, আলতা পরিয়া, চল বান্ধিয়া, টিপ কাটিয়া, তাস খেলিয়া কাল কাটান শ্রেয় নহে। ইহাতে অলস স্বভাব হয়, আলসোতে নিজেব কুমতি ও সন্ধানাদির কুউপদেশ হইবার সম্ভাবনা স্ত্রীলোকের গৃহ কর্ম পড়া শুনা ও শিল্প বিদ্যারও অনুশীলন করা কর্তব্য। ক্রমাগত এক প্রকার কর্ম ভাল লাগ না। কিছু কাল বা গৃহ কর্ম করিলে, কিছু কাল বা পড়া শুনা করিলে কিছু কাল বা শিল্প কর্মের চচ্চা করিলে। বড়মানুষদিগের স্ত্রীলোকের শিল্প কর্ম শিক্ষা করা অর্থের জন্যে নয় বটে কিন্তু তাহাতে নিযুক্ত থাকিলে শরীর ও মন ভাল থাকে। পল্লী গ্রামের ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকেরা পুষ্কারিণী হইতে কলনা করিয়া জল আনে—রন্ধন করে—টেকিতে ধান ভান্নে—চাউন কাঁড়ে ও যাবতী গৃহ কর্ম করে এবং অবকাশ পাইলে কাপড়ের বুটা তোলে ও অন্যান্য শিল্প কর্ম করে এজন্য তাহাদের উম্মের বাঘ অধিক হয় না এবং লক্ষ্য ও ধর্ম ভাবিলক্ষণ থাকে। শহরের বড় মানুষের স্ত্রীলোকেরা পরিগ্রহণে বাঘ দেখেন, সুতরাং ডাক্তর ও কবিবাক্স ক্রমাগত লক্ষ্য থাকে আর বার্থ কথা লইয়া কাল কাটাইতে হয়।

পদ্মাবতী। তুমি বলিলে যে স্ত্রীলোকে কিছুকাল গৃহ কর্ম করিবে—কিছুকাল পড়া শুনা করিবে—কিছুকাল শিল্প কর্মের চচ্চা করিবে। ভাল, জিহ্বাসা করি যে সকল স্ত্রীলোকের দাস দাসী ও রাঁধুণী আছে তাহাদের গৃহ কর্ম করার আবশ্যক কি?

হরিহর। তোমার এ বড় ভ্রম। গ্রিক ও রোম দেশে ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকেরা আপন গৃহ কর্ম করিতেন। গ্রিক সেনাপতি ফোশনের স্ত্রী স্বয়ং পুষ্কারিণী হইতে জল আনিতেন—তাহার কি দাস দাসী ছিলনা? বিলাতে ইংরাজদিগের ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকেরা নিজে পাকশালার তত্ত্বাবধারণ ও অন্যান্য গৃহ কর্ম করিয়া থাকে ফলতঃ গৃহিণী হইতে গেলে গৃহ কর্ম সকল উদ্ভ্রমরূপে জানা আবশ্যক; কেবল দাস দাসীর উপর নির্ভর করিলে ঐ সকল কর্ম কখনই উদ্ভ্রমরূপে নির্কাণ্ড

হইতে পারে না। অন্যাপি দাস দাসী সঙ্গেও গৃহিণী আপন হস্তে গৃহ কৰ্ম করেন তবে তাহাতে তাঁহার নিজের সমভাঙ্গ ও সম্ভানাদির সদুপদেশ হয় এবং দাস দাসীর কৰ্মের প্রতি র্ত্তয় থাকে। আর তুমি জ্ঞান উত্তমরূপ রত্নান প্রশংসনীয় কৰ্ম তাহাও এক প্রকার শিল্প বিদ্যা।

পদ্মাবতী। শিল্পবিদ্যা শিক্ষাতে আর কিছু ফল আছে?

হরিহর। শিল্পবিদ্যা শিক্ষাদ্বারা শরীর ও মন ভাল থাকে ও মেজাজ উত্তম হয়। যে স্ত্রীলোক শিল্প কৰ্মে নিযুক্ত থাকে তাহার কৰ্মের স্বভাব পরিবর্ত্ত হইয়া শান্ত প্রকৃতি হয় কারণ একেটা কৰ্মে কিয়ৎ কাল মন নিবেশ করিলে তাহার সঙ্গে ঐশ্বর্য্য অভাঙ্গ হয়। অপর সংসারে নানা প্রকার দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে, যখন ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে তখন স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্যত্র সুস্থির করিবার উপায় নাই। এই নিমিত্ত শোক উপস্থিত হইলে স্ত্রীলোকেরা কেবল বিলাপ করে, দীর্ঘকাল গত না হইলে সেই শোকের শমতা হয় না, কিন্তু তাহাদিগের যদি কোনপ্রকার শিল্প জ্ঞান থাকে তাহা হইলে সময়ে শিল্প কৰ্মে মন নিবেশ করিলে ক্রমে শোক ঢাকা পড়িতে পারে কারণ স্ত্রীলোকেরা অনামনস্কতা হয়। আর ধন তিরস্কাষি নহে, দৈবদত্ত বস্তুঃ ধন সম্পদ নষ্ট হইলে যদিও পতি দুরদৃষ্ট অথবা রোগ প্রযুক্ত উপার্জ্জনে অক্ষম হন অথবা তাঁহার হঠাৎ নিপন হয় তাহা হইলে ঐ অবস্থায় স্ত্রীলোক শিল্প বিদ্যার দ্বারাও কিছুকাল সংসার নির্বাহ করিতে পারে।

পদ্মাবতী। একথা সত্য বটে। দয়ালু বাবু বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার হঠাৎ ব্যবসায়ে অনেক নোকসান হইল, তিনি সকল অর্থ হারাইয়া কিছুকাল ক্লেণ ভোগ করিয়া মরিয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রীও এমত যোত্র ছিলনা যে সম্ভানাদির ভরণ পোষণ করেন—তিনি খয়েরের বাগান করিতে, কাপড়ের বুট তুলিতে, পশমের জুতা বুনিতে ও অন্যান্য শিল্পকৰ্ম করিতে জানিতেন। সেই সকল উপায়ের দ্বারা কিছু অর্থ উপার্জন করিয়া প্রায় দশ বৎসর সংসার চালাইয়াছিলেন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটি কৰ্ম হয় এক্ষণে তাঁহাদের ক্লেণ ঘুচিয়া

গিয়াছে। দয়ালের স্ত্রী যদিও শিল্প কৰ্ম না জানিতেন তবে আপনার ও ছেলেপুলের দশা কি হইত? তাহাকে কেহ একমুটা চাউল দিয়াও জিজ্ঞাসা করে নাই।

হরিহর। তবে দেখ শিল্প বিদ্যা শিখিলে কত উপকারী। স্ত্রীলোক দীন কিম্বা মধ্য বৰ্ত্তি লোকের ঘরে পড়িলে শিল্প কৰ্মের দ্বারা স্বামিকে সাহায্য করিতে পারে, বড় মানুষের ঘরে পড়িলে তাহার দ্বারা গৃহ কৰ্ম ভালরূপে নির্বাহ হয়। আপন শরীর, মনঃ ও মেজাজ ভাল রাখিতে পারে আর দুর্ঘটনা ঘটিলে অন্তঃকরণকে সুস্থির করিতে ও সংসারের ক্লেশ ঘুচাইতে সক্ষম হয়। আমি যাহা বলিলাম তাহার দৃষ্টান্ত অনেক দিতে পারি।

পদ্মাবতী। আর দৃষ্টান্ত দিতে হবে না, তুমি চকে আঙ্গুল দিয়া বুঝায়ে দিলে। আমি কাল অবধি বোনা টোন শিখিতে আরম্ভ করিব।

(৪) গৃহকথা,—স্ত্রী শিক্ষা, মাতার দ্বারাই সম্ভবনের প্রকৃত শিক্ষা হয়। সংখ্যা ৪।

পদ্মাবতী। তা'র মেয়ে মানুষের শিক্ষা না হইলে ছেলেপুলের শিক্ষা হয় না?

হরিহর। সুমাতা না হইলে সম্ভবন হওয়া ভার। মাতার দ্বারাই সম্ভবনদিগের মনের বলিকা প্রকাশ পায়—মায়ের যেমন মন প্রায় সম্ভবনাদির সেইরূপ মন হয়। দেখ কৌশল্যার দয়ালু স্বভাব ছিল তাহা না হইলে তরুর অংশ সপত্নী সুমিত্রাকে কেন দিবেন। তাহার পুত্র রামচন্দ্র কেমন দয়ালু ছিলেন! কুষ্ঠীও বড় দয়ালু ছিলেন—জতুগৃহে চণ্ডালিনী পাঁচটা পুত্র লইয়া ছিল তাহা স্বরণ হয় নাই পরে উহা যখন মনে হয় তখন জতুগৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে তবুও কাতর হইয়া মধ্যম পুত্রকে বলিয়াছিলেন—বাবা! শীঘ্র যাও, চণ্ডালিনী ও তাহার পাঁচটা পুত্রকে উদ্ধার কর।

কুন্তীর পুত্র যুধিষ্ঠির সত্য ও দয়াতে বিখ্যাত, আর তাঁহার অমায়িক পুত্র কর্ণও কম দয়ালু ছিলেন না। গান্ধারী দ্বেষ হিংসায় পরিপূর্ণা ছিলেন—পাণ্ডবদিগের সুখে তাঁহার অতিশয় অসুখ হইত। দুৰ্যোধন ও দুঃশাসন তাঁহারই মত হইয়াছিল। এইরূপে অনুসন্ধান করিলে উদাহরণ অনেক দেওয়া যাইতে পারে। ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়া এ বিষয়ে সম্মান মায়ের নিকট যেমন শিক্ষা পায় এমন শিক্ষকের নিকট শিখে না। সম্মান দেখিতেছে যে মাতা মিথ্যা কথা, চুরি, কটু বাক্য ইত্যাদি, গালাগালি দেওন, পরনিন্দা পরহিংসা ও পরোপকার করণে তাঁতিশয় বিরুদ্ধ এবং সত্য শিষ্টালাপ পরোপকার ক্ষমা ও দয়্য ধর্ম্মে সম্মুখ। সর্বদা একরূপ দর্শনে সম্মানের মনো মধ্যে সর্বদা ব্রহ্মের ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় তাহাতে সন্দেহ নাই। বিলাতের ও অন্যান্য দেশের অনেক মহৎ ব্যক্তির মহৎ হওয়ার মাতৃ উপদেশই মূল। ঐ উপদেশ যে কেবল পুস্তকের দ্বারা হয় তাহা নহে, মাতার স্বভাব ব্যবহার ও সচ্চরিত্র হইতেই হইয়া থাকে—মাতা যেমন মিষ্টালাপ ও হিতাহিত বাক্য দ্বারা পুত্রপুত্রীদিগকে ধর্ম্ম পথে লওয়াইতে পারেন এমন আর কারো দ্বারা হয় না।

পদ্মাবতী। কই অন্যান্য দেশের মায়ের দ্বারা শিক্ষিত পুত্রপুত্রীর কথা বল দেখি।

হারিহর। (১) সার উইলেম জোনস কলিকাতায় বড় আদালতের এক জন জজ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাল জানিতেন। ইংরাজিতে মনুসংহিতা অনুবাদ করিয়াছিলেন। সার তাঁর তিন বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃ বিয়োগ হয়। মাতা বড় বুদ্ধিমতী ছিলেন, পুত্রকে সর্বদা নিকটে রাখিয়া তাহার জ্ঞান ইচ্ছা উদ্যত্বে নানা দ্রব্য দেখাইতেন। পুত্র স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসা করিত—মা এ কি ও কি? তখন মাতা অতি সহজে তাহাকে বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপ করিতে অল্প দিনের মধ্যে সার উইলেম জোনস অধিক শিক্ষা করিয়াছিলেন। মাতা বড় ধার্মিক দাতা অথচ পরিমিত ব্যয়ী ও নম্র ছিলেন তাঁহার সহবাসে পুত্রের সং চরিত্র হইয়াছিল ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

পদ্মাবতী। স্বামী গেলে মেয়ে মানুষের ঐশ্বর্য ধরিয়।
এত করা কম কথা নয়।

হরিহর। (২) থ্রে নামে বিলাতে এক জন প্রসিদ্ধ
কবি ছিলেন। তাঁহার পিতার চরিত্র অতি মন্দ ছিল, আপ-
স্বীকে অপমান ও প্রহার করিতেন কিন্তু কেবল সন্তানের সদুপা-
দেশের জন্য সেই সকল অপমান ও প্রহার সহ্য করিয়াও তাঁহার
স্বী নিকটে ছিলেন। থ্রের মাতার প্রকৃতি ও চরিত্র
উত্তম ছিল এই কারণে থ্রে সদগুণ বিশিষ্ট হইয়াছিলেন।

পদ্মাবতী। ও মা তবে নাকি ইংরাজের! বিবিদের বড়
আদর করে—আপনার স্বীকে ধরে মারিত!

হরিহর। ভাল মন্দ লোক সকল জেতেই আছে
উক্ত প্রকার অন্যান্য উদাহরণ আরও বলি স্থির হইয়া শুন।
(৩) বিশাপহাল নামে এক জন বিখ্যাত পাদ্রি ছিলেন।
তিনি আপনার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে পরমেশ্বরের প্রতি তাঁ
শ্রদ্ধা করিতে মাতার নিকটেই শিক্ষা হয়—তিনি যখন উক্ত উপা-
দেশ দিতেন তখন তাঁহার পুত্রের মন একেবারে ঐ উপদেশ
সংলগ্ন হইত। (৪) জার্জ হারবর্ট নামে এক জন ধার্মিক
লোক ছিলেন। তিনি উপাসনা কালে উত্তম রূপে গান করি-
পারিতেন। তাঁর বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতার ক-
হয়—তাঁহার মাতা অশিশুর বহু পুঙ্গব তাঁহাকে সদুপদেশ দিত
ছিলেন ও যের পাঠশালায় তিনি পড়িতেন তাহার নিকট
মাতা আগিয়া বাস করিয়া থাকিতেন—মাতা সর্বদা বলিতেন
--“যেমন শরীর আহারান্নসারে পুষ্ট হয় তেমনি মন
লোকের কথায় ও কর্মে ক্রমশঃ আত্মার পাপ বৃদ্ধি হয় অত-
পাপ না জানা ধর্ম রক্ষার উপায়—পাপ জানিলেই পাপে দ-
হইতে হয়”। এ কারণে আপন সন্তানদিগকে শৈশবাব-
অবধি সর্বদা নিকটে রাখিয়া খেলা ছুলা ও অহানিজনক কৌত-
ইত্যাদিতে কাল ক্ষেপণ করিতেন।

পদ্মাবতী। একথা মিছে নয়—ছেলে যেমন দেখে সেমন
শুনে তেমনি শিখে—তার পর আর আর কি আছে বল দে-
—তোমার কথাবার্ত্তা যে দ্রৌপদীর পাকস্থালী—ফুরায় না

ভবিষ্যৎ । (৫) জান ওয়েসলি বিলাতে এক জন
 গীত লোক হইয়াছিলেন । তিনি সদা ধর্ম পথে চলিতেন ।
 ধর্মীয় সুখ সম্পত্তি অথবা লোকের প্রশংসার কদাপি মন
 ভ্রম না, কেবল ঈশ্বর উদ্দেশে আপন কর্তব্য কর্ত্ত্বের প্রতি
 করিতেন । তাঁহার গিনি জননী, তাঁহার উনিশ বাঁ কুড়ি
 বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, ক্রমে উনত্রিশটি সন্তান প্রসব করেন
 এহার মধ্যে তেরটি সন্তানকে নিকটোপাখ্যায় স্বয়ং শিক্ষাদিতেন ।
 জান ওয়েসলির মাতাকে ও গৃহ কন্ম বিষয় আশয় রক্ষণাবেক্ষণ
 অন্যান্য কন্ম দেখিতে শ্রুতিতে হইত কিন্তু সকল কন্ম নীকসাহ
 পক্ষে এমন সুশাস্থালা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজের এমন
 শাল প্রকৃতি ছিল যে অতিশয় বানবাটে ও আপন সন্তানদিগকে
 চিত্তাকর্ষক পিকা করিতেন । তাঁহার শিক্ষা করাষ্টবার
 জন্যে কি বাস্তব ! কি রূপে উপায় উপাধি করিতে হয়
 তাহা পর্যন্ত ও চারুদিগের প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিতে
 তাহা তাহাও কিছু দক্ষিণাথেন নাই । তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এট
 ছিল - যে ছেলের যা মনে করবে তাহা করিতে দিলে
 তাহাতে সর্বনাশ উপস্থিত হইবে এরূপ স্বভাব দমন না হইলে
 তবে অদম্যের বৃদ্ধি হইবেক ।

পঞ্চমতী । ঐ দিনের স্থানী একুশ বিয়ানের পরে তাহার
 তাঁহাকে বিদ্যা করে নাই ।

ভবিষ্যৎ । মে রীতি ইংরাজদিগের মধ্যে নাই এখন বর্চ
 --অনেক> মহৎ ব্যক্তির জীবন চরিত্রে নাত কর্ত্ত্বক বাল
 উপদেশের বিষয়ে উল্লেখ ন ই বটে কিন্তু অন্যান্য সাধুসঙ্গিক
 কণ বিবেচনা করিতে গেলে অসম্ভব বোধ হয় যে জননীই সু
 যশস্বী ও মেহযুক্ত শিক্ষাতেই সন্তানদিগের আসল শিক্ষা
 কল বদ্ধ হইয়াছিল । সম্প্রতি আর একটি কথা মনে পড়ি
 ছা বলি শুন ।

(৬) ইংলণ্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়া বড় পুণ্যবর্ত
 লোকের সহিত দেখা হইলেও মিষ্টালাপ কবিতা থাকেন । তি
 সামান্য আপন সন্তানাদির সুশিক্ষা বিষয়ে বড় যত্নশীল, রাজপ
 ও রাজকন্যা বলিয়া সন্তানেরা দম্ব না করেন এজন্য তিনি বিট

করিয়া উপদেশ দেন। কথিত আছে মহারানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র একদিন পাঠশালা হইতে মাতার নিকট আসিয়া বলিল—
আমাকে অনুক বালক প্রহার করিয়াছে। মহারানীর স্বামী প্রিন্স আলবার্ট রাগান্বিত হইলেন কিন্তু মহারানী সুস্থি-
তিতে সেই বালককে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
তুমি রাজপুত্রকে কেন মারিয়াছ? সেই বালক বলিল—আপনা
পুত্র আমার নিকট বিভাতীয় অহঙ্কারপূর্বক আমাকে অসম্মা-
ন করিয়াছিল—এজন্য আমি প্রহার করিয়াছি। মহারানী
বলিলেন—যেমন কল্মষ তেমনি ফল, তুমি উত্তম করিয়াছ বাণী
যাও।

পদ্মাবতী। ওমা আমরা হলে ইটি করিতে পারিতাম না।

(৫) গৃহকথা,—স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী পরোপ.

কারিণী। সংখ্যা ৫।

পদ্মাবতী। স্মৃতি হইলেই স্মরণ হয় ও স্মৃতি হইতে গেলেই শিক্ষার আবশ্যক হয় একথাটি বুঝলাম। (বাণী)
করি ইউরোপে অনেক স্মৃতি আছে। তাহা ছাড়া বি-
দিগের আর কিছু গুণ আছে কি?

হরিহর। এদেশের স্ত্রীলোকেরা অতিশয় মেহমত।
মনেকের পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীর জন্য সর্বদাই যত্নশীল।
অনেকে পরের বিপদ আপদে কার্যিক পরিশ্রম করিতে
স্বীকৃতি করেন না এবং সহমরণের প্রথা থাকতে যে তাঁহারা
তিপ্রাণা, তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণ
পকারার্থ তাঁহারা তত তৎপর নহেন।

পদ্মাবতী। ওমা এ কেমন কথা গো! এত ঘাট গুরুত্বপূর্ণ
তথ্যশালা কোথাথেকে হল? এসব কীর্তি যে অনেক
লোকের দ্বারা হইয়াছে? এখন তাদের নিন্দা করলেই
হল? নিন্দে করতে চাও কর তাদের গায়ে ফোঁকা
দেবে না।

হরিহর। একটু স্থির হও আমাদের কথাটা তলিয়ে বোঝ।

আমি ভালরূপে অবগত আছি যে অনেক ঘাট পুষ্করিণী
ভাগ অতিথিশালা পঞ্চবটী রাস্তা ইত্যাদি স্থলোক কর্তৃক
গিয়াছে কিন্তু এসকল কর্মে কেবল তাহারা ব্যয় করিয়াছেন
শািনিক অথবা মানসিক পরিশ্রম অল্পই। ইউরোপীয়
কানন্ বিবিদের বিবরণ শুনিলে আশ্চর্য্য হবে।

পদ্মাবতী। তবে একটা বিবরণ বল দেখি—ঈশ্বর কান
দয়াছেন শুন।

হরিহর। (১) বিলাতে বিবি ফুই নামে এক জন
স্ত্রীলোক ছিলেন। বালাকালেই তিনি পরোপকারে রত
ছিলেন। নিকটস্থ দীন দরিদ্র লোকের সম্বানদিগের শিক্ষার্থে
গত আলয়ে একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়া অনেক উপকার
করেন। বিশ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হয়। স্বামির
নিকট থাকিয়া পল্লীর দুঃখ লোকের বাসী যাইয়া তাহাদের
দুঃখ বিমোচন করিতেন। এইরূপ দশ বৎসর গত হইলে
মিউগেট নামে জেলে গিয়া দাঁখিলেন প্রায় ৩০০ স্ত্রীলোক
কর্তব্য অপরাধ জন্য কয়েদ আছে। তাহাদিগের চরিত্র
সংশোধনার্থে সর্বদা সেখানে গিয়া বয়াদি প্রদান পূর্বক দণ্ড
উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহার ঐ উপদেশে এমন স্মৃতি
হইত যে তৎ শ্রবণে তাহাদিগের অশ্রুপাত হইত। পরে উক্ত
কয়েদদিগের কুড়িটি ছেলেকে লইয়া নিত্য শিক্ষা দিবার
প্রথাব হওয়াতে জেলের অধ্যক্ষেরা বলিল ইহাতে কিছু ফল
হইবে না ও স্থানও নাই। বিবি ফুই তাহাতে ভগ্নোৎসাহ
না হইয়া একটা অন্ধকার খুবরি ঘরে বসিয়া শিক্ষাইতে লাগি-
লেন—এইরূপ শিক্ষাতে অনেক কয়েদদের স্বভাব পরিবর্ত
হইল। অনেক স্ত্রীলোক যাহারা পূর্বে কেবল বকাবকি
বচকচি ও গালাগালি করিত তাহারা এক্ষণে শান্ত হইল
এবং বসিয়া থাকিত অতীত তাহারা পাছে বিগড়িয়া যায়
এজন্য তিনি তাহাদিগকে বুনন ও শিলাইয়ে নিযুক্ত করিলেন।
পূর্বে কয়েদদের কর্ম করাইবার ও উপদেশ দিবার প্রথা ছিল
না। বিবি ফুয়ের দৃষ্টান্তে ইউরোপের অন্যান্য দেশের
জেলে ঐ রূপ সূনিয়ম হইতে লাগিল তাহাতে এই উপকার

তি ঐকান্তিক ভক্তি হয় এমন উপদেশ দিতে লাগিলেন।
ইরূপ পঁচিশ বৎসর পরোপকার করিয়া লোকান্তর গমন
করেন। তিনি সর্বদা এই কথা কহিতেন যে বার্থ কথা লইয়া
সমন্বয় অথবা পর দোষানুসন্ধান কিছা পরমিন্দা পুরুষ ও
মহিলার উভয়েই করিয়া থাকে—পরহিতে মন নিবেশই ঐ
সংসারের উত্তম। যেমন পুষ্প ফল রক্ষিত হয় তেমনি ভজ
নোপে স্মৃতি বৃদ্ধিশীল হয়।

পদ্মাবতী। এ দুইটি বিবিই ভাল। ওমা এমন তর
কথা তুমি কত জান গো? তুমি যে ভূমণ্ডী

হরিহর। (৩) হেনামোর নামে এক জন বিবি ছিলেন।
তিনিও পর হিতে সর্বদা রত থাকিতেন। তিনি দোকানি
দিগ ও অন্যান্য লোকদিগের দ্বানবৃদ্ধি জন্য পুস্তকাদি
ক্ৰয় করিতেন ও দারিদ্রলোকের সন্তানাদির শিক্ষার্থে পাঠ-
শালা স্থাপন করিয়াছিলেন ফলতঃ সং বিময়ে ধন ব্যয় করিতে
স্বীকার করেন নাই। যৎকালীন তাঁহার মৃত্যু হয় তৎকালীন
সংসার যাত্রী লোক নিকটে আসিয়া নৈম্ন বারি নিক্ষেপ
পাশে আপন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল।

পদ্মাবতী। আর কোন মেয়ে মাহুব এমন প্রকার ছিল?

হরিহর। (৪) ফলারেনস্ নাইটেঙ্গেল নামে একজন
বড়মাহুবের কন্যা অদ্যাপি আছেন। পিতা মাতা
বড়ই উদ্যম শিক্ষিত হইয়া তিনি নানা দেশ ভ্রমণ
করেন তাঁহার এমন সংস্কার যে যাহার সঙ্গে আলাপ
করিতেন তিনি আপ্যায়িত হইতেন। বাল্যাবস্থাবধি তাঁহার
বড়ই স্বভাব প্রকাশ পায়। পিতার জমিদারিতে যে
কল দরিদ্র ব্যক্তি থাকিত আপনি ক্লেস স্বীকার করিয়াও
তাহাদিগের দুঃখ নিবারণ করিতেন। অনেকেই তাহাকে
উপদেশক ও বন্ধু বলিয়া গণ্য করিত। অনন্তর রাইন-
ল্যান্ডের এক ধর্মশালায় কতিপয় ধার্মিক স্ত্রীলোকের
সেবা ও তত্ত্বাবধান করেন তাহার
পর বিলাতে প্রত্যগমন করিয়া দুঃখিনী পীড়িত নারীগণের
আশ্রয় জন্য যে এক ধর্মশালা ছিল তাহার উন্নতি করেন

এই সময়ে ইউরোপে ক্রিস্টিয়ানিগের সহিত ইংরেজ ও ফরাসিদের এক ঘোর তর যুদ্ধ কমিয়া নামে স্থানে আরম্ভ হয়। এই সংগ্রাম ব্যাপক কাল হইয়াছিল। বিলাত ও ফ্রান্স হইতে অনেক সৈন্য প্রেরিত হয়। ফারেনস্ নাইটেংগেল কী পয় ভদ্র ঘরের কন্যার সহিত কমিয়ায় আসিয়া সৈন্যদিগকে ঔষধ পথ্যাদি প্রদান ও ধর্ম উপদেশ দ্বারামাস্ত্রনা কন্যা দিবা রাত্রি অসীম পরিশ্রম করেন। এদিগে যুদ্ধ হইতেছে—গোলার শব্দ—কামানের ধূম—অশ্বের নাদ—সৈন্যের কোলাহল—ওদিগে এই দয়াময়ী কন্যা অকুতোভয়ে সম্মুখপূর্বক রোগিদিগে রোগের যন্ত্রণা নিবারণে নিযুক্ত আছেন। একরূপ কর্মে তাঁহা জ্বর হয় তথাপি পরোপকারে বিরত হয়েন নাই। যুদ্ধ সাং হইলে তিনি বিলাতে ফিরিয়া আইসেন, তৎকালীন যাবৎ লোক অসীম সম্মান পূর্বক ধন্যবাদ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। মহারাণী আপন প্রশংসা প্রকাশ্যে এক বহুমূল্য অলঙ্কার তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ফারেনস্ নাইটেংগেল আপন কর্তৃক কৃতকর্ম অধিক শোভনা করিয়া সঙ্গিদিগেরই অনেক গুণ বর্ণনা করেন। যথার্থ ধার্মিক লোকেরা ঈশ্বর উদ্দেশেই ধর্ম কর্ম করে—লোক সমাজে শত্রুর জন্য করে না বরং আপন পুণ্য কর্মের গৌরবে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন।

পদ্মাবতী। আর কোন এমন র মেয়েমানুষ ছিল ?

হরিহর। (৫) বিবি রো নামে একজন অসাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি দরিদ্র ও দুঃখিত ব্যক্তির জন্য সর্বদা কাতর হইতেন। পুস্তকাদি লিখিয়া বিক্রয় করিয়া কষ্ট উপার্জন করিতেন তাহা তাহাদিগকে দান করিতেন। এতবার হাতে টাকা না থাকাতে আপনার এক খানা রূপার বাটন বিক্রয় করিয়া পরদুঃখ বিমোচন করিয়াছিলেন। বাহিরে যাওন কালীন সঙ্গে সর্বদা নানাপ্রকার টাকা থাকিত। দরিদ্র লোক দেখিলেই যে যেমন পাত্র তাহা বিবেচনা করিয়া দান করিতেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত ধর্ম বিষয়ক পুস্তকাদি বিতরণ করিতেন ও বস্ত্রহীন ব্যক্তিদিগকে বস্ত্র দিবার জন্য স্বহস্তে

জাদি বুনির্জেন। পরছুঃখ তাঁহার হৃদয়কে এমন বিদীর্ণ করিত যে তাহা প্রবণে তিনি রোদন করিতেন অথচ স্বীয় দুঃখ সম্বরণ করণে অসীম সহিষ্ণুতা ছিল। লোক পীড়িত হইলে অথবা বিপদে পড়িলে তাহাদিগের নিকট যাইয়া তত্ত্বাবধারণ করিতেন। অনেক দুঃখি বালক ও বালিকাকে আপনি শিক্ষা করাইতেন অথবা আপন ব্যয়ে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার নৃত্য হইলে শতঃ দুঃখি দরিদ্র লোক বিলাপ পূর্বক তাঁহার গুণকীর্তন করিয়া চল।

পদ্মাবতী। আহা! এমন সকল মেয়েমানুষের দেব আশা কিয়! ব'ঙ্গালিদিগের মেয়েরা যদি পরহিতে রত হয় তবে হিংসা অনেক ঘুচে বাইতে পারে আর অনেক নোয়া মানুষ বড় কুড়ে ও অলস কেবল ঘরে বসিয়া থাকিয়া সকল মিছামিছি কথা লইয়া বিবাদ করে।

দারহর। তবে আর একটি কথা শুন—(৬) ইটেলি দেশে রোজাগোভানা নামে এক জন বালিকা থাকিতেন। তাঁহার পিতা মাতা ছিল না, তিনি উত্তমরূপ সেলাই করিতে পারিতেন, ঐ কর্মের দ্বারা জীবিকা নিবাহ হইত। পৃথিবীতে স্ত্রী ভোগ অথবা বিবাহ করণে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। দৈবাৎ এক দিবস একটি দুঃখী অনাথ বালককে দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন—তুমি অনাথা—আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব—তুমি আমার নিকট থাক। এই প্রস্তাবে ঐ অনাথা বালিকা সন্তুষ্ট হইলে রোজাগোভানা অন্যান্য অনাথা বালিকা সংগ্রহ করিয়া সকলকে শিল্প কর্ম শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া তাহা পর্য্য এই যে ঐ সকল বালিকারা পরে আপন বিবাহ নিবাহে সক্ষম হইবে ও পরিশ্রম স্বভাব হইলে দেশে পথে যাইবে না। প্রথম অনেক মন্দ ও লম্পট ব্যক্তি রোজাগোভানার প্রতি পরিহাস ও দোষারোপ করিয়া চলিত কিন্তু পরমেশ্বর উদ্দেশ্যে কর্মে চরমে ইষ্ট লাভ অবশ্যই উপাধাকে। অল্প দিনের মধ্যে রোজাগোভানার শিল্প ক্ষমতা পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল ও দেশের অনেক অনাথা

স্বাক্ষর প্রাপ্তি দেখিয়া রাজপুত্রেরা বিবিধ উৎসাহ
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের পর রোজাগো-
বানী এই এক জন শিষ্য লইয়া ঐরূপ শিক্ষালয় অন্যান্য স্থানে
প্রাধান্য করিয়া একুশ বৎসর পরোপকারার্থ আপন পরি-
ত্রিণী আক্রান্ত হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

পদ্মাবতী। একপ প্রকাব জীলোকরা স্বর্গ যাই-
তাহার সন্দেহ নাই।

(৬)—গ্রহকথা—স্ত্রী শিক্ষা, সাহস। ৬ সখা।

হরিহর। পুরুষের সাহস অত্যাশংক্য। সাহস জন-
মানসিক ক্রেশ বৃদ্ধি ও সংসাবে নানা উ-
প্রকৃত সাহসী তাহারা সাহসের আশ্চর্য কবে না—
নম্রভাবে চলে, প্রয়োনে হইলে সাহস প্রকাশ বিব্যা
উদ্ধার করে। বাহারা আপন সাহসের আশ্রয়
তাহারা প্রায় আবশ্যক সময়ে ভীত হয়—তাহাদিগের
কেবল আড়ম্বর মাত্র। যেমন পুরুষের সাহস
তেনন স্ত্রী লোকের সাহস কিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয়। সাহস
বঙ্গদেশের নারীরা আপনার যেমন ভীত তেমন
দিককে ভয় দেখাইয়া ভীত করেন।

পদ্মাবতী। তা কি হবে ছেলে কেঁদে বাড়ী ফা-
ড় না দেখালে চুপ কব্বে কেন?

হরিহর। এটি বড় ভ্রম। ছেলেকে অগা উপ-
শান্ত করা উচিত—ভয় দেখাইয়া চুপ কবান
অদ্যাবধি অনেকে তৃত প্রেত মানে না কিন্তু বাল্য
কুই গ্রহর রাহের পর যৌব অজ্ঞকার স্থানে যাইত প
অসমর্থক বাল্য সংস্কার জন্য এমন ভীক স্বভাব হয়
সহস্রীর কর্ত্ত করিতে তাহাদিগের পা কাপে। ত
অসমর্থককে ঐ জুজু ঐ কানকাটা বলিয়া ভয় দেখান
তাহাতে সন্দেহ নাই।

পদ্মাবতী। পুরুষ সবল, স্ত্রীলোক দুর্বল—স্ত্রী
সহস্রীর রূপে হইতে পারে?

হরিহর । একথা কতক দূর সত্য বটে কিন্তু সাহস দুই
 দ্বারা উপায়ে জন্মে । প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা—ঈশ্বর
 দেশেই সকল কৰ্ম্য করিতে থাকিলে আপনাপনি সাহস হয় ।
 দ্বিতীয়তঃ শরীর পুষ্টি ও বলবান হইলে সাহস জন্মে । এতদেশীয়
 নারীগণের যে সাহস নাই এমন বলিতে পারি না কারণ ঈশ্বর
 দেশে পতিপ্রাণা হইয়া মৃত পতির সঙ্গে কোন্ দেশের
 নীলোক পুড়িয়া মরে? ঐ বিষয়ে হিন্দু জাতীয় স্ত্রীগণের অসীম
 সাহস । কিন্তু তাহারা বিপদ আপদে ও বিচ্ছেদ নিয়োগাদি
 দ্বারা অতিশয় বিহ্বল হয়—ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারে না ।
 যেদ্রুপ অন্তাস সেইরূপ ফল—দেখ স্পার্টাদেশে যুবা লোক
 যখন যুদ্ধ যাত্রা করিত তৎকালীন তাহাদিগের মাতারা বলিত
 —দেখ বাবা! রণে কদাচ পরাঙ্মুখ হইও না—রণস্থল থেকে
 পলাটো! আসিবার অপেক্ষা তথায় প্রাণ ত্যাগ করা শ্রেয়, ও
 যুদ্ধে ভয় হওয়া অপেক্ষা তোমার মৃত দেহ চক্ষের উপরে
 তুলিত হওয়া আমার প্রতিজনক ।

পদ্মাবতী । ‘ছি—ছি’! একি মায়ের উপযুক্ত কথা!
 পলায়নজনক নয় না হলে এমন কথা বলিতে পারে না ।

হরিহর । ইহার সিদ্ধান্ত পরে করিব—এক্ষণে তার একটি
 কথা শুন । রোমদেশে এক জন মহাকুলোদ্ভব ধনির
 করনিলিয়া নামে কন্যা ছিলেন । তাহার দুইটি পুত্র । তাহা-
 দের নাম থ্রেকাই । তিনি পুত্রদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষিত
 করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন—আপনার বেশ ভূষার
 ইহার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না । দুইটি পুত্রই জননী
 সদপক্ষে বিদ্বান ও গুণশালী হইয়াছিল । একদা এক রমণী স্বর্ণ
 রৌপ্য হীরক মাণিকা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তাহার নিকট
 আসিয়া আত্ম সোভাগ্যে গর্ব্বিতা হইয়া জহরাতের প্রতি দৃষ্টি
 করিতে কহিলেন । করনিলিয়া তাহাতে চুপ করিয়া থাকি-
 লেন । ইতি মধ্যে তাহার পুত্রদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হইল
 তখন তিনি উত্তর করিলেন—“দেখ আমার জহরাত এই,”
 একথা যাউক । সেই অবলা যেরূপ পুত্রদিগকে সৰ্ব্বদা বলিতেন

—লোকে আমাকে কবে তোমাদিগের মাতা বলিয়া ডাকিলে তোমরা অদ্যাপিও দেশোপকারে বিখ্যাত হইলে না। প তাঁহার পুত্রেরা দেশের হিত জনক কর্মে উন্নত হইয়া যু প্রাণ ত্যাগ করে ও সেই স্থানে রোমদেশের লোকে তাহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া রাখে। কারনিলি পুত্রদিগের ঐ সদাতিতে কৃতার্থ হইয়া সহরের প্রান্তভাগিয়া বাস করেন। আত্মীয়েরা নিকটে গেলে তিনি অপ্রপাত না করিয়া বীরতা পূর্বক আপন তনয় দ্বয়ের গুণ ব করিয়া মনের তৃপ্তি প্রাপ্ত হইতেন।

পদ্মাবতী। এমন মেয়ে মানুষের কথা কখন শুনি নাই বোধ হয় তাহার শরীরে মায়া ছিল না।

হরিহর। হুল কথা মনঃ অভ্যাসাধীন, যেক্রপ অন্ন কর সেইরূপ মনের গতি হয়। স্পার্টা ও রোমদেশে পুরুষ উভয়েই দেশ রক্ষা ও দেশের মঙ্গল জনক কর্মের অচিন্তা কবিত, য ভার বিপতীত আচরণ দৃষ্ট হইত তিনি ক্ষাত হইতেন একারণ তত্রত্য প্রীদিগের উক্ত প্রকার ম গতি হইয়াছিল। ভারতভূমিতে ও প্রীজাতিব এ স্পার্টা সাহসের অভাব নাই। তাড়কা রাক্ষসীর বন নিমিত্ত কৌশল্যা রাম বক্ষ্মণকে মাজাউয়া বিশ্বামিত্র সহিত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা একচে নগবে আসিলে বকা রাক্ষসব নিকট ব্রাহ্মণপুত্রের পরিচয় কুম্ভী স্বয়ং ভীমকে প্রেরণ করেন। রামের সহিত যুদ্ধ সীতা কুশলবকে সজ্জিত করিয়া পাঠাইয়া দিয়া কালীন এইরূপ আশীর্বাদ করেন।

“কায় মনোবাক্য আমি যদি হই সত্য।

তোসবার যুদ্ধে কার নাহি অব্যাহতি” ॥

দ্রৌপদী আপন পাঁচটি পুত্র লইয়া কুরুক্ষেত্রের দিকে ছিলেন। স্বয়ং তাহাদিগকে রণে প্রেরণ করেন। অতএব কন্যা, বীরপত্নী ও বীরমাতার লক্ষণ স্বতন্ত্র। যে

মহান দৃষ্টি বিশ্বাস যে ঘোর যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিলে শাস্ত্র
দ্বারা গদা পদ্ম ধারী হইয়া বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে সে স্থলে
সাহস হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অপর পুরাণাদি পাঠে স্পষ্টই
বাস্তব হইতেছে যে পূর্বকালে লোকে ঐহিক সুখাদিতে মগ্ন
ত না—আত্মার অবিনাশিত্বের দৃষ্টি বিশ্বাস ছিল তাহার। কি
সংসারে আত্মার সদাতি হইবে তদর্থই অধিক মনোযোগ
দিত।

পদ্মাবতী । কথা শুনি বেস বলছে।

হরিহর । পূর্বকালে ভগবতী প্রভৃতি অবলম্বন সংগে যুদ্ধ
দিত হইলেন। অন্বেষণ করিলে একরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া
হইতে পারে।—সে যাহা হউক। যাহা কথিত হইল তাহাতেই
বাস্তব হইবেক এদেশের রমণীগণের সাহসের অভাব ছিল না।
কখনো এই সিদ্ধান্ত করি যাহার যাহাতে দৃষ্টি বিশ্বাস তাহাতেই
সাহস সাহস হইয়া থাকে। অনেকেই স্ত্রী সতীত্ব রক্ষণার্থ
প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয় তাহার কারণ দৃষ্টি বিশ্বাস আছে সতীত্ব
হইলে ঘোর নরকে পড়িতে হইবে—এইরূপ বিশ্বাস
অন্য ও অনুমরণের মূল। অতএব স্ত্রীলোকদিগের যে সাহস
হইত এমন বলিতে পারি না। তাহাদের কর্তব্য যে মনঃ সংযম
করিয়া বিচ্ছেদ বিপদ ও বিরোধ কালে সাহস অবলম্বন করিয়া
কর্তব্য কর্মে রত থাকেন। সাহসান্বিত মাতা না হইলে সাহসী
সন্তান প্রায় হয় না।

৭। গৃহকথা—স্ত্রীশিক্ষা, সদভ্যাস। ৭ সংখ্যা।

পদ্মাবতী । সংসারে পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের প্রধান
কর্ম কি?

হরিহর । পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ম পরমেশ্বর-
প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও প্রীতি করা। পরমেশ্বরের প্রতি ঐ-
কান্তিক ভক্তি ও প্রীতি করার লক্ষণ এই যে মন শুদ্ধ ও নির্মল
হইবে অর্থাৎ দ্বেষ হিংসা রাগ ইত্যাদি কুশক্তি মন হইতে
গিত হইবে, ঈশ্বরের অপ্রিয় কর্মাদি অর্থাৎ কোন প্রকার
পাপ কর্ম মনোমধ্যে আসিতে দিবে না, নিজাম হইয়া অর্থাৎ
কল্যাণভাষ্য না করিয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশ্যেই নম্রভাবে পুণ্য কর্ম

করা হইবে ও মনুষ্যমাত্রের প্রতি ভাতৃবৎ ব্যবহার করিবে। আর অহিংসা পরম ধর্ম এই বাক্য স্মরণ করত ক্রমাশীল হইতে শত্রুদেরও মঙ্গল চেষ্টা করিবে। ভগবদ্গীতায় অষ্টমাধ্যায় বাহা লিখিত আছে তাহা শ্রবণ কর।

“সুখং এবং মিত্র আর শত্রু* উদাসীন, মধ্যস্থ দেষদোষ লোক, কুটুম্ব, সাধু, পাপিষ্ঠ, এ সকলের মধ্যে কাহারও প্রতি সাহায্য রাগ দেয়, না থাকে সেই যোগী সর্বাপেক্ষা প্রধান”

“যে ব্যক্তি আত্ম দৃষ্টান্তে সর্ব প্রাণিতে সম দৃষ্টি করে (তর্থাৎ যেমন স্বাথ আপনার প্রিয় সেইরূপ অনোরো প্রিয় এবং দুঃখ যেমন আপনার অপ্রিয় অনোরও সেইরূপ অপ্রিয়) সর্বত্র এই প্রকার সমান দৃষ্টি পূর্বক কাহারো দুঃখের প্রার্থনা করিবে না (কারণ সকলেরই সুখ ইচ্ছা করেন) আমার মতে সেই যোগী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ”।

স্মৃতিতে লেখেন যথা.—

“পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দেষ্টবি বা সদা।

আত্ম বদর্ভিতব্যঃ হি দরৈশ্চা পরি কীর্তিতা”।

“কি উদাসীন কি বন্ধুবর্গ কি মিত্র কি শত্রু সকলের প্রতি আত্ম দৃষ্টান্তে যে ব্যবহার করা তাহার নাম দয়া”।

উক্ত বচনের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতমান হইতেছে যে সম মনুষ্যের প্রতিই আত্মবৎ দেখা কর্তব্য ও শত্রুর প্রতি রাগ দেয় করা কর্তব্য নহে, তাহার কারণ এই যে দেষ ইত্যাদি জগ্মিতে দিলে মনের বিশুদ্ধতা ভাঙে এবং সাহায্য মনে মালিন্য জন্মে তিনি পরমেশ্বর হইতে অনুরক্ত পড়েন।

ভগবদ্গীতার অষ্টমাধ্যায়ে লিখিত আছে।

“সেই পরম পরম সর্বত্র অনাদি, জগতের প্রতিপালক তিনি সূর্যের ন্যায় অপর প্রকাশক কিন্তু তাঁহার রূপ অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিদের মনঃ ও বুদ্ধিব গোচর নহে”।

* দ্বাদশাধ্যায়ে “যে ব্যক্তি শত্রু মিত্রে সম ব্যবহার” ইত্যাদিতে আরো স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে শত্রুর প্রতিও রাগ করিবে না।

ইঞ্জাজদিগের শাস্ত্রেও লেখে যাঁহার চিত্ত নিশ্চল, কেবল
তাহার পরমেশ্বরকে দেখিতে পান।

পদ্মাবতী । ভাল, গীতার মতে কাহারো নৈরুপদ্য

হরিহর । ইহা চতুর্দশ অধ্যায়ে দেখিতে পাওবে।

যে ব্যক্তি একমুখ ভক্তি দ্বারা কেবল পরমেশ্বর সেবা
করে সেই ব্যক্তি তাবৎ গুণাশ্রীত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্তির যোগ্য

পদ্মাবতী । পূর্বে যে মুনি ঋষিরা তপস্যা করিতেন সে

হরিহর । তাহাও গীতায় সপ্তদশাধ্যায়ে লিখিত আছে।

মনের নিশ্চলতা এবং অক্লান্ত ও মনঃ আর আত্মনিগ্রহ
করা ছাড়াই আর মনঃ আর বাস্তবাবে কাপটা শূন্যতা এই
দুইকটা তপস্যা মনোবীর্যের অংশ ইহাকে মনঃ তপস্যা
কহে।

পদ্মাবতী । তুমি বলিলে পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক
অনুরাগের প্রধান কর্ম ও তাহার জন্য মনকে শুদ্ধ
করা হইবে, সকল পাপ কর্ম ত্যাগ করিয়া নম্র হইবে কেবল
সে উদ্দেশ্যেই পূর্ণাঙ্গীকৃত করিতে হইবে ও সকল মনুষ্যের
তাহার তবৎ বাবহর করিতে হইবে এবং ক্ষমশীল হইয়া
কর্মের মঙ্গলচেষ্টা, করবেক—এট বড় কঠিন কর্ম—কিরূপে
করিতে পারি?

হরিহর । ইহার উপায়, অভ্যাস—গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে
লিখিত আছে।

‘‘ই অর্জুন চাক্ষুর্গাদি প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত মনকে বশী-
করণ অসাধ্য বাহ্য বালিতেছ তাত্মা যথার্থ বটে তথাপি
তাহার অর্থাৎ মন যখন যে বিষয়ে ধাবমান হয় তখন সেই
বিষয়েই আকর্ষণ করিয়া পরমেশ্বরেতে অবস্থিত করা আর
‘‘নিরবেরাগা এইরূপে মন বশীভূত কর’’?

পদ্মাবতী । অভ্যাস প্রথমে কিরূপে হয়?

হরিহর । প্রথমে প্রতিদিন মনের সহিত পরমেশ্বরকে

ধ্যান ও উপাসনা করিতে হইবে—পরমেশ্বর সৃষ্টিকর্তা—পালন
কর্তা—সংহাব কর্তা—তিনি সর্বনিয়ন্তা—সর্ববাপী—সর্বশা-
সন—সর্বজ্ঞ—অনুগ্রাহী—করুণাময়—ক্ষমাময়—নির্মলোদ্ভ-
বিত পালন ও দুই দমন। তাঁহার এমনি গুণ যে তাঁহার
ধ্যান ও উপাসনায় মতির ক্রমণ উত্তমতঃ জন্ম। কে-
মুখে ঈশ্বরকে বলিলে কিছুই হইতে পারে না—ধ্যান
উপাসনা অনুরোধের সহিত করিতে হইবে। এবং তদনুযায়ী
কাম্যের দ্বারাই দেখাইতে হইবেক—ফলকথা পরমেশ্বর
গুণ সকল সর্বদা স্মরণ করত সংশয় অথবা কিংবা
কি বাহিরে দয়া ধর্ম সত্য ক্ষমা ইত্যাদি অবলম্বন করি
অভ্যাস করিবেক।

পদ্মাবতী। ধ্যান ও উপাসনা কিপ্রকারে করি-
হইবে?

হরিহর। পরমেশ্বরের শক্তি মনো ও গুণাদি চিত্র
করিবে। শিশুরা যে প্রকার অকপটে ও সরল চিত্তে বাগ-
নিকট গিয়া সকল কথা কহে সেইরূপ উপাসনা করিতে
পাপ করিয়া থাক তাঁহার জন্য মনের সহিত সন্মাপ হইবে
পূর্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। স্মৃতি ও আত্ম বিশুদ্ধ
কাণ্ড প্রার্থনা করিবে—এইরূপ করিলেই পরমেশ্বরের প্র-
ভক্তি ও প্রীতি উদ্ভিত হইবেক।

(৮) গৃহকথা—স্ত্রীশিক্ষা, মনঃসংযম। ৮ সংখ্য।

পদ্মাবতী। মনঃসংযম কিরূপে হইতে পারে?

হরিহর। গীতার মতে মনঃসংযমের উপায় বলিরাহিত
ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও লিখিত আছে “যে মনঃ
নিরন্তর বিষয় ভাবনা করেন তাঁহার সেই সকল বিষয়
আসক্তি হইয়া ঐ আসক্তি হইতে অভিলাষ জন্মে। ঐ
অভিলাষের কোন বাঘাত হইলে সেই অভিলাষে ক্রোধ
স্থিত করে, ক্রোধ হইলে কার্যাকার্য্য বিবেচনা হয় না, মনঃ
শূন্য হইলে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ এবং আচার্য্যের উপদেশ

না স্মরণ থাকে না, স্মরণের অভাবে চেতনা ত্যাগ হয়, চেতনা শূন্য হইলে স্মরণে মৃত ভূলা হয়। মনকে বশীভূত করা মনের অধীন অথচ রাগ দ্বেষ রহিত যে ইচ্ছার সকল দ্বারা বিষয় উপভোগ করিলেও শান্তি প্রাপ্ত হয়”।

প্রশ্নাবতী। এতো শুল্কাম—যে ব্যক্তি গৃহী সে বিষয় কখন কখন ত্যাগ করিবে?

প্রবক্তা। মনঃ সংযমই আসল কথা—মনঃ সংযম হইলেই মন সকল দমন হয়, এটি কেবল অতীতের দ্বারা সঞ্জন করা হইতে পারে। আমাদিগের মতে মনুষ্যের ছয় রিপু—কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। ইংরাজি মতে ইহার প্রাণীকৃত পঞ্চ প্রধান রিপু ছই—অন্যান্য রিপু সকল প্রায় ইহাদের অন্তর্গত। দেখ, কাম লোভ মোহ ইত্যাদি প্রেমের মতো ক্রোধ মদ মাৎসর্য্য ইহাদের মূল ঘণা। প্রেম ও মদ ও ব্যক্তি বিশেষে তাবতমা হইলেই ভাল মন্দ একারণ ভৌতিক ও অসৌখ্য বস্তু এবং ব্যক্তিতে মন জন্মে ও কাহার উপর ঘণা না হয় এমন চেষ্টা করা কর্তব্য। পরমেশ্বর ও তাহার গুণসকল মনেতে সর্বদা এক থাকিলে প্রেমের ভাগ তাহাদিগেরই উপর অধিক পড়ে—তাহার পর পরিবার বন্ধু বান্ধব ইত্যাদির উপর ঘণা হইতে অস্বাভাবিক হিংসা রাগ পরদ্রোহিতা ইত্যাদি জন্মে। এই সকল রিপু দমন না হইলে মন শুদ্ধ হয় না।

প্রশ্নাবতী। দ্বেষ হিংসা কি রূপে দমন হয়?

প্রবক্তা। ইহার উপায় প্রথমে আত্ম গোঁরবে রত না হওয়া ও আনার সহনীয় যাহা তাহাই ভাল, পরের যাহা তাহাই মন্দ, এরূপ চিন্তাতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়—অহঙ্কার উৎপন্ন হইলে পরের প্রতি তাক্ষীলতা ও ঘণা বৃদ্ধি পায় স্মরণে তাহাতে দ্বেষ হিংসার প্রাণীকৃত হইতে পারে। আত্ম গোঁরবে রত না হইবার উপায় ঈশ্বরের মহৎ সত্ত্ব সৃষ্টি ধ্যান করত আপনাকে নম্র জ্ঞান করা ও অন্যের মন আন্দোলন না করিয়া গুণ গ্রহণ করা এবং আপনার

দোষ যথার্থ রূপে অনুদান করা। যখন দোষ হিংসা মনে হইবে তখন বিবেচনা করা কর্তব্য যে দোষ হিংসা করিতে উপকার? তাহাতে মন সুস্থি হয় না অসুস্থি হয়? হিংস্র চিন্তের দণ্ড এইকেনেই হয় ও অন্তে মন্দ গতি প্রাপ্তি যাহাদিগের প্রতি দোষ হিংসা কর তাহাদিগের যদি কোন নাথকে তবে তাহাদিগের জন্য দুঃখিত হও, দোষ হিংসা করিবে?

পদ্মাবতী। রাগের শমতা কিরূপে হইতে পারে?

হারহর। রাগ কতদূর থাকে কর্তব্য—পাপ, কু-অভ্যাচার, ইত্যাদি দর্শন অথবা শ্রবণে রাগ হওয়া উচিত। সে রাগ এতদূর হওয়া উচিত নহে যাহাতে মনের মাজে জন্মে অথবা অতিভজনক কল্প করিতে ইচ্ছা হয়। যদি ব্যক্তি আমাদিগকে মারিতে আইসে তবে অবশ্যই আত্মরক্ষা করিতে হইবেক কিন্তু অল্প বিষয় লইয়া রাগ প্রকাশ করা স্ত্রীলোকের কর্তব্য নহে। রাগ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন ও অহঙ্কারের ভাগ অল্প থাকিলে রাগের অল্পতা বই যৎকালীন রাগের উদয় হয় তৎকালীন দমন করিতে পারিলে দমন হইতে পারে—অগ্নিব শখা শীঘ্র নির্বাণ হইতে পারে কিন্তু প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে নির্দয় কষ্ট সাধন রোমদেশের এক জন রাজা রাগের উপক্রম হইলেই কণ্ঠ পাঠ করিতেন। তাহার তাৎপর্য্য এই সমস্টুকতে রাগের শম হইবে। আমাদিগেরও সেইরূপ চেষ্টা করা উচিত। রাগ স্থিত হইলেই একটু থামিয়া গেলে রাগ পড়িয়া যায়। কেহ নিন্দা অথবা অপমানের কথা কহে তাহা লইয়া অশ্রু লন না করিয়া বিস্মৃত হইলেই রাগের অল্পতা হইবেক। “শত্রু মিত্রের” প্রতি সমভাব করা উচিত হয় তবে রাগ প্রসূত হইলে সে কাহা কিরূপে নির্বাহ হইবে?—যেমন প্রদয় নমুসভাব দ্বারা খর্ব হয় রাগও তেমনি নমুতার বশীভূত হইবে অভ্যাস এ প্রকার করিতে হইবে যেন নমুভাবে সহিষ্ণুতা পর সহজীয় বিষয়ে মন্দ চিন্তা না করিয়া মঙ্গল চিন্তা কেবল দয়া সত্য বিস্তীর্ণতা জন্য মনকে সদা নিযুক্ত রাখা

পদ্মাবতী । ভাল তুমি সৰ্বদা বল ছেলেপুলেদিগকে ভয় দেখাইও না—ভয় কি রূপে দমন হইতে পারে ?

হরিহর । “ ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়—”
 উটি সৰ্বদা স্মরণ করা কর্তব্য । মনুষ্য যদি ধৰ্ম্ম পথে থাকে
 তবে ঈশ্বরের নিকট হইতে অভয় পদ পায়—তাহার আর
 ক ভয় হইতে পারে ? যে মানুষ অধৰ্ম্মে রত তাহার কি ভয়ের
 কথা আছে ? সে কালি সৰ্বদাই ব্যভিচার ও ভয়োত্তর খরখর
 বিদ্য বাঁপে । কিন্তু কতক শুদ্ধি ভয় বাল্যসংস্কারাধীন, যথা
 ককর, মরে থাকা, ভূত প্রেতের আশঙ্কা, জল অগ্নি অথবা
 অন্ত বহু বস্তু দেখিলে অস্থির হওয়া । এজন্য শিশুদিগের
 এই সাবধান পূর্বক হওয়া কর্তব্য ।

পদ্মাবতী । শোকের শমতা কিরূপে হইতে পারে ?

হরিহর । শোকের শমতার জন্য মনে দৃঢ় রূপে বিশ্বাস
 রাখা কর্তব্য যে পরমেশ্বর কর্তৃক যাহা ঘটে তাহা আশা-
 দায়ী—মঙ্গলের জন্যই হয়—তিনি বিচার ও কৃপার সাগর—যাহা
 বল তাহা সম্পূর্ণরূপে যথার্থ ও শুভজনক । আশাদিগের
 বল স্বভাব ও ভ্রম বশতঃ তাহার কৰ্ম্মাদি আমরা বুদ্ধিতে
 চিন্তা না । মনুষ্যের বিপদ ও শোক যদি না হইত তবে
 পাপকারের বৃদ্ধি হইত ও ঈশ্বরের প্রতি মনও থাকিত না ।
 সম্পদে মনুষ্য মদবিভ্রল হয়—বিপদে না পড়িলে ধৰ্ম্ম উপদেশ
 হয় না । বিপদে পড়িয়া চিন্তের কিঞ্চিৎ অস্থিরতা হওয়া
 দৃষ্টান্তে ভাল—এতদবস্থায় উত্তম জ্ঞানের উদয় হয়—এ-
 কালে ঈশ্বরের সুবিচারে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া চিন্তকে শাস্ত রাখা
 কর্তব্য । বিয়োগ শোক উপস্থিত হইলে আশাদিগের এই
 কথা উচিত—শরীর বিনাশী, আগ্না অগ্নিনাশী—যখন ঐ আগ্না
 হস্তের নিকট গমন করিল তখন মঙ্গলের জন্যই গমন
 করিল—ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই ভাল ।

আব ক্রমশঃ কোনও বিষয়ে নিযুক্ত হইলে শোকের শমতা
 হইতে পারে নিরন্তর শোকে নিমগ্ন হইলে শোক বৃদ্ধি হয় ।

আশাদিগের যে সকল রিপূর দ্বারা ধৰ্ম্মের হানি হয় তাহার
 দমনের বিশেষ উপায় বলিলাম । মনুষ্য যদি সৰ্বদা ভাবে

যে “গৃহীত ইব কেশেষ মৃত্যুনা ধর্ম্য মাচরেৎ,” ধর্ম্য কর্ম অমৃত্যুজন্য বোধ করিবে মৃত্যু যেন কেশাকর্ষণ করি টানিতেছে ও দেহ শীঘ্র হউক বিলম্ব হউক, অবশ্যই না হইবে তবে রাগ দ্বেষ হিংসা অহঙ্কার প্রভৃতির প্রাবল্য হইতে পারে না। প্রতিদিন মৃত্যু চিন্তাও ধর্ম্য পথে যাওয়ার প্রাণ কাণ্ডারী।

(৯) গৃহকথা—স্ত্রী শিক্ষা, আত্মদোষ শোধন।

মংখ্যা ৯।

পদ্মাবতী। তুমি বলিয়াছ—আপনার দোষ অনুসন্ধান করিলে পরের প্রতি দ্বন্দ্ব হিংসা খর্ব্বত হয় ও নম্রতা জন্মে আত্ম দোষ অনুসন্ধান কিরূপে হয়?

হরিশ্চন্দ্র। কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, উভয়েরই ধর্ম্য বৃত্তি হওয়া জীবনের প্রধান কর্ম। পরমেশ্বরের নিকট উপাসনা স্মৃতির স্মৃতি, সাধু সঙ্গ এবং সুবুদ্ধিজনক পুস্তক পাঠ ও সার্বজনীন আত্ম চিন্তন প্রয়োজনীয়। চিন্তা করণের তাৎপর্য এই যে কর্ম ও মনের গতি উল্টেপালটে যথার্থ রূপে দেখিলে হইবে—আপনার কিরূপ দোষ হইয়াছে, কি কারণে এই দোষ জন্মিয়াছে ও কি উপায়ে পুনরায় না হইতে পারে অসংকলিত ধর্ম্য কর্ম ও মনের সংমতি বৃদ্ধি হইতেছে কি না। মনুষ্য স্বভাব তাৎ আত্ম অনুরাগী এজন্য আপনার দোষ দেখে দেখে না, আত্ম দোষ পরিজ্ঞান ও তৎ শোধন জন্য ঈশ্বরের নিকট উপাসনা করা আবশ্যিক—ঈশ্বরের রূপ। ভিন্ন কি হইতে পারে? তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিতে হইবেক যে মনঃকুপ্রবৃত্তির বশীভূত না হইয়া সদ্ভাবের পরিপূর্ণ ও নির্মল হইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রীতি অকপট ও যথার্থ হইয়া আর প্রমত্ত হইয়া যেন দয়া ধর্ম্য ও প্রেম বাড়িতে থাকে। যে মহাত্মা ব্যক্তি ধর্ম্য বিখ্যাত করেন তাঁহা আত্ম দোষানুসন্ধান জন্য আপনাদিগের মন ও কর্মাদি প্রতিদিন পরীক্ষা করি থাকেন।

বেনজামিন ফ্রান্স কলিন নামে মার্কিনদেশে এক জন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি কহেন কেবল ধার্মিক হওনের প্রত্যাশা করিলেই ধার্মিক হওয়া যায় না—ধার্মিক হইতে গেলে শেষ অভ্যাসের আবশ্যক। তিনি নিম্ন লিখিত এগারটি ধর্ম-ক্রমে অভ্যাস করিয়া কতক দূর কুভকার্য হইয়াছিলেন।

১ মিতাহার ও পান।

২ মোন থাকা অর্থাৎ ব্যর্থ কথা না কহা ও এমন কথা কহা হইতে আপনার অথবা অন্যের অপকার না দর্শে।

৩ শৃঙ্খলা—অর্থাৎ সকল কার্যাদি নিয়মিতরূপে করা।

৪ প্রতিজ্ঞা—যাহা কর্তব্য ও প্রতিজ্ঞের তাহা অবশ্য করা।

৫ পরিমিত বায়—অর্থাৎ এমন বায় করিও না যাহাতে আপনার ও অন্যের কষ্টে না লাগে।

৬ পবিত্রত্ব—মিথ্যা কষ্টে সময় ক্ষেপণ না করা।

৭ সরলতা—কপটতা ত্যাগ করা—পরসম্বন্ধীয় বিষয়ে মন্দ ভয়বাক্যরূপে চিন্তা না করা।

৮ ব্যস্ততা প্রতি ত্যাগ করার করিও না ও যাহার প্রতি উপ-
দ্রষ্ট কর, তোমার কর্তব্য কর্ম তাহা অবস্য করিবে।

৯ দৈর্য—অসীমতা ত্যাগ কর—কেহ অপমান অথবা অপকার করিলে যে পরাস্ত সহ্য সামর্থ্য হয় সে পরাস্ত হইয়া করা।

১০ পরিষ্কারতা—শরীর বস্ত্রাদি ও বাটী সর্বদা পরিষ্কার রাখা।

১১ স্থিরতা—অশ্লোভে অথবা সামান্য কিম্বা অনিবারণীয় উদ্যোগে স্থির না হওয়া।

১২ শুদ্ধতা—অর্থাৎ পরস্রী গমন না করা।

১৩ নম্রতা।

তিনি প্রতি সপ্তাহে এই এগারটি ধর্মের তালিকা করিতেন সাংকালে যখন আপন মন ও কর্মাদির বিচার করিতেন তখন যাহা ধর্মের বিপরীত কর্ম হইত তাহার গায়ে কালির দিতেন। তালিকা পুনঃ দেখিতে কোনও ধর্ম তাহার

উন্নতি হইতেছে কি না তাহা বোধ হইত ও সেই মত সাবধান হইয়া অভ্যাস করিতেন।

পদ্মাবতী। আর এমনতর লোক কেহ ছিল?

হারিহর। পূর্বে তোমাকে বিবি ফাইয়ের কথা বলিয়াছি। তাঁহার জাতা গরনি সঙ্গ-বিশালী ও পরোপকারী ছিলেন। তিনিও প্রতি রাতে আপনাকে এইরূপ পরীক্ষা করিতেন।

১ আজকি সকল কথাবার্তা তদ্রূপে করিয়াছি? তাহা কি সত্য নির্মল ও পরসম্পর্কণ সম্ভাব বিশিষ্ট হইয়া ছিল?

২ অন্য মনুষ্য, যাহাকে জাতবৎ জ্ঞান করা উচিত, তাহা প্রতি জাতবৎ ভাব কি আমার মনে উদয় হইয়া ছিল?

৩ পরের প্রতি যে কৰ্ম করিতে হয় তাহা কি অবিচার করিয়াছি?

৪ সকল বিষয়ে কি স্থির ভাবে ছিলাম—আমার কোন অন্যায় বাসনা ও ছিল না?

৫ কৰ্ম কি মনোযোগ পূর্বক করিয়াছি—অন্য কি বিদ্যাত্মক জ্ঞান প্রকৃত সময় দিয়াছি?

৬ পরমেশ্বরের ভয় ব্যতিরেকে আমার মনে অন্য ভয় উদয় হইয়াছিল?

৭ অন্য কি আমি সম্পূর্ণ নম্র ভাবে চলিয়াছিলাম—অথবা ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না এই মনে হইয়াছিল?

৮ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে কি সকল কৰ্ম করিয়াছি?

৯ তাহাকে কি প্রাতে ও সায়াহ্নে ভজনা করিয়াছি?

পদ্মাবতী। এক্ষণ উপদেশ আর কাহার আছে?

হারিহর। গীসদেশে পাইথেগোরস নামে এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি লিখিয়াছেন—নিদ্রা যাওনের অগ্রে দিব্য যাহা করিয়াছ তাহা এইরূপ পর্যালোচনা কর। মধ্য কক্ষের বিপরীত আমি কি করিয়াছি? আমি কি করিয়া ছিলাম? যে কৰ্ম সম্পন্ন করা কর্তব্য তাহা কি?

করিয়াছি? এই প্রকার প্রথম কর্ম ধরিয়া পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে যাহা মন্দ করিয়াছ তাহার জন্য দুঃখিত হও এবং যাহা ভাল করিয়াছ তাহার জন্য তুষ্ট হও”।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্ম সভায় গঠিত সপ্তম ব্যাখ্যানে দেখিয়াছেন “পুরুষের উচিত যে আপনার অন্তঃকরণগত দোষের অন্বেষণে বিশেষ চেষ্টা এবং তাহার উপশমার্ণ সর্বদা করেন। এই সকল অন্তঃকরণ গত অনিষ্টকারি ও ইষ্ট-কারি ধর্ম মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ এবং আমাদিগের পরিষ্কার নীতিতে হইয়াছে”।

ফলতঃ ধর্ম্মেতে বর্জিত হইতে গেলে নিজনে বসিয়া আত্মার মন্দ ও ঐহিক সুখের অসারত্ব পুনঃ পুনঃ ধ্যান করা আবশ্যিক, যাহা করিলে রিপু সকল বশীভূত হইয়া আইসে এবং মনঃ সংযমঃ মনোজ ও কর্মজ পাপের দৈনিক অনুসন্ধান ও পরিহার চেষ্টা করিলে ক্রমশঃ মনের বিশুদ্ধত্ব হয়। মনুষ্যের সংসার মধ্যে বিষয় বাপারে ও ইন্দ্রিয় সুখে নিমগ্ন হইয়া অধিক অংশ লোক এ প্রকার সাধনায় মনঃ নিয়ন্ত্রণ করে না। মনঃসংযম সাধনের উপায় এই যে মনকে স্থির রূপে রাখিতে হইবে যে কোন প্রকার মন্দ চিন্তা মনঃস্থ অপরিস্রবিত বাসনামনের মধ্যে উদয় অথবা স্থায়ি না হয়। যদি উদয় হয় তবে তৎক্ষণাৎ দূর করা কর্তব্য নতুবা কোন ফল না কোন সময়ে তাহাতে হানি হইবেক।

আত্মদোষানুসন্ধান ও আত্মদোষশোধনের প্রধান ব্যাঘাত এই যে মনুষ্য আত্ম গৌরবে এমন রত হয় যে আপন দোষ দেখিয়াও দেখে না এবং অন্যো উল্লেখ করিলে বিব্রল হইয়া উঠে, এই রূপে সংসারে তোষামোদের প্রাবল্য হইয়াছে কিন্তু ধর্ম্মব্রতী ও স্মার্ত্তীয় দোষ অন্য কর্তব্য কথিত হইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গণ্য করেন। যে ব্যক্তি আপন দোষানুসন্ধান নিযুক্ত হইলে তাহার আত্মগৌরবী জন্য অজ্ঞতা ক্রমশঃ নষ্ট হয়।

(১০) গৃহকথা—স্ত্রীশিক্ষা, সত্য কথন । ১০ সংখ্যা ।

পদ্মাবতী । তুমি বলিয়া থাক সর্বদা সত্য কহিবে—
একণে তাহার উল্লেখ কেন করিলে না?—শাস্ত্রেতে কি
বিধ আছে?

হরিহর । আমি পূর্বে বলিয়াছি যে “ঈশ্বরের অশ্রয়
কর্মাদি অর্থাৎ কোন প্রকার পাপ মনেতেও আনিবে না”
মিথ্যা কহা পাপ কর্ম অতএব কদাপি কহা কর্তব্য নহে
একণে শাস্ত্রানুসারে সত্য কত আদরণীয় তাহা শুন ।

সত্যক্ষেব জযতে নানন্তং ।

সত্য বাক্যের দ্বারা ইহা মুক্ত জয় হয়, মিথ্যায় কখন হয় না
শ্রুতিঃ ।

সত্যমাতনং ।

যে ব্যক্তি সত্য বাক্য কহেন তিনি ব্রহ্মবিদ্যার আধার
হন ।

কেন শ্রুতিঃ ।

মৌনাতঃ সত্যং বিশিস্যতে ।

মৌনব্রত অপেক্ষা সত্য কথন শ্রেষ্ঠ ।

মন্ত্য সংহিতা ।

সকল পক্ষ শ্রেষ্ঠত্বাৎ সত্যস্য পৃথগুপাদানং ।

সত্য সর্ব ধর্মের শ্রেষ্ঠ একারণ পৃথক গৃহীত হইয়াছে ।

কুল্লুকভট্ট ।

যমো বৈবস্বতো দেবো যস্যবৈষ হৃদি স্থিতঃ ।

তেন চেনবিবাদ স্তে মা গঙ্গাং মা কুরুন গমঃ ।

সকলের নিয়ম বর্ত্তা ও পাপের দণ্ড দাতা, প্রকাশ স্বরূপ
পরমাত্মা, যিনি তেজার অন্তঃকরণে অন্তর্যামি রূপে আছেন
মিথ্যা কথনের দ্বারা তাঁহার সহিত বিরোধের সম্ভাবনা, যেহেতু
তিনি সত্যস্বরূপ হইবেন, মিথ্যা তাঁহার বিরোধী ধর্ম হইবে
অতএব সত্য কথনের দ্বারা তাঁহার তুষ্টি জন্মাইলে তুমি তদ-

নাট নিষ্পাপ হইবে সুতরাং পাপ ক্ষয়ের নিমিত্ত গাঙ্গী ও
কুরুক্ষেত্রে গমনের প্রয়োজন নাই।

ময়ুসংহিতা

—সত্য হাহার ব্রত এবং সর্বদা নীনেতে হাহার দয়া এবং
ম ক্রোধ হাহার অধীন, তাহার দ্বারা তিন লোক জিত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম।

সত্য কথা কহ, যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে সে সময়ে শুদ্ধ হয়।

ব্রাহ্মধর্ম।

সত্য পালন যে পরম ধর্ম তাহা যে রূপ শাস্ত্রে আছে সেই
রূপের বিশ্বাস ও সংস্কারও ছিল। সত্য পালনার্থ
এ হরিচন্দ্র রাজ্য ত্যাগ ও স্বপুত্র বিক্রয় করিয়া শকব
দাস হইলেন,—সত্য পালনার্থ মহাবীর ভীষ্ম দারপরিগ্রহ
করেন,—সত্য পালনার্থ রামচন্দ্র বনে গমন করেন—
সত্য পালনার্থ পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর
শ্রমকর্ম বাস স্বীকার করেন,—সত্য পালনার্থ কর্ণ আপন
স্বয়ংক্রিয় বিনাশ করেন,—সত্য পালনার্থ অর্জুন দ্বাদশ বৎসর
বনবাসী হইলেন। শকুন্তলা পুত্রের সহিত দুঃশাস্ত্র রাজার
পুত্র দিগ্বিদ্যা যখন আপন পরিচয় দিয়াছিলেন, তখন রাজা
সত্যকে চিন্তিত পারেন নাই এবং বলিলেন তুমি তপস্বিনী,
সত্যকে আমি বিবাহ করি নাই। শকুন্তলা সক্রোধে
বলিলেন;

মিথ্যা হেন বল রাজা কভু ভাল নহে।

মিথ্যাত্বলা পাপ নাই সর্ব শাস্ত্রে কহে॥

সত্য সম পুণ্য রাজা না পাতি তুলনা।

মিথ্যা হেন পাপ নাই কহে মুনি জনা॥

হেনমিথ্যা বাদী তুমি হইল নিশ্চয়।

তোমার নিকটে রহা উচিত না হয়॥

আদিপর্ব।

ধনপতি শৌদাগর সিংহলে যাইয়া শালবান রাজাকে
বলিয়াছিলেন কালিদহে কমলে কামিনী দেখিয়াছি, সিংহ
লাধিপতি তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করত কাণ্ডারিদিগের সম্মুখ
লগ্ন কালীন বলেন ।

সত্য বাক্যে অগ্রে যায় মিথ্যা যদি নয় ।
হেন মিথ্যা হেতু কেহ নাহি কবে ভয় ॥
তীর্থ যজ্ঞ দানে হয় পিতার উদ্ধার ।
মিথ্যা বাক্য নরকে নাহি প্রতিকার ॥
পড়িয়া শুনিয়া পুলক হয় সুপুরুষ ।
গয়ায় করে পণ্ড দান ধরে তিল কুণ ॥
সেই ফল পায় যেরা কহে সত্য বাণী ।
কছিল পুৰাণে শুক ব্যাস মহামনি ॥
সত্য বাণী সম ধর্ম না শুনি শ্রবণে ।
অসত্য সনান পাপ নাহি ত্রিভুবনে ॥
অবনী বলেন তামি সত্যাকারে বই ।
মিথ্যা মোহ বলে তার তার নাতি সই ।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী ।

রাজা সুধীষ্ঠির মিথ্যাত সত্যপরাগ ছিলেন । দ্বা
বাক্যাত্মসারে তিনি সত্য কথন জনা সম্মুখেরে অগ্রে গমন
কিন্তু তাঁহারও একবার নরক দর্শন হইয়াছিল কারণ
কালীন ছিলে মিথ্যা কহিয়াছিলেন । সত্য ঈশ্বরের অ
ভয় হইলেই অনর্থ ঘটে ।

পদ্মাবতী । তবে তো সত্য পরমপদার্থ ! সকল
কর্তব্য যে শৈশবাবস্থা অবধি শিশুদিগকে সত্য প
অভ্যাস করান ।

(১১) গৃহকথা—উপাসনা, মোক্ষ এবং প্রার্থনা

—সংখ্যা ১১ ।

পদ্মাবতী । আমরা সকলে উপাসনা করি বটে
আমরা যাহা চাই ঈশ্বর তাহা কি দেন ?

ইরিষর । উপাসনা করাই অমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম ।
 তে কাহারো উপদেশ অগেফা কবে না—আপনা অপনি
 উদয় হয় । পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান—আমাদিগের সর্বি-
 দ—পালন কর্তা—সংহার কর্তা—তিনি যাহা ইচ্ছা করেন
 করিতে পারেন । এমন দেশ নাই যেখানে ঈশ্বরের সন্তা
 সৎশক্তি-মত্তা স্বীকৃত না হয় । এই জ্ঞান নানা দেশের লোকেরা
 প্রকারে উপাসনা করে এবং নান্যিচ্ছা ভিন্ন বিপদে পড়িলে
 লোকে সকলেই ডাকে । লোকে আপন প্রার্থিত অনুরারে
 প্রকার প্রার্থনা করে, সেটি আমাদিগের স্বভাব কিন্তু
 দেব বিবেচনায় যাহা বিচার সংগত তাহাই গ্রাহ্য হয় ।
 প্রার্থাবতী । যদি ঈশ্বর যাহা ভাল বুঝেন তাহাই
 করে উপাসনার ফল কি ?

ইরিষর । এ কথাটি জানেকে বলিয়া থাকে । উপাসনার
 ফল এই যে ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিলে মনের স্থিরতা,
 ও শক্তি হয় । আমাদিগের মন রিপু সহকীর কুপ্রবৃত্তির
 দ্বারা পরিপূর্ণ । এই সকল মল্য ঘনি পবিত্রাধার তাহার
 আত্মদ্বারা বাতিরেকে কি প্রকারে নষ্ট হইতে পারে ?
 ইরিষর উপাসনা বাতিরেকে ধর্ম বৃদ্ধি হওনের ও জান উপায়
 মনের ভাব সরল চিত্তে মুখে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিলে
 তাহা মনে বৃদ্ধিশীল হয় । মনুষ্য মনের সহিত পরমেশ্বরের
 ও গুণাদি যত ধ্যান করে ততই নম্রতা, সত্য, সরলতা, দয়া,
 শুদ্ধতা ইত্যাদি ধর্ম বৃদ্ধি পাইতে থাকে । আর সাংসারিক
 জন্ম প্রার্থনা করাও আবশ্যক কারণ তাহাতে প্রার্থিত
 উদ্যম জন্মে । উদ্যম ও চেষ্টা বাতিরেকে সাংসা-
 রিক কর্ম নিরীহ হয় না । যদি কৃষক কহে পরমেশ্বর দয়ালু,
 আমাকে অবশ্য আহাির দিবেন—ভূমি কর্ষণ করণে কি প্রয়ো-
 ন ? তবে শস্যাদি কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে ? সৃষ্টির
 সম এই যে উৎসাহী ও উদ্যোগী না হইলে কৃতকার্য হওয়া
 সম্ভব না । এ স্থলে একটা মানান্য কথা আছে তাহ বলা আব-
 স্য । এক গাড়োয়ান গাড়ি চালাইতেছিল, দৈর্ঘ্য তাহার
 নিরদমায় পাতত হইল । গাড়োয়ান জোড় হস্তে দেবতার

আবাসনা করিতে লাগিল, দেবতা উপস্থিত হইয়া বলিলেন—
 আমি আনুকূল্য করিতেছি কিন্তু তুমি নিজে গাড়িতে
 দিয়া তুমিতে চেষ্টা কর। সামসারিক বিষয়ের জন্য প্রার্থনা
 সেইরূপ ফল।

পদ্মাবতী। ভাল—মোক কি?

হরিহর। এক নতুন মোক্ষের অর্থ নির্ধারণ অর্থাৎ কীর্তন
 পঞ্চমাঙ্গিতে দীন হওন, কিন্তু যোগবান্ধিষ্ট রামায়ণে দ্বাদশ অঙ্কে
 লেখেন “মনের শান্তি হইলেই জ্ঞানির, তাহাকে মোক্ষ কহে,
 এবং পঞ্চদশ অঙ্কে লেখেন “ভোগ ভোগের নাম মোক্ষ
 নবা”। বোধ হয় ইহার তাৎপর্য ইজ্ঞানাদি নিগ্রহ ও
 সংযম যেহেতু এই গ্রন্থের চতুর্থ অঙ্কে লেখেন “কায় ক্লেশ কা হার
 এবং তীর্থ স্থানাগ্রয় এতদ্বারা ব্রহ্ম পদ প্রাপ্তির কোন উপায়
 দর্শন না কেবল মনোজয় দ্বারা ই পবনুজ্ঞ প্রাপ্তি হয়” এবং
 ষোড়শ অঙ্কে লেখেন “উনি বন্ধু, ইতি বন্ধু নহেন, এইরূপ
 ক্ষুদ্র চিন্তা অজ্ঞানি লোকের হয়, উদার চিন্তা জ্ঞানির
 জগতের সকল লোকই কুটুম্ব”। এবং চতুর্বিংশতিতম অঙ্কে
 লেখেন “যে জ্ঞানী আত্মার নাম সকল প্রাণিকে দর্শন করে
 এবং পরে ব্রহ্ম স্বভাবতঃ লোভিনার বোধ করেন কেবল
 ক্রমে করেন এমত নহে, সেই ব্যক্তিকেই মধ্যম দর্শন করেন
 অতএব এই সকলই “মনের শান্তির” লক্ষণ বলিতে হইবে

পদ্মাবতী। পাপ কর্ম করিলে কোন প্রায়শ্চিত্ত উত্তম

হরিহর। অকপটে সন্যাস ও পাপ না করণের দ্বারা
 প্রতিজ্ঞাই পাপশান্তির উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। রাজা পদার্থ
 এই প্রস্তাব করিলে শুকদেব কহেন।—

রাজন্! চান্দ্রায়ণাদি যে সকল প্রায়শ্চিত্ত, তদ্বারা পাপ
 একবারে মূল সহিত উচ্ছেদ হইবেক এমত বাঞ্ছা কখন
 হইতে পারে না, কারণ প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী যে সকল
 অবিদ্বান্ পুরুষ, তাহাদের অবিদ্যা বিনাশ না হইলে
 প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একবার পাপ ক্ষয় হইলেও সংস্কার
 পুনরায় পাপান্তরের প্ররোহ হইয়া থাকে। রাজন্! আমি
 এই কথায় এখন যদি জিজ্ঞাসা কর তবে মুখা প্রায়শ্চিত্ত

১) তাহার উপর এই, জানই মুখা প্রাশস্তিত্ব । (১০)
 ২) মিতা অগ্রমত্ব হইয়া যত্ন করিলে ক্রমে ঐ জ্ঞান
 প্রাপ্ত করিতে পারা যায়, একদাৰে লভা হয় না, যেমন যে
 দ্রব্য মিতা কেবল পথা অমত্ব আহার করিয়া থাকে তাহাকে
 ক্রমে ক্রমে করিতে বাপি সকল ক্রমে অসমর্থ হয় তাহার নায়
 মিতা পুষ্কম ও ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানী সমর্থ হইয়া থাকেন ।
 ৩) ফলতঃ ধর্ম্য দীর্ঘ পুরুষ প্রাকৃতিক হইয়া তপস্যা
 (১) ও উদ্ভিদ সকলের একাগ্রতা ব্রহ্মসংগম (মনের
 নিঃসৃত) দম (বাহ্যজিহ্বা নিঃসৃত) দান, মতা, শোচ, যম
 নীহিমা অথবা নিয়ম (জপাদি) দ্বারা কায় মনোবাক্য
 সমস্ত দুষ্কৃত্যকেও অগ্নিব দ্বারা বেণুতলা নাশের নায়,
 কপে বিনষ্ট করিয়া থাকেন । (১২) অতএব ঐ
 প্রাশস্তিত্বই মুখ্য । পরন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য প্রায়-
 সমস্ত আছে । অর্থাৎ বাসুদেব পরায়ণ কোনও ব্যক্তি
 করণে নীহারি নাশের নায় কেবল ভক্তি দ্বারা
 সকল সমস্ত উপলব্ধি করিয়া থাকেন । (১৩)
 ৪) কেবলব্রাহ্ম ! এই ভক্তিমার্গ জানমার্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ,
 ৫) পাপী পুরুষ ভগবানে মনঃ সমর্পণ পুরুষ ভগবদ্ভক্ত
 সেবা করিয়া সেমন পবিত্র হইতে পারে তপসাদি
 দ্বারা তাহার পবিত্রতা জন্মে না । (১৪) অতএব
 ভক্তিমার্গই সমীচীন পথ এ ? পরম কল্যাণদায়ক
 পথ কোন প্রকার বিঘ্নাদি সম্ভাবনাও নাই । ফলতঃ
 ভক্তিমার্গ নিষ্কান ও নারায়ণপরায়ণ সাধন এই ব্রহ্ম
 ভক্তিমান, এই কারণেই জ্ঞানমার্গের নায় এই মার্গে
 অতএব অর্থাৎ নিমিত্ত ভগ্ন অথবা কর্ম মার্গের নায়
 প্রাপ্ত পুরুষ হইতে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই । (১৫)

শ্রীমদ্ভাগবত, ৮ষ্ঠ স্কন্ধ ।

(১২) গৃহকথা—পতিব্রতার লক্ষণ সংখ্যা ১২।

পদ্মাবতী। শাস্ত্রে পতিব্রতা বিষয়ে কি লেখে?

হরিশ্চন্দ্র। সে বিষয়ে যাহা লিখিত আছে তাহা সহ উপস্থিত নাই যাহা স্মরণ হইতেছে তাহা শুন।

পতিং বা নাত্তিচরতি মনোবাগদেহসংযতা।

সঃ ভর্তৃলোকানাপোতি সন্নিঃসারীতি চোচ্যতে।

যে সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মনঃ কখন পতি ভিন্ন অন্য পুরুষ কামনা না করে, যাহার বাগিদ্রিয় অসদ্বৃদ্ধিতে পরপুরুষ নামোচ্চারণ না করে, যাহার দেহ কখনই পরপুরুষ স্পর্শ করে না, তাহাকেই সাদু পুরুষেরা পতিব্রত বলিয়া সম্বোধন করে। তিনিই পতিব সহিত অনন্য স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে।
মন্ত্রসংহিতা।

অমুকূলা ন বাগদুষ্টা দক্ষা সাধুী পতিব্রতা। এতি

গুণৈর্যুক্তা শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ।

যা অকটমানসা বিনতাস্তাঃ স্থানমানবিচক্ষণা।

প্রীতিকরী নিত্যং সা ভার্যা ভীতরা জরা॥

যে স্ত্রী স্বামির বশীভূতা, প্রিয়বাদিনী, গৃহকার্যে নিম্নসদাচার যুক্ত, পতিব্রত ও গুণ বৃত্তা হইলে তিনি গৃহমতের লক্ষ্মী স্বরূপ, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

যে পতিব্রতা স্ত্রী স্বামির অদৃষ্ট ও সম্মানের প্রতিরাখিয়া সন্তুষ্ট মনে সর্বদা প্রিয় কার্য সাধনে তৎপর। তাহাকেই যথার্থ রূপে ভার্যা বলা যায়। তদ্বিন্ন ভর্তৃ বিহীন অপতিব্রতা স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে ভার্যা না হইয়া কেবল স্বরূপ হয়।

দক্ষসংহিতা।

মন্ত্রসংহিতায় ও কাশীখণ্ডে লেখেন যে গৃহে পতি ও উভয়ে প্রেমরসে নিমগ্ন থাকে সে গৃহ মঙ্গলের আরাধনা কাশীখণ্ডে আরও লেখেন যে স্বামী অন্য স্ত্রীতে উপগত

পতিব্রতা পত্নী ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক তাঁহার প্রতি অনুকূল
বেন। যাহা মনুসংহিতায় লেখা আছে তাহাও শুন।

“বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈ বা পরিবর্জিতঃ।

উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্যা সততং দেববৎপতিঃ।

এদি দৈবযোগে স্বামী সদাচারশূন্য কিম্বা পরস্ত্রীতে আসক্ত,
বা পতির যে সকল গুণ আদর্শাক সেই সকল গুণে
হীন হইলেন, তথাপি পতিব্রতা স্ত্রী তাঁহাকে অবস্থা না
দেখিয়া দেবতার ন্যায় পূজা করিবেন।

পদ্মাবতী। তবে মেয়ে মানুষকে এক প্রকার বেঁধে
রাখা স্বামী গুণী হউক বা নির্গুণ হউক, তাঁহাকে সর্বতো
মুখী ভক্তি করা উচিত বটে কিন্তু অধার্ম্মিক হইলে কি তত
করিতে পারে?

হারিহর। জানি কি বলিব?—যাহা শাস্ত্র তাই বলিতেছি
কিন্তু পতি ধর্ম্মচ্যুত হইলে পূজা হইতে পারে না এজন্য পতি-
কর্ত্তব্য যে কোন অংশে পতিত না হইলেন।

পদ্মাবতী। ভাল পতিব্রতা স্ত্রীর আর কি লক্ষণ?

হারিহর। বাস সংহিতায় লেখেন।

নোচ্চৈর্ষদেয় পকষা ন বহুন্ পত্না রুপ্রিয়ন্।

নচ কেনাপি বিবদেব দপ্রলাপ বিলাপিনী ॥

প্রমাদোন্মাদরোযেষণ বঞ্চনঞ্চাভিমানিতাং।

পৈশুণ্যাহিংসাবিদেয়মোহাঙ্কারধূর্ত্ততাঃ ॥

নাশ্বিকাসাহসস্তেয় দম্বান্ সাধ্বী বিবর্জয়েৎ ॥

পতিব্রতা স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবেন না, নির্ভর বাক্য
ব্যবহার করিবেন না, কোন ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিবেন
না, কাহারো সহিত নিরর্থক কোন কথা কহিবেন না, পতি
দম্বাথ বিষয়ে কোন বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না, এবং নিরর্থ
শকা, উন্মত্ততা, ক্রোধ, ঈর্ষা, ছল, অভিমান, খলত
হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, শঠতা, নাস্তিকতা, দুঃসাহস, চৌ

দম্ভ, এই সকল মহানিষ্ঠকর দোষ একেবারে পরিত্যক্ত করিবেন।

ব্রহ্মদেবত্বপুরাণে লেখেন ভার্য্যা স্বামির প্রতি সমান ই করিবেন না ও প্রহারিত হইলেও ক্রোধ করিবেন না সে। “পতিই বন্ধু, পতিই গতি, পতিই ভরণ পোষণ কর্ত্তা, দেবতা, পতিই গুরু, সকল গুরু হইতে পতি গুরুতর, হইতে অধিক গুরুতর কেহ নাই”।

নারদ মুনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে দ্বীপর্ষ্য যাহা বলিঃ ছিলেন তাহাও শুন।

হে রাজন্! অতঃপর দ্বীপর্ষ্য বলি শুন। পতিশুদ্ধ পতির অমূল্যবর্জিনী হওয়া, পতি বন্ধুর অনুরক্তি কামিতা পতির নিয়ম পালন এই চারিটা পতিব্রতা দ্বীপর্ষ্য লক্ষণ ও ধর্ম্ম। (১) এই ধর্ম্ম চতুটির বিশিষ্টা সাম্প্রদায়িক মতাদেশাদি হইতে সম্মার্জন, উপলেক্ষণ, গৃহযজ্ঞ ও গৃহ স্নানাদি করণ, তথা উচ্চারণ কাম, বিনয়, দম, সত্য ও প্রিয় বাক্য এবং প্রেম এই সকল দ্বারা সময়ে পিতৃসেবা করবে আর গৃহের উপকরণ সকল সর্দার পূর্ব্বে রাখিবেন। (২) অপিচ যথালোভে সন্তান হইবেক, তৎকালে সন্তান হইলেও কোলপ, হইবেক না, সন্তান অনলম ও ধর্ম্ম হইবেক, সর্দার সত্য স্নেহ প্রিয়বাক্য করিবেক, সর্দার অবহিতা, সন্তান স্তুতি এবং শিক্ষা হইয়া মহাপাতক শাস্তি ভঞ্জন করিবেক। (৩) হে রাজন্! যে নারী লক্ষ্মীর মত। তৎপরা হইয়া হরিসাবে পতির সেবা করেন তিনি লক্ষ্মীতুল্য হরিস্বরূপ সেই পতির সহিত হরিলোকে আনন্দিত হইয়া থাকেন। (৪) শ্রীমদ্ভাগবত, সপ্তম স্কন্ধ।

এতদ্ব্যতিরিক্ত পতিব্রতা দ্বীপর্ষ্য সন্তান পতি সেবা এবং বিদেগেলে বিশেষতঃ নিয়ম পালন করিতে হয়, সে সকল বিস্তারিত পূর্ব্বক বর্ণনা করিতে গেলে বাহ্য না হইয়া পড়বেক।

পদ্মাবতী। পতিব্রতার লক্ষণ যাহা শুনিলাম তাহা আমি কতক জানিতাম। যাহা হউক, পুরুষ জাতি আপন হৃদয় ভাল বুঝে।

১৩) গৃহকথা—পতিব্রতা স্ত্রী। ১৩ সংখ্যা।

পতিব্রতী। পতিব্রতার লক্ষণ তো শুনিলাম, এখন দুই
জন পতিব্রতা স্ত্রীর উপাখ্যান বল দেখি।

সেদুর। (১) দক্ষের কন্যা সীতা বিখ্যাত পতিব্রতা।

সেদুর। দুঃখে শিব নিন্দা শুনিয়া অক্ষ করিতে না পারিয়া
সীতা দহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সেদুর। তৎকালীন এই বলেন।

সেদুর। নিন্দা নাহি করিবে শ্রবণ।

সেদুর। নিন্দা করে তারে করিব শাসন।

সেদুর। স্থান ছাড়ি কিম্বা যাই অন্য স্থান।

সেদুর। প্রতীকার হেতু তাজিব পরাণ।

কবিকল্প চণ্ডী।

সেদুর। তাঁহার কথা ছেড়ে দেও, তিনি নামেতেও
পতিব্রতেও সীতা।

সেদুর। (২) সীতাও বড় পতিব্রতা ছিলেন। তাঁহার
পালন্যে বিস্তার পূর্বক লিখিত আছে, অতএব বাহুল্য-
পালনার আবশ্যক নাই। কেবল পতিব্রতাসংক্রান্ত প্রমাণ

সেদুর। সীতার কিরূপ শিক্ষা হইয়া ছিল তাহা কিছু পাওয়া
না। কিন্তু সুশিক্ষা না হইলে এত গুণ কি প্রকারে হইল?

সেদুর। বিবাহের পর বিদায় কালীন

লক্ষ লক্ষ চুখ দিয়া বদন কমলে।

শোককীরে জনক করিয়া কোলে বলে ॥

শিবলীল বহু দুঃখে তোমাকে পালন।

লক্ষ লক্ষ মিথিলা বলি করিও স্বরণ ॥

লক্ষ লক্ষ শিশু প্রীতি রাখিও স্মৃতি।

লক্ষ লক্ষ অসৃয়া না কর কার প্রীতি ॥

লক্ষ লক্ষ না ভাবিও যা থাকে কপালে।

লক্ষ লক্ষ সীতা না ছাড়িও কোন কালে”।

আদিকাণ্ড।

সেদুর। পিতৃ সত্য পালনার্থ চোদ বৎসরের জন্যে বনে

যাইতে উদ্যোগ করিতেছিলেন সেই সময় পত্নীকে মনিকটে রাখিয়া যাইবার কথা প্রস্তাব করিতে সীতা উদেন। স্বামি বিনা আমার কিসের গৃহ বাস।

তুমি সে পরম গুরু তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও যথ্য প্রভু আমি যাই তথা॥
স্বামি বিনা ক্রীণাকের আর নাহি গতি।
স্বামির জীবনে জীবে মরণে সংহতি।
প্রাণনাথ : একা কেন হবে বনবাসী ?
পথের দোসর হব করে লও দাসী ॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবা নানা ক্লেশে।
ছুঃখ পানি'রবা যদি দাসী থাকে পাশে ॥
যদি বল সীতা বনে পাবে নানা ছুঃখ।
সব ছুঃখ ঘুটিবে যদি দেখি তব মুখ ॥
তোমার কারণ রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবার ছুঃখ সুখ হেন মানি ॥

অযোধ্যাকাণ্ড।

বনে রামচন্দ্র বসিতা ও অল্পজ সহ কিছুকাল ভ্রমণ করিত্রি মুনির আগ্রমে উপস্থিত হইলেন। মুনিপত্নী পত্নতা, সীতাকে দেখিয়া বলিলেন মা! তুমি রাজকন্যা। সুখ ভোগ ভোগ করিয়া স্বামির সঙ্গে যাইতেছ ইহাতে পিতৃ ও স্বপুত্র দুই কুন উজ্জ্বল করিলে—জানকী তুমি রাম বহু তপস্যায় তোমাকে পাইয়াছেন :

সীতা কহিলেন মা সম্পদে কিবা কাম।
সকল সম্পদ মম দুর্বাদল শাম।
স্বামি বিনা ক্রীণাকের কায কিবা ধনে
অনা ধনে কি করিবে পতির বিহনে ॥
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মন সর্ব গুণে গুণী !
হেন পতি সেবা কর ভাগ্য হেন মানি ॥
ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতি।
আশীর্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি ॥

আরণ্যাকাণ্ড।

স্নেহে পঞ্চবটী বনে রাবণ কর্তৃক সীতা হৃত হয়েন এবং
দুরাচার রাক্ষসরাজ তাঁহাকে সর্বোপরি মহারণী করণের
চেষ্টা করিলে জনক দুহিতা তাহাতে কোপান্বিত হইয়া তির-
স্র করিলেন। দশানন বায়নার ধনৈশ্বর্য প্রদর্শন করিয়া
সীতার মনোমোহিত জন্য চেষ্টা পাঠিয়াছিল কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রী
সীতা বাতিরিক্ত আর কাহাকেও জানে না--এমত রমণীর মন
নে বা প্রের্যো কিম্বা পরপুরুষের সৌন্দর্য্যে চঞ্চল হইতে পারে
না। রাবণ সীতাকে লইয়া অশোকবনে রাখিয়াছিল ও
সীতার মন পরিবর্তন জন্য চেষ্টা দ্বারা গ্রহণ করাইত,
কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হয় নাই, অতএব পরে স্বয়ং
ইয়া নানা প্রকার লোভ দেখাইয়া বিস্তর কাকুতি বিনতি
করিলে তাহাতে সীতা উত্তর করেন।

কি হেতু রাবণ মোরে বলিস কুবালী।
তোর শক্তি ভুলাইবি রামের ঘরণী ?
রাম প্রাণনাথ মোর রান সে দেবতা।
রাম বিনা অন্য জন নাহি জানে সীতা ॥ সুন্দরাকাণ্ড।

অনন্তর রাম সাগর বন্ধন পূর্বক লঙ্কায় আসিয়া রাবণকে
দেখিলেন। সীতার উদ্ধার হইলে রাম তাঁহাকে গ্রহণ
করিলেন কি না এই সন্দেহ প্রকাশ হইলে জানকী অতিশয়
কোপিত হইয়া বলিয়াছিলেন।

জনক রাজার বংশে আমার উৎপত্তি।
দশরথ হেন স্বজ্ঞ তুমি হেন পতি।
ভালমতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি ?
বাল্যকালে খেলিতাম বালক শিশালে।
স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে ॥
সবেনাথ ছুইয়াছি পাপিষ্ঠ রাবণে।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণে ?

লঙ্কাকাণ্ড।

সীতার পরীক্ষা হইলে অল্পকাল সহিত রামচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং কিছুকাল রাজ্য করিয়া সীতার সতীত্ব বিষয়ে লোকে পুনর্বীর সন্দেহ জন্মাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ছল পূর্বক তাঁহাকে বনবাস দেন। বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ সীতাকে রামচন্দ্রের অতিপ্রায় বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া স্ত্রীমানবী এমত কাতর হন যে সকল যন্ত্রণা যুচাইবার জন্য আপন প্রাণ বিনাশ করিতে উদাত হইয়াছিলেন কেবল সসত্ত্বা প্রযুক্ত তাহতে ক্ষান্ত হন। স্বামী কর্তৃক অপমানিত ও ক্রোশে পতিত হইয়াও তিনি দুঃখে রোদন করিতে বলিয়াছিলেন।

বাম হেন স্বামী হউক জন্ম জন্মান্তরে ।

আমা হেন কোটি নারী মিলিবে তাঁহারে ॥

উত্তরাকাণ্ড।

একপাতি ব্রতভাঙ্গ ও ক্ষমাশীলত্ব শুনিলে কে না আশ্চর্য্যভর মগ্ন হয়? অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বধৃত হইলে পিতা পুত্রের যৌর যুদ্ধ হয় পরে পুত্রদ্বয় বাল্মীকির সহিত রামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া রামায়ণ গান করে তখন তাহাদিগের পরিচয় লইয়া রামচন্দ্র সীতার জন্য বিলাপ করত তাঁহাকে অনয়ন করিতে আদেশ দেন। সেই সংবাদ শুনিয়া সীতা অতিমান তাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বামির নিকটে আসিয়া প্রণাম করেন তখন রামচন্দ্র তাঁহাকে সভার মধ্যে পুনর্বীর পরীক্ষা দিতে আদেশ করেন। সীতা সেই প্রস্তাবে অতিশয় বিরক্ত হইয়া অনুরোধন হন ও প্রস্থান কালীন বলেন

জন্মে প্রভু মোর তুমি হও পতি ।

আর কোন জন্মে মোর না কর দুর্গতি ॥

উত্তরাকাণ্ড।

পদ্মাবতী । সীতার নাম প্রাতে স্মরণ করিলে সে ন সুখে যায় ।

১৪) গৃহকথা—পতিব্রতা স্ত্রী । সংখ্যা ১৪ ।

পদ্মাবতী । আরও পতিব্রতাদের কথা বল দেখি ।

হরিহর । যেই পতিব্রতা নারীর কথা শ্রবণ হয় তাহা মনে বসিতেছি ।

৩) অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন । তাঁহার সাবিত্রী নামে এক কন্যা ছিল । ঐ কন্যা পরম স্নেহবান এবং

কৃপের সমান তাঁর গুণের গণনা ।

শুদ্ধমতি সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণা ॥

কদাচ না হয় অন্য মতি ধর্ম বিনা ।

নানাবিধ শিল্প কর্মে অতি স্নেহবানীনা ।

প্রিয় বাক্য বাদিনী সকল ভূতে দয়া ।

অশ্বপতি হৃদমতি দেখিয়া তনয়া ॥

বনপঞ্চ ।

সাবিত্রীর “পবিত্র আচার” দেখিয়া তাঁহার জনক তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহে রথ আরোহণ করাইয়া আপন বাজোতে করিতে আনন্দ দিয়াছিলেন । এক দিবস বন পর্য্যটন করিতে সাবিত্রী এক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তথায় বন্য বাজ কুমারকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়া বাসী প্রত্যাহার করিয়া জননকে বলিলেন—মা ! অমুক ঋষির আশ্রমে সত্যবান নামে এক রাজপুত্র আছেন, আমি তাঁহাকে মনে বরণ করিতেছি । মাতা ইহা শুনিয়া রাজাকে জানাইলেন । পরে তাঁহার বন্দন করিয়া বলিলেন, সত্যবানের কোন্ বংশে জন্ম ও তাঁহার কি ধর্ম, আমরা কিছুই জানি না—কনারও বয়স কিছু । যোগ্য অযোগ্য, ভাল মন্দ” কিছুই বিবেচনা করিতে পারি না । এই রূপ আন্দোলন করিতেছেন ইতি মধ্যে একজন মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন সত্যবান কুলে শীল ও রূপে গুণে সর্বপ্রকারেই পূর্ণ কিন্তু তাঁহার এক বংশের পর ফাঁড়ি আছে এবং এক্ষণে ইহাৎ পিতা রাজ্যচ্যুত হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছেন, এজন্য

ঐ সম্বন্ধ ভদ্র বহে। পিতা মাতা উভয়েই ঐ কথা শুনি তনয়াকে বলিলেন—সাবিত্রি! ঐ মানস ভাগ কর, অতঃপর তোমাকে স্বয়ংস্বরা কবাইয়া পৃথিবীর যাবতীয় রাজকুমার আনয়ন করাইব। তোমার আর যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে বিবাহ করিও, বিধবা আশঙ্কা জানিয়া শুনিয়া আমরা তোমার কণ্ঠ কেমন করিয়া সম্মত হইতে পারি? সাবিত্রী করজো, বলিলেন।

শুনহ জনক মম সত্য নিকূপণ।
কদাচিত্ নয়নে না হেরি অন্য জন॥
যখন মানদে তাঁরে দাঁড়াইছি আমি।
জীবন মরণে সেই সত্যবান স্বামী॥
বিধবা যন্ত্রণা যদি থাকে মোর ভোগ।
থাকেন না যাবে পিতা দৈবের সংযোগ॥
অনিতা সমাদর হবে অবশ্য মরণ।
না মরিয়া চিরজীবী আছে কোন জন?
অমর সংসার মাত্র আছে এক ধর্ম।
তাহা ছাড়ি কি মতে করিব অন্য কর্ম?
ধিকত সে ছার স্তবেব অভিলাষ।
ধর্ম ছাড়ি অধর্মো যে করে সুখ আশ॥
কি করিব সুখে পিতা কত কাল জীব?
কু কল্মে আজন্মকাল নরকে থাকিব॥

বনপর্ব।

পরে রাজা সত্যবানকে আনয়ন করাইয়া তাঁহার সমারোহ পূর্বক তনয়ার বিবাহ দিলেন। অনন্তর সাবিত্রী পিতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া স্বামির আশ্রমে থাকি সত্যবান বনে যাইয়া সর্বদা ফল মূল কাঠ আহরণ করেন। তাঁহার সর্বভূতে দয়াবতী ভাৰ্য্যা গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকেন। দিন দুইজনে বনে প্রবেশ করিয়াছেন—নানা স্থানে নানা প্রকার মাংস দর্শন করিতেছেন, ইতিমধ্যে সত্যবানের শিরঃ উপস্থিত হওয়াতে তিনি অতিশয় অস্থির হইতে লাগিলেন।

বিস্মিত চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিয়া আপন উরুতে পতিত
লাইলেন কিন্তু রোগের শমতা না হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া
শেষে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

পুরাণে কথিত আছে যে তাঁহার নিকটে যম স্বয়ং উপস্থিত
ছিলেন ও পারমার্থিক বিষয়ে সার্বিত্রীর সহিত তাঁহার
• বথোপকথন হইয়াছিল তদ্বিষয় কিংকিং বলি—যনকে
নিলেন।

মানাতে মোহিত সব কেবা কার পতি !

সহৈ সত্য ধর্ম্মমাত্র অখিলের গতি ॥

সুখ দুঃখ ধর্ম্মাপর্শ্য মন অমুগত

পদাপর নিয়মিত আছে শাস্ত্রমত।

এবারে প্রাণপণে করিবেক ধর্ম্ম :

বসন্ত নক্ষত্রিত তৈলে করে নানা কর্ম্ম।

বনগর্জ !

সার্বিত্রীর এবম্প্রকার নানা রূপ সহ কণা আবেদন করয় যম
সহ অনেক অশীষ্টাদ পুসক সত্যবানের জীবন প্রদান

দেখাবতী। সার্বিত্রীর কথা শুনেলে মন পবিত্র হয়—এমন
মানুষ কি আর হবে ?

স্মরণ্য। (৪) দময়ন্তীর উপাখ্যান অনশা শুনিয়াছ—
এক বড় পতিব্রতা ছিলেন। যখন পুষ্কর নলের রাজা
যখন দময়ন্তী পিতার আদেশে নাগিয়া স্বামিব দুঃখে
ধর্ম্মী হইয়া তাঁহার সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন।
যথো নল তাঁহাকে নির্দ্রিত অবস্থান ত্যাগ করিয়া গেলে
নৈঃসঙ্গ হইয়া ধূলায় ধূসর অঙ্গ পাগলিনী প্রায়
দেওস্থিতে লাগিলেন।

লুপ্তাহিত আছ কোথা দেও দরশন।

দুঃখ সিদ্ধি মধো প্রভু কেন দেও দুঃখ ?

অতিশীঘ্র এস নাথ দেখি তব মুখ ॥

ক্ষণার্থ ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে ।

তুচ্ছার্থ হইয়া কি বা গেলে জল পানে ?

পদ্মাবতী । আহা ! পুরুষ জাতি কি নিষ্ঠুর !

হরিহর । এই রূপ শোকে বিছালা হইয়া কি দিগ
যাইয়া এক মুনিকে দর্শন করিয়া

দময়ন্তী বলিলেন পতি বিরহিনী !

এই বনে হারালাম নয় পতিমণি ॥

অন্বেষণ করি তাঁরে করি সেই ধ্যান ।

হারা খন পাই যদি ভবে রূহে প্রাণ ॥

বনপর্ব ।

পরে দময়ন্তী স্বর্বাচ্ছ নগরে মৈরিপুত্রী বেশে কিছু
অস্বস্থিতি করিয়া পিতালয়ে গমন করেন ও মাতাকে তা
মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন ।

জীয়ন্তে যে আছি আমি নাহি কর মন ।

কেবল আছয়ে তম্ নল দবশনে ॥

নিশ্চয় নলের যদি না হয় উদ্দেশ ।

অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ ॥

বনপর্ব ।

ছুহিতার কাতরতা দেখিয়া পিতা মাতা নান দেশে না
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে শীঘ্র আনয়ন
কন্যার ভৌতিক পুনঃ স্বয়ম্বর হওন সমাচার ঘোষণা
ইয়া দিলেন । নল ছদ্মবেশে অশ্বশালে আসিয়া উৎসব
হইয়াছেন এই সংবাদ শুনিয়া দময়ন্তী অশ্রুবারি মুগ্ধ
প্রাণেশ্বরের মুখচন্দ্র দর্শন করত পূর্ব দুঃখ প্রকাশ ব
লাগিলেন । নল পত্নীকে বলিলেন “যেই নারী পতি
নাথের স্মিতির কথা, আমি দোষ নয়নে না দেখে” -
জিজ্ঞাসা করিলেন এখন তুমি কোন বরকে মালা দিবে -

দময়ন্তী জোড় করে বলিলেন—প্রাণনাথ !
তোমার জন্যই কুললাজ ত্যাজিয়া এই কৰ্ম করিয়া

এক স্থানে দূত গেল, অনেক স্থান হইতে অনেক সংবাদ
 প্রাপ্ত হইল—কিছুতেই নির্ণয় না হওয়াতে অবশেষে মনে বিচার
 করিলেন যে এই কৌশল করিলে তোমাকে পাইব। তোমার
 প্রতি আমার মন যে রূপ তাহা পরমেশ্বর জানেন—
 জানা ভিন্ন অন্য পুরুষকে আমি নয়নের কোণেও কখন
 দি নাহি—

• যদি কর পাপ জ্ঞান, তোমার সাক্ষাতে প্রাণ বাহির হউক
 (ক'ন)।

• মনের নল স্ত্রীর পতিব্রতায় নিশ্চয় জানিয়া প্রেমাদ্রুতিতে
 স্নেহময়ীর মুখাঙ্ঘন করত স্বদেশে গমন করিলেন।

• লোপামুদ্রা অগস্ত্যের স্ত্রী, তিনিও বড় পতিব্রতা
 হইলেন। কানীক্ষণ্ডে তাঁহার যে রূপ বর্ণনা আছে তাহা

লোপামুদ্রা পতিব্রতা পতি আজ্ঞাকারি।

পতি সেবা নিযুক্ত সতত স্নানচারি।

পতি সুখে সুখী পতি দুঃখে অভিমানী।

পতি যেন পতি সঙ্গে চরণ চারিণি॥

পতির অধিক কার প্রতি নাহি জ্ঞান।

পতিকে পরম জ্ঞান মনে করে ধ্যান॥

পূজা বিষ্ণু শিব আদি যত দেবগণ।

পতিব অধিক নাহি হয় কোন জন॥

• প্রাগ্জ্যোতিষ দেশে শ্রীবৎস রাজার স্ত্রী চিন্তা বড়
 পরজা ছিলেন। শ্রীবৎস রাজা নলের নাগ রাজা চ্যুত
 হইয়া পত্নী সহ বনে গমন করেন। সমুখস্থ এক নদী দিয়া
 সন্দাগর বাণিজ্য করিতে যাইতে ছিল দৈবাৎ তাহার
 পত্নী পড়ায় আটক হয়। বনের কাঠুবে রমণী সকলকে
 আটক। তরী ভুলিতে ঢেঁকা করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে
 পত্নী হওয়াতে চিন্তা আসিয়া নৌকা উদ্ধার করেন। ইহা
 সন্দাগর বুঝিল এই স্ত্রীলোকের নৌকা উদ্ধার
 তাহার বিশেষ ক্ষমতা আছে, এই সংস্কারে চিন্তাকে বল

পূর্বক আপন নৌকায় উঠাইয়া নিলেন। শ্রীবৎস
এই বিপদে পড়িয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।
আপন প্রাণনা অল্পসারে মনঃপীড়া হেতু জরায়ুক্ত হইয়া
অনন্তর বহুদিবস পরে পতি দর্শনে পুনরায় যৌবন প্রাপ্ত
হইলেন।

(৭) ফুল্লরা কালকেতু বাহের পত্নী ছিলেন। কালকেতু
এমন প্রাপ্ত হইয়া গুজরাট দেশে বাস করিলে, কলিঙ্গ
রাজা হিংসা প্রযুক্ত সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহাকে বন্ধন করিয়া
ঐ সময়ে ফুল্লরা বাকুল হইয়া বলেন।

নাশার বীরে শুনহে কোটাল।
গলার ছিড়িয়া দিব শতেশ্বরী হাব।
কারো নাহি মই রাজ কারো এক পণ।
বুঝিয়া গণিয়া লহ যত আছে ধন॥
নিশ্চয় বধিবে যদি বীর পরাণ।
অগ্নিঘাত কর আগে ফুল্লরাকে হান॥
তবে সে কবিবে তুমি দীরে প্রাণ দণ্ড।
পিতৃপুণ্যে স্বালি মোরে দেহ অগ্নি কণ্ড।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

(৮) পতিব্রতা শ্রী নীচ জাতিতেও জন্মে, তাহারও
দর্শাইলাম আরও এক প্রমাণ দিতেছি।

খুল্লনা ভট্টানি নগরের লক্ষপাতি বণিকের কন্যা
তাহার রূপের তুলনা নাই। বাল্যকালে সখী সতিত পলায়িত
করিতাছিলেন, এমনত সময়ে একটা পারাবত ভীত
তাহার অঞ্চলে পড়িল। খুল্লনা ঐ পক্ষিকে বস্ত্র আচ্ছাদিত
করিয়া লইয়া যাইতেছেন ইতিমধ্যে উজ্জানি নগরের
পতি বণিক দনাই পাণ্ডিত সহ শীঘ্র আসিয়া নন্দার
সুন্দরি। এ পারাবত আনার, ইটি আনাকে দেওণ খুল্লনা
প্রত্যুত্তর করিলেন—পায়রা প্রাণ ভয়ে আমার শরণ লইয়া
আমার কর্তব্য প্রাণ দিয়া শরণাপন্ন প্রাণিকে রক্ষা করা এতদ
পায়রা কখনই দিব না। পরে ঐ অবলার সৌন্দর্য্য

দেখিয়া ধনপতি তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং অচিরে
 কাম্য জন্য গৌড় দেশে যান। খুল্লনা স্বীয় সপত্নী লহনার
 কষ্ট থাকেন। হিংসায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া লহনা খুল্লনাকে
 অন্যান্য ক্লেণ দেন—তাঁহাকে প্রহার করিয়া অঙ্গ হইতে
 অলঙ্কার লইয়া খুণ্ণা পরাইয়া ছাগ ব্রহ্মণ্যার্থ নিযুক্ত
 করে ও কেবল খুদ সিদ্ধ আহার দিয়া অন্ধাশনে রাখেন।
 তৎসকল অঙ্গ আচ্ছাদন হইত না তাহাতেই সারিয়া লইয়া
 পাত ও পাত মাথায় পাগলিনী প্রায় খুল্লনা ছাগের
 পিঠে গমন করিতেন। চতুর্দিকে নব নব কুম্ভ—শস্য সকল
 ভাষ্যমান—গো মহিষ মেঘের ধ্বনিতে দিপান্ন সকল
 দর্শন—দূরস্ত নব মেঘে সুশোভিত পর্বত, নানা পক্ষির
 শব্দ এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করত খুল্লনা মাইতেছেন।
 ছাগ সকল স্বাধীনত্ব আনন্দে একেবারে দৃষ্ট অগোচর
 হইতে ও রক্ষক বেন অমূল্য দন হারা হইয়া প্রাণ ভয়ে পর্ব-
 তের উচ্চিয়া “সর্গশী” বলিয়া একে বার ডাকিতেছেন ও
 গাব নিম্নে আসিয়া জ্ঞান শুনা হইয়া তক গুলু লতাকে
 ডাকা করিতেছেন, আনার “সর্গশীকে” তোমরা কি লুণ্ঠাইয়া
 লইছ? বসন্তে ব আগমন—নব পল্লব সকলের কিবা শো-
 কশোক কিংশুক কেতকী ধাতকী জাতি জুতী শেফালিকা
 ললিতা জবা—সহস্র নানা বর্ণ ও গন্ধযুক্ত পুষ্প বিকসিত
 হইছে—অজয়ের নীর তীরে আসিয়া ক্রীড়া করিতেছে—
 সীতল বায়ু যেন জীবন উদ্দীপন করিতেছে, খুল্লনা ক্লেণ-
 দিত ও দুঃখে কাতর হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্ট করিতেছেন ও পতি
 কোন্মনঃ সঞ্চিত খেদসিদ্ধ নেত্র কমণ্ডলু হইতে নিব্বারিত হই-
 তেছে। জনকের আলয় নিকটেই ছিল কিন্তু পতিপ্রাণা, পতি
 পতি নিমিত্ত উন্মাদিনী হইয়া এইরূপ ক্লেণে কালযাপন
 করে অবশেষে পতি প্রাপ্ত হন। যদিও খুল্লনা যৌবন কালে
 পতির তাড়না বশতঃ গৃহ ত্যাগ পূর্বক একাকিনী বনে ভ্রমণ
 করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার মন এগন পবিত্র ও চরিত্র এমন
 এমন যে সকলেই তাঁহাকে পতিব্রতা বলিয়া জানিত। কিছু

দিন পরে রাজ আজ্ঞায় খনপতি সিংহলে গমন করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য না হওয়াতে ফুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত সিংহল যাইয়া পিতাকে উদ্ধার করত তাঁহাকে লইয়া বাটী প্রত্যাবর্তন করেন। যেপর্যন্ত পতি অনুপস্থিত ছিলেন সেপর্যন্ত খুল্লনা গৃহে শ্রিয়মাণা হইয়াছিলেন।

(২) আর এক জন পতিব্রতাব উপাখ্যান বলি, দেবী বিষ্ণু অসম্ভব বটে কিন্তু পতিব্রতার উদাহরণ পক্ষে তাই বৈজ্ঞানিক নিছানি নগবেব শাঁই বণিকের কন্যা। চন্দ্র নগরের চাঁদ বণিকের পুত্র নখিন্দরের সহিত তাঁহা বিবাহ হয়। নখিন্দরকে নাসর ঘরে সর্পে দংশন হইয়া বৈজ্ঞানিক মৃত পতির দেহ কলার মান্দামে লইয়া তাঁহার দেশান্তর যান। যাত্রা কালীন সকলেই নিবারণ করে। এই অবলা কাহারো কথা না শুনিয়া হয় পতিকে পুনরুদ্বার। নতুবা জীবনে জীবন ত্যাগ করিব এই প্রতিজ্ঞা করেন। পুনরায় স্থানে দৃষ্টনোকে তাঁহার অনুপম রূপে মোহিত হইয়া পরিহাস ও মনোলাভার্থ নানা ছলমা করে কিন্তু এই দৃষ্টান্ত পক্ষপাতবর্ণা কোন কথা কর্ণে না দিয়া অগ্নি ইষ্টদেবতার পূজা ও পতি প্রাপ্তির নিরন্তর প্রার্থনা করেন। পরে পতি জীবিত হইলে তাঁহাকে লইয়া প্রথমে পিতার আলয়ে ছদ্ম যান অবশেষে স্বশ্রুরের ভবনে গমন করেন।

(১৫) গৃহকথা—স্বামির কর্তব্য। ১৫ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। স্ত্রীর যাহা কর্তব্য তাহা তো শুনিলা। স্বামির কি করা কর্তব্য বলদেখি।

হরিহর। এই প্রশ্নে আমি বড় আত্মাদিত হইল। এক্ষণে বলি শুন। মহানির্বীণ তন্ত্রে লেখেন

ন ভাৰ্য্যাং তাড়য়েৎ কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।

নতাজেত্ ঘোর কটোপি যদি সাক্ষী পতিব্রতা।

যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভাৰ্য্যা পতিব্রতা।

সর্বো ধৰ্ম্মঃ কৃত শ্যেন ভবতি প্রিয় এ বসঃ॥

ভাষ্যাকে কদাপি তাড়না করিবে না এবং মাতার নায়
পালন করা উচিত এবং সাক্ষী ও পতিব্রতা হইলে ঘোর
ত্যাগ করা কর্তব্য নহে। হে মহেশানি! যে ব্যক্তি
বিবর্তা ভাষ্যাকে তুষ্ট রাখে তাহা কর্তব্য সকল ধর্ম কর্ম
এবং তিনি সকলের নিকটে প্রিয় হইবেন।

কদলী যাহা দুঃস্থ রাজাকে বলিয়াছিলেন তাহাও শুন।

অল্পেক শরীর ভাষ্য। সর্ব শাস্ত্রে লেখে।

ভাষ্য। সম বন্ধু রাজা নাহি কোন লোকে॥

পরম সহায় সখা পতিব্রতা নারী।

যত্ন সহায় রাজ। সর্ব কর্ম কারী॥

ভাষ্য। বিনা গৃহ শূনা অরণোদ প্রায়।

বনে ভাষ্য। সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলায়॥

আদিপর্ব।

স্বামী প্রাণপণে স্ত্রীকে সুখি করিবেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য
কি সুখ কি রূপে হইতে পারে? ইহার উত্তর—স্বামী
স্ত্রীর আশ্রয় ও ধর্ম পবায়ণ হইলে স্ত্রীর যেমন সুখ হয় এমন
কি স্বামীর ও ধন প্রদানে হয় না। যেমন স্ত্রীর কর্তব্য যে
স্বামী সতীত্ব প্রাণপণে রক্ষা করে—সেইরূপ স্বামীরও এই
যে “মাতৃবৎ পরদারেষু”—পরের দারাকে মায়ের ন্যায়
বিস্ময় করে।

স্বামী সহ স্বামী হন তিনি পরের স্ত্রী পরমা সুন্দরী হইলেও
স্বামী মনেতেও অভিলাষ করেন না।

রাবণ বধের পর বিভীষণ রামচন্দ্রকে ক্রান্ত দেখিয়া
বলিয়াছিলেন—হে রঘুনন্দন! আপনি অনেক দিন অনাহার
করেন—আপনকার অনেক ক্লেশ হইয়াছে কিঞ্চিৎ কাল
দায় অবস্থিতি করিয়া শান্তি দূর করুন। দায়ীগণ কস্তুরী
চন্দন দ্বারা আপনার কোমল তনুকে নির্মল করুক এবং
যুবতী কন্যা আপনার সেবাতে নিযুক্ত হউক। রামচন্দ্র
করেন।

লোকে বলে বিভীষণ তুমি ধর্ম ময়।

পরনারী চোর তুমি মন মনে লয়॥

পর পত্নী নাহি দেখি নয়নের কোণে।
স্পর্শ সুখ দূরে থাক না চাই নয়নে ॥
কোটি কোটি দেব কন্যা এক ঠাণ্ডি করি।
সীতা তুলা ত'র কেহ না হয় সুন্দরী ॥

নেপালিয়ন বোনাপার্টি ফরাস দেশের রাজা । সেই সময়ে মাদাম ডাণ্ডাল নামে এক পরমা সুন্দরী পণ্ডিতা নারী তাঁহার রাজ্যে থাকিতেন। তিনি এক সৌন্দর্য্য মদ্যাক্তিতা হইয়া একদা রাজার নিকট আজিজানা করিলেন—রাজন! আপন বাজ্যে পরমী ও রমণী কে? রাজা উত্তর করিলেন আমার চক্ষে আমার পত্নীই পরম সুন্দরী।

যে রূপ সাধী স্ত্রী আপন স্থানি ভিন্ন অন্য পুরুষকে দেখেন না, সেই রূপ সং স্বামীও আপন স্ত্রী ব্যতিরেকে স্ত্রীকে সুন্দরী দেখেন না।

পদ্মাবতী। ধর্ম্মশীল স্থানি হইলে স্ত্রী যেমন সুখি এমন বস্ত্র অলঙ্কারে হয় না এটি সত্য বটে কিন্তু গলগ্রাহেও বড় অসুখ।

হরিহর। যিনি সং স্বামী তাঁহার এক স্ত্রী ব্যতিরেকে দুই স্ত্রীতে কখনই মতি হইতে পারে না। পুরুষের এক আর দুই মন নহে—মনের ভাগাভাগি হইলে যোলযান বাসা হওন অসাধ্য। মিতাকরার বচন অনুসারে দ্বিতীয় এইরূপে স্বেচ্ছাক্রমে হইতে পারে না। যদি প্রথম স্ত্রী স্তরা রত, ব্যধিত, ধর্ম্ম, বক্ষা, অপ্রিয়বাদিনী অথবা কেবল ক প্রসব করেন—এইরূপ কয়েক অবস্থাতেই তাঁহার অনুমতি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু অভিনব বস্ত্র কুলধর্ম্ম প্রাচীন স্মৃতিকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছে। বাহা হউক, মূল কথা যথার্থ পত্নীপ্রেমানুরাগীর একই দুই পত্নী কখনই হইতে পারে না। যিনি বলেন যে স্ত্রীকে তুলা ভাল বাসেন তিনি অসম্ভব কথা সম্ভব ক অনর্থক চেষ্টা করেন।

পদ্মাবতী। তোনার কথাবার্ত্তা শুনে আমার বড়ভোত হল—এত দিনের পর জানলান যে তগি আর বিগি কবাব

১৬) গৃহকথা—স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব অবস্থা।

১৬ সংখ্যা।

পদ্মাবতী। পূর্বে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা কি রূপ ছিল? পরিচর। পুৰাণ ও কাব্য পুস্তকাদি পাঠে বোধ হইতেছে য়লোকেরা পূৰ্বকালে লেখা পড়া শিখিতেন। কুমার সম্ভব কামার্কণী নাটকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে স্ত্রীলোকেরা কুৰ্জপত্রে পত্রাদি লিখিতেন। কুষ্টিণী শ্রীকৃষ্ণকে যে লিখিয়াছিলেন তাহার নিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। ভাস্করাচার্যের কন্যা লীলাবতী পটীগণিত ও অদ্বৈত এই দুই গ্রন্থ লেখেন। শঙ্করাচার্যের সহিত নাম, শ্রীর তরবিত্তক কালীন মণ্ডনামণ্ডনের স্ত্রী লীলাবতী মনোহর হইয়াছিলেন। টেলফর দেশীয় ভগবান এক লাক্ষণেব চারি কন্যা ছিল। তাঁহারা বিবিধ বিবিধ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কালিদাসের ও কর্ণাট চন্দ্র প্রভৃতি, যাস্তবলেকার স্ত্রী গার্গী, বাসুদেবের এবং অত্রিমুনির বনিতা, ইত্যাদি সকলেই বিদ্যাবতী ছিল। অতএব স্ত্রীলোকেরা যে পূৰ্বকালে বিদ্যা শিক্ষা করত তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ মহানির্দোষ ভগ্ন

কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া তু যতঃ।

ন্যাকেও পুত্রবৎ পালন ও যত্নপূৰ্বক শিক্ষা দান করা হইত।

এই অল্প বয়সে বিবাহ দেওনের প্রথা হইয়াছে ইহাতে বড় নিষ্ঠা হইতে চ। পূর্বে রাজকন্যাদিগেব যৌবনাবস্থায় বিবাহ হইত। ঈশ্বরায় প্রথা থাকিতে তাঁহারা আপন স্বৈচ্ছাক্রমে বিবাহ করিতেন। পিতা মাতা অথবা অন্যান্য লোক দ্বারা পুত্রদিগের আশ্রয় হইলে বিবাহের দিবস প্রাপ্ত কন্যাকে পরিচয় দিত, কন্যা সকল কথা কর্ণে শুনিয়া ও আপন চক্ষুে তাহার প্রতি মনঃ হইত তাঁহার গলায় বরমালা দিতেন।

এই রূপে কৃষ্ণী দময়ন্তী ইন্দুমতী ও ভানুমতী প্রভৃতি
বিবাহ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে সময়ে এই
পণ হইত যে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারিবে
কন্যা পাইবে। শ্রীরাম যত্নক ভয় করিয়া সীতাকে দান
অর্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। ক্ষত্রিয়
দিগের মধ্যে আর এক প্রথা ছিল যে কন্যার যাহার প্রতি
হইত তাহাকেই বিবাহ করিতেন এবং সেই বাকি
করিজে ঐ বিবাহ অসিদ্ধ হইত না। কাশী রাজার
কন্যাকে ভীষ্ম অন্যান্য রাজার সহিত সংগ্রাম করিয়া
করিয়া লইয়া যান। জ্যেষ্ঠ কন্যা অম্মা হস্তিনার
বলিলেন আমি শল্য রাজাকে মনে বরণ করিয়াছি
বিবাহ করিতে পারি না তৎক্ষণাৎ ভীষ্ম তাঁহাকে বিদায়
দেন। শিশুপালের সহিত কুরুক্ষেত্রের বিবাহ স্থির হইয়াছিল
কিন্তু কুরুক্ষেত্রের মনঃ কৃষ্ণের প্রতি ছিল এই জন্য
তাঁহাকে হরণ করেন। বলরামের বাসনা ভদ্রাকে ছেদন
ধনকে দিবেন, কৃষ্ণের ইচ্ছা তাঁহাকে অর্জুন বিবাহ কর
এবং ভদ্রার ও মনঃ অর্জুনের প্রতি ছিল একনা অর্জুন
তাঁহাকে হরণ করেন এবং হরণ কালীন অর্জুনকে যত্ন
সহিত লুপ্ত করিতে হয় ও ভদ্রা স্বয়ং দায়িত্ব কক্ষ করেন।

ক্ষত্রিয়দিগের পাশ্বে মনু বচন অনুসারে এই নিয়ম ছিল
তাহারা মহাকুল প্রসূতা মনোহারিনী স্বরূপা হুবতী ভা
কে বিবাহ করিবে। এক্ষণে কুলীনেরা যে রূপ পণ গ্রহণ
পাশ্বে এ প্রকার প্রথা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ ছিল। মনু
অধ্যায়ে দেখেন শুভ্ররাও কন্যা দানকালে পণ গ্রহণ
কেন না।

মহানির্দোষ তপস্বী বলেন “দেয়া করার কিছুই” তা
স্বপ্নান্ত পাবে কন্যা দান করিবেন। মনুসংহিতাতেও দেখ
যে উৎকৃষ্ট ও স্বরূপ বরকে কন্যা দান দিবেন ও অপ
সম্পদান অপেক্ষা কন্যাকে চিরকাল গৃহে রাখা শ্রেয়ঃ।

ক্ষত্রিয়দিগের অবস্থা শিক্ষা ও বিবাহ বিষয়ে পূর্বে যে

যা ছিল তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল। এক্ষণে জিজ্ঞাসা
হইতে পারে পূর্বে জীলোকেরা কি অন্যঃপুরে রুদ্ধ থাকিত?
কিন্তু সকল লোকের কি এই সংস্কার ছিল যে জীলোককে রুদ্ধ
রাখিলে তাহাদিগের ধর্ম রক্ষা হইতে পারে না? মনু
অধ্যায়ে বলেন,

অরুক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈঃ রাপ্তকারিভিঃ ।

তাজ্ঞান মাত্মনা যাস্তু রুগ্নেযুস্তাঃ অরুক্ষিতাঃ ॥

জীলোকেরা আপ্ত পুরুষদের কর্তৃক গৃহে রুদ্ধ হইলেও
মৃত হইত। যাহারা আপনাইহতে আপনাকে রক্ষা করে
সেই অরুক্ষিত

এই ৩ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোক পাঠে বোধ হয় যে পূর্বে জী-
লোকেরা নাট্যশালা পদ্ধতি স্থানে গমন করিত। অন্যান্য ঐশ্বর্য
সম্পন্ন প্রতীকমান হইতেছে যে জীলোকেরা উৎসব অথবা
অন্যান্য সময়ে অন্যঃপুর হইতে বাহিরে আসিত হইত বনে
বাগে গমন যুদ্ধে ও তীর্থ যাত্রা সময়ে গমন করিত এবং
অন্য ভিন্ন অপার ভাঙ্গিও তন্মঃপুরে ঘাইতে পারিত।
কিন্তু বলিয়া ছ যে সর্বিত্রী সখী সম্মে রথারূঢ় হইয়া পিতাব
সেবা ভরণ করিতেন। সুভদ্রা জতা হইয়া আসিত
এই অর্জুনকে পরিচয় দেন।

এই রথে সত্যভামা কুকিণীর সঙ্গ ।

ভস্মিতেন তিন পুর ইচ্ছামত রঙ্গে ॥

স্নেহে মোরে সত্যভামা সঙ্গ করি লয় ।

নারাথ হইয়া আমি ঢালাইব হয় ॥

আদিপর্ব ।

যখন রাজকুলীয় নারীরা ঐ প্রকার ভরণ করিতেন তখন এ
প্রকার অবশ্যই চর্চিত ছিল। বিশেষতঃ সময়ে প্রকাশ্য স্থানে
এই রাজার নিকটে বসিতেন, আর রাজকুমার না থাকিলে
পুত্রীয় রাজ্যভিষিক্ত হইতেন। পরন্তু হিন্দুদিগের রাজত্ব
সময়েই জীলোকদের ঐ প্রকার অবস্থা ছিল। মুসলমানদিগের
রাজাবধি তাহাদের দৌরাত্ম জন্য এখানকার অজ্ঞানারা
অন্যঃপুরে রুদ্ধ হইয়েন।

অপর পূর্বকালে স্ত্রীলোকদের বিলক্ষণ সম্মান ছিল। লোকের সতীত্ব ভরণ অথবা প্রাণ হরণ করিলে প্রাণ দণ্ড হইত। আর যদি কেহ কোন কুমারীর কুমারীত্বের প্রতি দোষারোপ করিত তবে তাহারও দণ্ড হইত। শাস্ত্রে পরপত্নীকে “মুখ্য ভগিনি” বলিয়া সম্মান দিয়া কবিবান বিবি আছে কিন্তু সম্বোধনের অর্থাৎ সাধারণরূপে প্রচলিত ছিল কারণ অদ্যাপিও চলিত আছে এবং অভিধান ও শিক্ষাচর্চায় স্ত্রীলোকের মানাতার ক্রটি কোন অংশে ছিল না তার স্ত্রীচো-রক্ষার্থ প্রাণ বধ অথবা প্রাণ দান করণ প্রশংসনীয় মান্য হইত। এই প্রথা ইংরাজদিগের ব্যবহারের সদৃশ। তাহার কুমারীগণকে এমন সমাদর করেন যে আবশ্যক হইলে আপনাদিগে প্রাস্তুত হয়েন ও যে ব্যক্তি এরূপ ব্যবহার না করে ভীষণ সমাজে হেয় বলিয়া গণ্য হয়।

যে দেশে স্ত্রীলোক নানা যে দেশে সভ্যতার উন্নতি। যে দেশে স্ত্রীলোক অমান্য ও দার্মীর নায় গণ্য যে দেশে লোকের সভ্যতা ও ধর্মবুদ্ধি হইতে পারে না। স্ত্রীলোক স্বশিক্ষিত ও সম্মানিত হইলে পুরুষের চিত্তোৎসাহ কর্মকর্ম হয়—এমত স্ত্রীলোকের নিকট প্রশংসা প্রাপ্তি জন্য পুরুষ সদা বহুবান ও মন্দ কর্ম করণে সর্বদা ভীত হন। তাহার মান ভয় হয় যে এ কর্ম করিলে পরিবারের নিকট কেমন কহিয়া দেখাইব এবং এই রূপ মনের ভাব সর্বদা হওয়াতে সত্য হওনের অভ্যাস হইয়া পড়ে। সুশিক্ষিতা স্ত্রী পুরুষের প্রশংসা শাস্ত্র ও উপদেশ। এজন্য স্ত্রীশিক্ষা না হইলে পুরুষ শিক্ষা প্রকৃত রূপে হইতে পারে না। যে গৃহে সুশিক্ষিত ও ধর্মপরায়ণা নারী থাকে সে গৃহে সম্মান সমৃদ্ধি কি মন্দ কি মন্দ কথা কি মন্দ কর্ম কখনই শিখিতে পারে না।

(১৭) জাপানদেশের স্ত্রী লোক।

জাপানদেশ চীনদেশের নিকটবর্তী। এই দেশের লোকেরা পুত্র ও কন্যাকে সমানরূপে শিক্ষা দেয়। যে পাঠশালা তাহার প্রথমে প্রেরিত হয় তথায় লিখন পঠন এ

দেশের পুরাবৃত্ত শিক্ষা করে। যাহারা মজুরি কবির
নিপাত করে তাহাদিগের কন্যারাও ঐরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত
যে সকল লোকের অথবা ভাল অথবা যাহারা
লোক বলিয়া গণ্য, তাহাদিগের দুহিতারা প্রথমে
প্রাণের শিক্ষা পাইয়া অন্যান্য বিদ্যালয়ে গমন করে ও
নে নীতি, শিষ্টাচার, এবং বাক্তি বিষয়ে বিশেষতঃ তদ্র
জ্যোতিষ, শিল্পবিদ্যা, গৃহকর্ম নির্বাহক বিদ্যা এবং
পুত্র ও মাতার প্রয়োজনীয় কর্ম সকল শিক্ষা করিয়া থাকে।

শিক্ষকেরা বালকদিগকে নীতি ও ধর্ম বিষয়ে যত্নপূর্বক উপ-
দেশ প্রদান করেন এজন্য স্ত্রীলোকদিগের তদ্র স্বভাব ও তদ্র
হাস্য হয়, যদিও তাহারা ঈশ্বোক্তিগের বিবিদের নাম অমু-
খ্য করে থাকে না, নাট্যশাল প্রভৃতি স্থানে গমন করে,
অপ ধর্মজ্ঞান প্রভাবে তাহাদিগের মধ্যে সন্নি প্রায় নাই।

জাপানদেশের লোকদিগের স্ত্রীলোকের প্রতি এত নিদ্রাস যে
যদি স্ত্রীর অসত্য প্রকাশ হইলে তাহারা আশ্চর্য্য হয়।
যদি মূল পরামর্শের প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাস—ঐ মূল ভালরূপ
জাপান উৎপাতেই বাধ্য হয় না। জাপানদেশের
লোকেরা পৌত্তলিক বটে কিন্তু সকলেই ঈশ্বরের প্রতি অমু-
খ্য। সংকালীন জাপানদেশের লোকেরা বন্ধু বান্ধব লইয়া
সিঁদুর সহিত সদালাপ করে তখন স্ত্রীলোকদিগের শিল্প গঠন
এত দূর আনন্দজনক হয়। সুন্দর বাক্স, নানা প্রকার ফল,
পাখা, এবং পক্ষী ও চকুর চিত্র, থাকেট বহি, ছোট
চুল বাঁধবার দড়ি ইত্যাদি দ্রব্যের দোষ গুণ আলো-
চনা নারীদিগের শিল্পবিদ্যানুশীলনে উৎসাহ প্রদত্ত হয়।

জাপানদেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন গণপতী তেমনি সুন্দরী
দুঃখের বিষয় এই যে স্থানী স্বৈচ্ছাক্রমে অন্যান্য স্ত্রীলোক-
স্বর্গ্য ভাবে প্রধানা স্ত্রীর নিকট রাখিতে পারেন এবং স্ত্রীর
সাধ্য নাই যে আপন ভর্তাকে বিষয়াশয়ের কথা কিছু
ব্যাখ্যা করেন। স্ত্রীলোকেরা স্বামির সঙ্গে সঙ্গী, দুঃখের
স্বার্থী এবং সুখের সুখী অতএব যে বিষয়ে পরামর্শ দিতে

সক্ষম, সেইরূপ বিায়ে পরামর্শ কেন না দিবেন? এতক
জাপানদেশের লোকদিগের সভ্যতা সম্পূর্ণ হয় নাই।

যাহাউক জাপানদেশের হ্রীলোকের মধ্যে অনেক
উত্তম ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র ও কাব্য গ্রন্থ লিখিত আছে
কলতঃ তাঁহারা সকলেই বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন।

জাপানদেশের এক জন হ্রীলোক সতীন্দ্র বিনয়
কি কবিতা ছিল তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে

এক জন ভদ্র ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে কৌন
নম্রান পরাক্রমশীল ব্যক্তি তাহার পত্নীকে নষ্ট করিয়া
জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করে কিন্তু কৃতকার্য হইতে না পারিয়া
অবশেষে ছলক্রমে ইষ্টে সিদ্ধি করে। সেই স্ত্রীর
প্রত্যাগমন করিয়া তাহার মুখ মূন দেখিয়া বলিলেন—
প্রিয়ে! তোমার বদনের ভাবে প্রকাশ পাইতেছে
বড় অসুখী আছ—ইহার কারণ কি? পত্নী উত্তর করিলে—
নাথ! অদ্য ফল হও, কল যৎকালীন বটম ও দেবে
প্রধান লোককে নিমন্ত্রণ করিব তৎকালে আদ্য বনও পীড়
কথা ব্যক্ত করিব। পরদিন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা উপস্থিত হইয়া
হাতের উপক ভোজ্য হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে
দুরাচার সম্ভ্রান্ত পরাক্রমশীল ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল। আদ্য
সমাপ্ত হইলে সেই অবল উত্থান পূর্বক বলিলেন—নাথ! এ
স্থানের এক মহাপাপী দুরাত্মা ছল ও প্রতারণা করিয়া আমা
ধর্ম নষ্ট করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহার দণ্ড করিবেন
আমার দেহ অপবিত্র—আমি তোমার সহবাসের যোগ্য নহি
আমার জীবনে আর সুখ নাই—মন অহবহ জ্বলন্ত অগ্নি
তাপে তাপিত হইতেছে—নিধন না হইলে নিষ্কৃতি হইবে না
—এক্ষণে অমাকে সংহার কর। স্বামী ও অন্যান্য নিনমিত্ত
ব্যক্তিরা বলিল—ভদ্রে! একটু স্থির হও—তোমার দেহ
অপবিত্র হইয়াছে বটে কিন্তু মন অপবিত্র হয় নাই—যে ব্যক্তি
এ দুষ্কর্ম করিয়াছে তাহারই প্রাণ দণ্ড করা কর্তব্য। পর
সকলকে নমস্কার করিয়া স্বামির গলা ধরিয়া বোধন করি

লাগিলেন, স্বামী ও তাঁহার গলায় হাত দিয়া তাঁহাকে স্থস্থির করিতে চেষ্টা করিলেন। পত্নী সম্মুখে আপন ভর্তার মুখদৃশ্যন করণাম্বর দৌড়িয়া গিয়া ছাতের আলমিসার উপর হইতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। এই গোলযোগে ঐ দু'বাহুয়া হস্তপিত হইয়া নীচে আসিয়া আপনি আপন প্রাণ বিনাশ

১৮১. সংস্কৃতীকে স্বামী কখন ভুলিতে পারে না।

তাহার পিতা সোদাগরি কস্ম করিতেন। একজন তাঁহাকে সোদাগরীতে ভ্রমণ করিতে হইত, তাঁহার সঙ্গে সর্বদা থাকিয়া ২০ মাস তাপ আমাকে বড় ভাল লাগিত। ঘরে বসিয়া কেননা ৩০ টান, ৫ ফাল্গুন গাল গল্প করায় দেকসেক বোধ হইত। তাঁহার লোকসম্ব প্রাপ্তি হইলে আমি নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম—নানা দেশ ভ্রমণ করাত নানা প্রকার দেশে বস্তুদেখিতে পাইলাম। নানা প্রকার ছতনং বস্তু দেখে নানা প্রকার বিষয়ে বিবেচনা হইতে লাগিল। প্রকারে অনেক স্থান পৰ্যটন করিয়া বারানসীতে হইত হইলাম। তথায় কিছুদিন অবস্থতি করিতে হইয়া তাহাতে কালভৈরবের গলিস্ত এক বাগীতে থাকিয়া ২০ দিন বৈকালে চৌবাট্টাযোগিনীর ঘাটের নিকট বেড়িয়া হইতাম। ঐ ঘাটের উপরে একজন পরম হংস শাস্ত্র করিতেন, অন্য এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট বসিয়া বসে হইয়া শুনিতেন। দিবা অন্ত্যান হইলে পরম হংস সন্ধ্যার উদ্‌যোগ করিলে ঐ গ্রে তা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যামুখে তাবিতো বাগী বাইতেন ও পশ্চিমমুখে এক ২০ বাগী নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন। ঐ ব্যক্তিকে কয়েক দিবস দেখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল অতএব তদবধি এক দিন তাহার সম্মুখে দাঁড়াই- কিছু তিনি আমাকে দেখিয়াও দেখিতেন না—পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেন। এক দিবস তাঁহার পশ্চাতঃ গমন করিয়া ২০ দিবস তাঁহার বাগীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে

দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? আমি আপন পনি
 দিয়া বলিলাম আপনকার সহিত আলাপ করিতে আমার
 ইচ্ছা হইয়াছে, এনিমিত্ত এপৰ্য্যন্ত আসিলাম। তিনি আ
 তাত ধরিয়া বসাইয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন। তাহার পর
 নানা বিষয় সংক্রান্ত কথাবার্তা হইল, তাহার কথায় অ
 বোধ হইতে লাগিল যে আমার সহিত আলাপে তাহার বৃ
 জ্ঞানভেদেছে। এই অবকাশে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মহাশয়
 পূর্ব বৃত্তান্ত কি? আপনি সর্বদা অন্যমনা থাকেন কেন?
 আমি এই প্রশ্ন করিবামাত্র তিনি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া
 আপন বস্ত্র দিয়া নয়নের জল মুছিতে লাগিলেন।
 দেখিয়া আমি কুণ্ঠিত হইলাম। কিছু কাল পরে তিনি এম
 নামালিয়া বলিলেন—মহাশয়! পবিত্র কি দিব? আমার
 নাম কৃষ্ণকিশোর দেব—আমি অতি ছুৰ্ত্তাগ—বোধ ক
 আমার মত চরদৃষ্ট নর সংসারে দ্বিতীয় নাই। আমার জা
 বাসস্থান কৃষ্ণনগর। বিশ বৎসর বয়সের সময় পি
 মাতার কাল হয়—বিষয় আশয় অনেক ছিল কিন্তু আ
 অপ্রবীণতা প্রযুক্ত ক্রমে নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, টাকা
 পাইয়া আমি মদ প্রায় হইয়া ছিলাম। আমার পিতা
 পরিশ্রমে বিষয় আশয় করিয়াছিলেন। তিনি মাংস
 বিষয় সকল ভাল বুঝিতেন ও সর্ব বিষয়ে বুদ্ধদর্শী ছিলেন
 আমার বিবাহের সময় অনেক ভাবিয়া জায়গা থাকিয়া আমি
 ছিল কিন্তু তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া একজন মধ্য
 ভদ্র লোকের কন্যার সহিত আমার বিবাহ দেন। আমার
 স্বস্তুরের যেমন সজ্জতি, তেমনি বরাদরণ দানসামগ্রী ও স
 জিক দিয়াছিলেন। আমার মাতা তাহাতে বিরক্ত হই
 পিতাকে অনুরোধ করেন। পিতা উত্তর করেন—পু
 থোওনাগ বড় আইসে যায় না—ভদ্র ঘরের মেয়ে আনিই আ
 কথা—অনেক অনুরোধান করিয়া মেয়ে আনিয়াছি—যদি কি
 কাল বেঁচে থাক তবে এ কর্মটি কেমন হইল তাহা দেখিবে
 বলতে কি—পিতার কথা প্রথমে আমার বড় ভাল লাগে ন
 কিন্তু সেটি ছেলেবুদ্ধি—ছেলেকালের ধর্ম এই যে সকল ক
 ধর্মধামে হইবে—যদি বিবাহ হয় তো খুব বড় মানুষের

দে—শিশুর শাশুড়ী খুব দেনে গোবে—তবু তা'বাস ঘনং
 দাঁপেবে ও জানাই লয়ে সৰ্বদা সাদি অ'জাদ করিবে! পবন
 ভক্তুল পরে আপন স্ত্রীর কথা বার্তা শুনিয়া ও রীতি
 দেখাব দেখিয়া মনে পিতাকে অনেক প্রশংসা করিতে
 লাগিল। পিতা মাতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে স্ত্রী
 পিতার গৃহিণী হইয়া গৃহকৰ্ম্ম সকল এমত স্বচাঞ্চ রূপে করিতে
 লাগিলেন যে বর্ণনা করিতে পারি না। বসন্তবাটী সৰ্বদা পরি-
 বৃত্ত থাকিত—বিড়ানা ও বস্তাদি লখন অপরিষ্কার হইত
 —দ্রব্যাদি নগাহোণা স্থানে শৃঙ্খলাপূৰ্ব্বক থাকিত। গোলা-
 ন কোন প্রকারেই হইত না। অগ্ৰবেদ চাৰি আপনি
 খেতেন—যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইত আপনি বাহির
 গিয়া নিতেন। দ্রব্যাদি যা'হা খরিদ হইত তা'হা ভালই হইত,
 যা'হা দর বেঁহিসা'বি হইত না ও জিনিসপত্র অ'কারেণে নষ্ট
 হইত তত্ক্ষণপাৎ কোন প্রকারে হইত না। অথচ পরিবারের
 চাকর দাসীদিগেরও পরিতোষ রূপ ভোজন হইত। রা'হা
 আপন হস্তে করিতেন, পচা না'ছ, পচা তরকারি, কিনা
 কোন ভুগন্ধ দ্রব্য বাগীর ভিতর আনিতে দিতেন
 সকল হিসাব কতাব সহায় করিতেন, গরুর ও ঘোড়ার
 খা'ক প্রাতি দিন আপন চক্ষে দেখিয়া দিতেন। আমার
 পিতা যে বিষয় আশয় বাখিনা গিয়াছিলেন তাহার সবিশেষ
 জানিতেন, আনি যে ঐ বিষয় আশয় পাওয়া বাবু
 উঠিয়াছি তা'হা দেখিয় তজ্জিকনে শান ভাবে মধোং
 নাকে দুই এক কথা এমত করিবা কহিতেন যে তা'হা
 নিয়া আমার সাময়িক চট্কা হইত।

কালক্রমে আমার দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। সম্মান-
 দায়ী যে প্রকার লালন পালন ও শিক্ষা হইতে লাগিল তা'হা
 বলিল? আমার স্ত্রী প্রাতি দিন প্রত্যুষে দুই এক জন
 দিয়া ছাওয়ালদিগকে নদীতীরে পাঠাইয়া দিতেন।
 পিতরা হাওয়া খাইয়া ও খেলা করিয়া আসিয়া ঘরের গা'ইর
 ওরুটি খাইত। তিনি তিনটি ছেলেকে সৰ্বদা আপনার
 পা'টে রাখিতেন, চাকর দাসীর সঙ্গে বড় সহবাস করিতে

দিভেন না, কারণ চাকর দাসীতে ছেলে পুত্কে দেখাইয়া অথবা কুকথা শিখাইয়া প্রায় নষ্ট করে। তাহার ভোজনের পর ছেলেদের লইয়া গিফট বাকো খেতে কৌশলের দ্বারা নানা প্রকারে সং উপদেশ দিতেন, শিশু-জননীরা এইরূপ শিক্ষাতে কাহাকে মন্দ বলে তাহার মত জানিত না। তাহারা খেলা ছুলা করিত ও গুরুমহাশয় কাছে লেখা পাড়া শিখিত কিন্তু খেলা ছুলা ও লেখা পড়া অপেক্ষা মায়ের কাছে থাকিতে অধিক ভাল বাসিত। মাতা সং উপদেশে কখনই পরস্পর গালাগালি অথবা কলঙ্ক দিত না—পরস্পর যেন ভাল বাসিত যে একটি কোন ভাল জিনিস পাউলে আর ছুটিকে না দিয়া থাকিত না ও একটি কোন অসুখ হইলে আর ছুটি আনা গোনা করিত। ও ভাবিয়া ও দেবা করিয়া মারা হইত। তাহাদিগের মা কেহই এমত বলিত না যে অমুক জিনিসটি কিম্বা খেলেন কেবল আনাকে দাও। এক জন কোন বিষয়ে বঞ্চিত হই

তান বড় অসুখী হইত। ছেলে বয়স পর্য্যন্ত এইরূপ অভ্যাস হইলে ক্রমে পরোপকারক অভ্যাস হয় কিন্তু এই প্রকারে নীতি দেওয়া সং মাতা বাতীত অন্য কাহা হইতেও হয়।

অপর আনার স্ত্রী দাস দাসী যাহাতে ভাল থাকে সর্বদা এমত চেষ্টা করিতেন, তাহাদিগের বাগোহ হইলে কখনো বসিয়া ঔষধ পথা দিতেন ও পাড়ার গরিব দুঃখি লোকদের সতত তত্ত্ব লইতেন। তিনি কখনই কাহার সহিত উচ্চ কথা কহিতেন না, যদ্যপি কেহ অকারণে বিবাদ করিতে আসিত তাহাতে কিছু উত্তর করিতেন না। কিছুকাল পর তাহার কথার দ্বারা তাহাকে শাল করাতেন। তিনি সর্বদা নম্রভাষে চলিতেন—অহঙ্কার কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না। •

আমার কিছু বিষয় থাকাতে কড়িও গন্ধে অনেক পান্ডিত্য জুটিয়াছিল, তাহাদের কুহকে পড়িয়া আমার পেয় পান্ডিত্য উপস্থিত হইল। সরাবে যে প্রকার মনুষ্যতা ও দোষ তাহা আমার সম্পূর্ণ হইল। আমি বিষয় আশয় ও গালাবাক্যকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া ইন্দ্রিয় সুখে উন্নত হইলাম।

শুন দেখি। বাপ মার কর্মই এই যে ছেলে মেয়ে উত্তমকর
সং উপদেশ দিবে। যদি কন্যার উপদেশ না হয় তবে
সংসারে কোন কর্মের যোগ্য হইতে পারেন? না গৃহকর্ম
ভাল করিয়া জানিতে পারেন—না সন্তানাদির লালন পালন
করিতে পারেন—না স্বামী ও পরিবারস্থ অন্যান্যকে
করিতে শক্ত হইবেন—না তাঁহার ধর্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হয়।
এই বিষয়ে আমার বোধ শোধ পূর্বে তোমার মত ছিল
আমার উপদেশ জন্য বাবা বায় করিতে কষ্টের করেন না
আমার ভাগ্য ক্রমে এক জন ইংরাজি বিবি আমাকে পড়াইয়া
আসিতেন—সেই বিবির যেমন শাস্ত্র স্বভাব ও ঈশ্বরের
ভক্তি এমন কোন মেয়েমানুষের অদ্যাপি আমি দেখি না
তাঁহার সহিত সহবাসে আমার অনেক উপকার হইয়াছে, এ
জন্যে মেয়েটিব শিখিবার কথা বলিতেছি, বাপ মাকে
পুলের বিবাহ দিতে হয় বটে কিন্তু বিবাহ দেওয়া অপেক্ষ
সংকরা অধিক আবশ্যক কর্ম।

স্ত্রীর এই সকল কথা আমার উপদেশ স্বরূপ বোধ হইল
তৎক্ষণাৎ কন্যার শিক্ষার উপায় করিলাম।

আনি পত্নীকে যত দেখিতাম ততই তাঁহার প্রতি অমল
প্রেম বাড়িত। তিনি প্রতি দিন প্রাতে পিছানাহইতে উঠিতেন
সূর্য্য উদয় হইলে আনি উঠিতাম। দৈবাৎ এক দিবস প্রাতে
উঠিয়া বাহিরে যাই সেই সময়ে তিনি অসুস্থে বসিয়া ছিলেন
আমার সন্দেহ হইল তাঁহার কোন পীড়া হইয়াছে। আসিয়া
নিকটে আসিয়া দেখিলাম স্থির ভিত্তে দুই নয়ন মুদিত
করিয়া ধ্যান করিতেছেন। পরমেশ্বরের প্রেমে তাঁহার
এমনি আর্জ হইয়াছে যে মধ্যস্থ দুই চক্ষু দিয়া প্রেমাত্ম
বহিতেছে, পত্নীর এইরূপ ভক্তি দেখিয়া আপনার
যশা জন্মিল, এবং এই শিক্ষার হইতে লাগিল।
আনি প্রতি পাণ্ডু, ঈশ্বরের উপাসনা কখনই করিনা। এই জন্য
আমার চিত্ত এত অপবিত্র ও অধর্মের অহরহ প্রবৃত্ত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি আমার বিষয় আশয়ের রক্ষণবন্দন
বড় ভাল হইত না, অতএব ক্রমেই আমাকে জড়িত পড়িত।

চল। আরেবী কবিতা লিখিয়া দাখিল করিয়া চাণিয়া
 টিগা আশ্রয় লইয়া আসিলে এক জন লোক আসিয়া
 গিয়া। আমি যখন লিখিয়া ছিলাম
 কা। এই জন্যে লিখিয়া পড়ে, তদানিন্তন কবিতা
 লিখা ছিলাম। এই সকল বিষয় লিখিয়া লইয়া
 লইয়া আমাকে পরামর্শ দিল যে তদানিন্তন
 ১। ১। ত্রীর নামে পূর্বে তারিখে বঙ্গ কবিতা
 লিখা হইতে পারে। এই বঙ্গ কবিতা
 লিখা সহিত পরামর্শ করিতে গেলাম। আমি
 শুনা গীতাপূর্বক বলিলেন এত দিন পর যেরূপ
 উ হইল—বোধ করি বঙ্গ কবিতা
 উ হইবে। পরসেবের যা ইচ্ছা, তাই হইবে, কিন্তু
 লিখা বঙ্গ কবিতা করিও না, এমত জ্ঞান বিবর্ত
 উ হই না। হাতে লিখা পিতল বাল্য পরিয়া
 ১। আমার যে কিছু অলঙ্কার পত্র আছি বিক্রয় করিয়া
 ১। ও সন্তানদিগের ভরণ পোষণ করিব—তাহা
 ১। আমার ও সন্তানদিগের জন্য দানীকৃত করিতে
 ১। ও কবিতা কিছু অর্থ প.থ যাওয়া হইবে না। ত্রীর এই
 ১। লিখা আমি চমৎকৃত হইয়া থাকিলাম। কিছু দিন পরে
 ১। ও যাহারা সকল বিষয় আশ্রয় লইয়া
 ১। লিখা হইতে আমাদিগের হাত ধরিয়া বাহির করিয়া
 ১। ত্রী ও সন্তানদিগকে লইয়া একখান কুড়ম্ব
 ১। থাকিলাম। ছুরবস্ত্র পড়িয়া অতিশয়
 ১। আমি কিন্তু একরূপ অবস্থা হওয়াতে অনেক উপদেশ
 ১। লিখা। আত্মীয় কুটুম্ব কেহ একবার তত্ত্বও করিল না।
 ১। সকল লোক আমার চাকর ছিল তাহারাই
 ১। লিখা। আমি কর্মকাজ করিতে শিখি নাই ও
 ১। দেয় এমন কেহ মুরক্ষিও ছিল না। রাতদিন
 ১। লিখা বসিয়া থাকিলাম এবং কেবল তাঁহারিগের
 ১। লিখা দূর করিতাম, কাহারো সহিত দেখা করিও
 ১। ত্রী আপন অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া শিল্প

কিছু দিন জ্বরগণ শোধন করিলেন, শেষে মাতৃবের শিল্প কৰ্ম
শিখিবার উপকারার্থে তখন বোধগম্য হইল। অবশেষে
পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলাম স্বদেশ ত্যাগ
করিয়া কানপুর অথবা নিরাটে গিয়া এক খানি ছোট বাড়ি
মোকান করিলে জীবিকা নির্বাহ হইতে পারিবে। এই ভাব
প্রায়ে নৌকা ভাড়া করিয়া পরিবার সকলকে লইয়া রওনা
হইলাম। রাজমহল বরাবর পৌছিলে একটা ঘোরতর
বড় উঠিল—নিমেষ মধ্যে নৌকা টলমল করিয়া উলটিয়া গেল—
নৌকার তল্লাছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল—স্বচক্ষে দেখিলাম তম
ছুইটী সমান চীৎকার করিতে ডুবিয়া পড়িল। আমার স্ত্রী
কোলের ছেলেটি লইয়া কিয়ৎকাল আঁকু পাঁকু করিয়াছিল,
কিন্তু জলের তোড় এমনি হইতে লাগিল যে তিনিও নীচে
দুষ্টির অগোচর হইলেন—আমি না মরিয়া ভানিত কিনারা
উত্তীর্ণ হইলাম। মনে হইল যদ্যপি পরমেশ্বর আমাদের রক্ষা
করিতেন তবে চক্ষু দিয়া এসকল দেখিতে হইত না—সন্ধ্যা
রাত্রি রোদন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল—
যে পরমহংসের নিকট প্রতিদিন বৈকালে যাই ভিত্তি
আমাকে নিবৃত্ত করাইয়া এই ধামে সঞ্চে করিয়া আনিয়া নতুন
প্রকারে সাস্থ্যনা করিতেছেন। আমার দুর্বল চিত্ত—মর্দক
প্রাণ কেঁদে উঠিতেছে—সন্তানেরা বা কোথায় গেলা? আমার
সেই প্রাণেশ্বরীই বা কোথায় গেলেন? * * *

(১১) ধর্ম ও অধর্মের পথ—স্বপ্ন।

আমি টোলে অধ্যয়ন করি। পাঠ অভ্যাস নিমিত্ত রাতি
জাগরণ করিতে হয়। ঠিকবাৎ এক দিন রাত্রে প্রাণি
হওয়াতে মাথায় পুস্তক দিয়া আলসা দূর করিতে ভিড়ি
হইলাম। ক্ষণেক কাল পরে স্বপ্ন দেখিতেছি—যেন ভ্রম
করিতে এক দেশে উপস্থিত হইলাম—স্থানে নদ নদী ঘি
ওহা হাট মাট পল্ল পক্ষী ও নানা জাতীয় মনুষ্য। গমন করিতে
অন্যেষণ নামক পর্বতের উপর উঠিয়া দেখিলাম দুই দি

দুই পথে—সেই দুই পথে দুইটা কন্যা পাড়াইয়া আছেন।
 চিন্তামা করিলাম আপনারা কে? উত্তর—দিক্ কন্যা বলিলেন
 আমার নাম ধর্ম ও দক্ষিণ দিক্ কন্যা কহিলেন আমার নাম
 অধর্ম। আমি কিঞ্চিৎ কাল তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া
 দেখিতে লাগিলাম। ধর্ম নামিকা কন্যা স্নেহবসনা—শান্ত-
 বদনা—মৃদুহাসিনী—স্নেহভাষিণী ও কৃপাবলোকিনী। অধর্ম
 দ্রুতবদনা—নানালঙ্কারে ভূষিতা—সুগন্ধি চন্দনে চর্চিতা ও হাব
 ভাব কটাক্ষে সম্পর্গা। ধর্ম আমাকে বলিলেন বাছা তুমি যে
 দেশে আসিয়াছ ইহা নাম সংসার—এই দেশের এই দুইটা
 পথ ব্যতীত অন্য পথ নাই। যে পথ আমি দেখাইতেছি যদি
 এই পথে আইস তাহা হইলে তোমার ইতকাল ও পরকাল
 উভয় কালেরই মঙ্গল। কিন্তু আমার পথগামী হইলে অনেক
 পরিশ্রম ও কঠিন নিয়ম পালন করিতে হইবে। এই সকল
 করিতে কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইবে বটে কিন্তু তাহাতে প্রকৃত সুখ
 প্রাপ্ত হইবে। কোনরূপে এই ক্লেশ অসহ্য হইলেও হইতে
 পারে ও সাংসারিক অনেক উৎপাতও ঘটতে পারে—অর্থ
 নশ ও হঠাতে পারে, মানের খর্ব্বতাও হইতে পারে—স্ত্রী
 গুল বন্ধু বিয়োগ জনা শোকও ঘটতে পারে কিন্তু তুমি উক্ত
 প্রকার উৎপাতে পতিত হইলেও আমাকে স্মরণ করিয়া স্মৃতি
 ইয়া থাকিও। এই রূপ করিলে তোমার চিত্ত ক্রমশঃ নির্মল
 ও দৃঢ়তর হইবে, চিত্তের মালিন্য বিগত হইলেই পরম গতি
 প্রাপ্ত হইবে।

এই সকল কথা আমার মনে ভাল লাগাতে আমি ধর্মের
 পথে গমন করিতে উদাত হইলাম। এমত সময়ে অধর্ম হাত
 করিতে বসিলেন—অহে ব্রাহ্মণ পুত্র! বুঝে শুঝে যাও
 ধর্মের পথে গেলে কষ্ট প্রাণ যাবে—আমার পথটা একবার
 চেয়ে দেখ—বসন্ত চির দিন বিরাজমান—মলয় পর্বত মন্দর বর্ষি-
 তেছে—তরু সকলের সদাই নব পল্লব—সুবর্ণবর্ণ পক্ষি
 স্মধর কলরব—স্থানের অমৃত কণ্ঠ—মনোহর সরোবর
 নর্ত্তকীগণ নাচিতেছে—কিম্বদন্ত সকল গান করিতেছে—দিবা রাত্

উল্লাস ও আমোদ প্রমোদের স্থানি হইতেছে। আমার প-
 ্রম নাই, কষ্ট নাই, কঠোর নাই, ভাবনা নাই,—লোকে কে-
 চক্ষু মুদিত করিয়া সদানন্দে সন্মাই সুখামৃত পান করিতে হ-
 —এ পথে আশু সুখ পাওয়া যায়।

অধর্মের প্ররোচনায় আমার মনঃ ফিরিয়া গেল, ধর্মের
 পথ ছাড়িয়া অধর্মের পথে গমন করিতে বাই এমন য-
 এক জন জীর্ণ শীর্ণ প্রাণীন ব্যক্তি আমাকে টা নগ্না বলিলেন—
 —বাছা ফের, আমার নাম বিবেচনা— লোকে তাহা
 হইলে আমি পরামর্শ দি। অধর্মের কথায় ভুলিও না—
 অধর্মের পথে গেলে ইহ কালও যাবে—পর পর কালও যাবে
 ঐ পথে আপাততঃ সুখ আছে বটে কিন্তু সে সুখ প্রকৃত সুখ
 নহে, তাহাতে শরীর ও মনঃ ক্রমশঃ অসার হইয়া পড়ে।
 ধর্মের পথে গেলে শরীর ও মনঃ বলবৎ হয়, তাহাতে ইহ
 কালে প্রকৃত সুখ ও পর কালে পরম গতি পাওয়া যায়।

এই কথা শেষ হইবা মাত্রেই কাক গুলা কাকা কবির
 ডাকিয়া উঠিল, নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে উঠিয়া দেখিলাম রাধি-
 প্রভাত হইয়াছে।

(২০) ধর্মপরায়ণা নারী।

রজনী ঘোর। ভূচর জলচর খেচর সকলই নিস্তব্ধ। আকাশ
 বিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন। বায়ু যেন আয়ুঃ সংহারক ভাবে প্রচণ্ড
 বেগবান হইয়া উঠিতেছে। বৃক্ষ অটালিকা দি দোঁলুলা
 ন। নদীর সলিল কলহ রবে বিশাল তরঙ্গাকৃতি মেরু
 ডার ন্যায় হইয়া বহিতেছে। চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন—
 ধ্যে উড়িৎ প্রকাশমান। বৃষ্টি অবিশ্রান্ত পড়িতেছে।
 জ্বর বন শব্দে রজনীর বদন ভীষণ বোধ হইতেছে।
 মতঃ অতিশয় ভয়ানক রাত্রি—এ রাত্রিতে কে বাঁহিরে
 হতে পারে? কিন্তু বিপদ কি সুবিধার সময়ে ঘটে?
 মাসাবধি জগন্নাথ বাবুর ব্যামোহ হইয়াছে। চিকিৎসা
 না প্রকার হইয়াছে কিন্তু পীড়ার কিছুই শমতা হয় নাই

মকটে পত্নী দ্রবময়ী, দুই পুত্র, এক কন্যা ও অন্যান্য পরি-
 স্রব সকলে বসিয়া আছেন। এক জন প্রাচীন বৈদ্য মুহূর্মুহু
 গত দেখিতেছেন ও মূন বদনে অন্তরে যাইয়া বসিতেছেন।
 দ্রবময়ী অতি সুশীলা ধীরা ও ধর্মপরায়াণা। রূপ অমূপম—
 চতাবতঃ হাস্য বদনা—কুরঙ্গনয়নী—গৌরাজী—সুগঠনা—
 চক্রেণী। পতির পীড়ার পীড়িতা—পতির শুক্রবার একান্ত
 রতা—পতির আরামে আনন্দিতা—পতির ক্লেশে মৃতকল্পা—
 পতি সেবা নিমিত্ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাজি ব্যস্ত—
 একটু অঞ্চল চিহ্ন দেখিলে বদন ভষ্মার প্রত্যয় ভাসমান
 হয়। আবার পীড়া বৃদ্ধি শুনিলেই ঘোর ননঃপীড়ায় নয়ন
 ও বদন স্নান হয়। কবিরাজ বলেন—মা দেখ কি? আর বিলম্ব
 নাও। তখন দ্রবময়ী—এলোকেশী ও দীর্ঘশ্বাসিনী হইয়া কটো
 দ্বারা সঙ্গরণ করত অঞ্চল দিয়া স্বীয় অঙ্গুবারি মুহিতে স্বামির
 নিকটে বসিয়া ক্ষণেক কাল চক্ষু মুদিত করিয়া থাকিগেন।
 মকটস্থ লোকদিগের বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ অরুন্ধতী বা
 সাদিত্রী উপস্থিত হইয়াছেন। দ্রবময়ী ভক্তিতে দ্রব
 হইয়া আস্তে স্বামির গাত্রে হাত দিয়া বলিলেন—নাথ!
~~কিন্তু~~ ~~কপালে~~ যাহা আছে তাহা হইবে—একণে তুমি জগৎ
 পিতা পরমেশ্বরকে স্মরণ কর ও আমি যাহা বলি তাহা শুন।
 আর নয়ন মুদিত করত কর যোড়ে বলিতে লাগিলেন—
 দেবরম কারুণিক পরমেশ্বর! তুমি করুণানিধান! তোমাকর্তৃক
 সৃষ্ট হইয়া তাহা অবশ্যই মঙ্গলজনক। আমার দুর্বল স্বভাব ও
 অল্প বুদ্ধি এজন্য তোমার সকল কর্মের মর্ম বুঝিতে পারি না।
 সেই কারণেই শোক সঙ্গরণ করণে অশক্ত। যদিও একণে দুঃখে
 আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল ও স্ত্রীলোকের পতি বিয়োগ
 যন্ত্রণা ঘোর যন্ত্রণা তথাচ ইহার কারণ এ অবলার রোধগম্য
 হওয়া সুকঠিন। প্রভো! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক!
 এক্ষণে এই কৃপা কর আমার পতির যেন সদাতি হয় ও আমার
 মনঃ যেন তোমাতে সম্পূর্ণ রূপে থাকে।

এই আরাধনা করিয়া দ্রবময়ী পুনঃ পতির মুখ চুম্বন

করিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। অল্প কালের পরেই জগন্নাথ বাবুর প্রাণ বিয়োগ হইল।

পল্লীর কোনও রমণীরা বলিল দ্রবময়ীর কাণ্ড দেখিয়া আমাদের পিটের ভাঙ চাউল হইয়া গেল। খন্য কেন হইয়াছে! ঐ সময়ে কি মুখে কথা আইসে?—চোকের জলে ভেসে যায়। অন্যান্য প্রাণীরা অবলম্বিত বলিল দ্রবময়ী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—দুঃখ ও শোকের সময় এত ধীর হইয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ ও ধ্যান করা অল্প ক্রমতার কর্ম নয়। এইরূপ নানা কথা হয় কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া দ্রবময়ী আপন স্বৈর্য্য জন্য উপাসনা ও কর্তব্য কর্মের চিন্তা করেন ও মনো মধ্যে এই ভাবেন শোক ও দুঃখ ভোগ কে না করিবে! যদিও তাহাতে আমাদের হৃদয় বিনীত হয় কিন্তু শোক ও দুঃখ না হইলে মনের সম্ভাব প্রকাশ হইতে পারে না।

কিছু দিন পরে তাঁহার মাতা ছুহিতার বৈধব্য দুঃখে বিহবল হইয়া নিকটে উপস্থিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কন্যা প্রাচীনা মাতাকে অতিশয় কাতরা দেখিয়া বলিলেন মা! তোনার কান্না দেখিয়া আমার শোক উখলিয়া উঠে। যদিও শোক নিবারণ করা বড় কঠিন কিন্তু ব্যাকুল হইলে কি হইবে? এই রূপ সান্ত্বনা পাইয়া চক্ষের জল শুষ্ক রাখিয়া মাতা কিঞ্চিৎ স্থির ভাবে থাকেন। কন্যাকে অনামনস্ক দেখিয়া এক দিন নির্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাছা তুমি বলিয়াছ কি ভাবিস? কন্যা বলিলেন মা! দুঃখ বিপদ ও শোকের ঔষধ ঈশ্বরের ধ্যান—ইহা ব্যতিরেকে মনো শান্ত করিবার আর কোন উপায় নাই। আমি এই জন্য অস্থির হইয়া তোমাকেই স্মরণ করি। শরীর আজ হউক কাণ্ড হউক দশ দিন পরে হউক অবশ্যই বিনষ্ট হইবে কিন্তু আত্মা অমর। আত্মাকে ধর্ম কর্মের দ্বারা উত্তর হইয়া নিশ্চল করাই প্রধান কর্ম। সংসারে মুক্ত হইয়া এটি ভুলিলে কি গতি হইবে?

আমার সংসার এই মায়ামদে মজে।

মকল কররে নষ্ট ধর্ম পথ ভাজে ॥

আমার আমার বলে কেহ কার নয়।
 কস্য মাতা কস্য পিতা শাস্ত্রে এই কয় ॥
 কেবা কার পতি পুত্র কেবা বন্ধু জন।
 মায়া বদ্ধ হয়ে প্রাণী করিছে ভ্রমণ ॥
 আপনার রক্ষাহেতু যদি রাখে ধর্ম।
 আপনার নাশ হেতু করয়ে কুকর্ম ॥ বনপর্ব।

এই বলিয়া কি পরিবারের প্রতি তদ্ব্যস্তহ হবে তাহা
 নহে! যাহার প্রতি যাহা কর্তব্য তাহা করিবে—তাহা না
 করিলে অধর্ম হইবে। কিন্তু মা! সাংসারিক সুখ দুঃখ
 কষ্ট, ও ঈশ্বরের নিয়ম এমন নহে যে প্রাণী নিরন্তর কেবল
 সুখে অথবা কেবল সুখ ভোগ করিবে তাহা হইলে মনের
 ক্ষোভ ও পরীক্ষা হইতে পারে না। আমাদিগের চিত্ত দুর্বল
 ও ক্ষম্য আমরা শোকে কাতর হইয়া ঈশ্বরকে ভুলি কিন্তু
 মহাত্মা ব্যক্তির যোর বিপদে পড়িলেও দীর্ঘতা সহিষ্ণুতা ও
 ক্ষম্য পূর্বক তাঁহার প্রেমে আরো প্রেমী হয়েন এবং
 নিপদকে চিত্ত নির্মলকারক জানিয়া সম্পদ বলিয়া গণ্য
 করেন। মহাত্মা ব্যক্তির ভাল রূপে জানেন যে পরমেশ্বর করুণা
 পূর্ণ—তাঁহা হইতে মন্দ কখনই হইতে পারে না। তিনি যাহা
 করেন তাহা আমাদিগের অবশ্য মঙ্গল জনক কিন্তু তাহা
 অপাততঃ আমাদিগের বুদ্ধি গোচর না হইলেও হইতে পারে।

জ্ঞানবান লোকে যে কাতর নাহি হয়।

স্থির হয়ে ধর্ম করে ঈশ্বরেতে রয় ॥ বনপর্ব।

অতএব শোকে মগ্ন হইয়া কি পরকাল হারাইব? মাতা
 বলিলেন—দ্রব! তোমাকে সার্থক গর্ভে ধারণ করিয়া
 ছিলাম। তোমার কথা বার্তা শুনিয়া আমাবও ধর্মের মতি
 হয়। কন্যা বলিলেন মা! আমাকে এমন করিয়া বলিও না।
 তোমার এ প্রকার প্রশংসাতে আমার অহঙ্কার হইতে পারে,
 তাহাতে চিত্তের শান্তি নষ্ট হইবার সম্ভব। চিত্তে নম্রতা না
 থাকিলে পরমেশ্বরের পথে যাওয়া যায় না। তিনি দয়াময়—যে
 একপট ও নম্রতাবে তাঁহার তত্ত্ব করে সে তাঁহারই হয়—তাঁহার

প্রতি মনঃ যত হইবে ততই মনঃ নির্মল হইবে ও মনঃ যতই নির্মল হইবে ততই তাঁহার নিকটবর্তী যাওয়া হইবে। ঈশ্বরের অদ্ভুত গুণ। ঐ সকল গুণই গ্রহণ করা ধর্ম ও তাহা অভ্যাসেতেই মনঃ নির্মল হয়। অন্যান্য দ্রব্য বায়ু করিবে ক্ষয় হয় কিন্তু তাহার গুণ অভ্যাস করিয়া যত বায়ু করিবে ততই বাড়িবে। যে রূপ পর্কতের ঋণা দিয়া জল পড়িলে নদ নদী হইয়া সমুদ্রে গমন করে, পুনর্বার বৃষ্টি দ্বারা ঐ ঋণা পরিপূরিত হয়, সেইরূপ দয়া ধর্ম ইত্যাদি যত ব্যয় করিবে ততই মন ঐ সকল গুণে সঞ্চারিত হইবে। এ রূপ ব্যয়ী জন কখন দরিদ্র হয় না—যত ব্যয় করিবেন তাহার পুষ্টি ততই বাড়িবে। এই প্রকারে মাতী ও কন্যা দুই জনে ধর্ম বিষয়ে কথোপকথন করিয়া কীলযাপন করেন।

জগন্নাথ বাবুর বাগি ভগলপুরে—সম্মুখে গঙ্গা—চলি-
দিগে বৃহৎ ঝাঁউ ও দেবদারু বৃক্ষ, তাহার ভিতরে ময়দানের
ন্যায় প্রশস্ত ভূমি—স্থানে২ তরকারি ফল ফুলের গাছ,
তন্মধ্যে সরোবর ও ঝিল। সীমার নিকটেই কতকগুলি ছোট
লোক বসতি করিত খিড়কি দ্বার দিয়া তাহাদিগের কুটির
যাওয়া যাইত। দ্রবময়ী অতি প্রত্যাষে উঠিয়া তাহাদের
সমাগত্যনন্তর দুইটি পুত্র ও কন্যাকে লইয়া উদ্যানে তাহাদের
তাহাদিগের সাহায্যে নিড়ন জলসেচন ইত্যাদি করিতেন।
বৃক্ষের পত্র ফুল ফল দেখাইয়া অষ্টার অসীম শক্তির আলো
চনায় মগ্ন হইতেন। ছোট মেয়েটি বলিত—মা! একটি
বীচি পুতিলেই গাছ হয় আবার সেই গাছের পাতা হইয়া
ফুল ফল হয়,—আহা ফুল গুলির কত রং!—এ সব কে করে
মা? মাতা বলিতেন— বাছা! যিনি জগৎ পিতা, তিনি
করেন। তিনি এই আকাশ চন্দ্র সূর্য বায়ু মল্লিকা গাছ
পক্ষি পতঙ্গ বৃক্ষ সকলই করিয়াছেন। মেয়েটি অর্পণ
জানিতে ইচ্ছা করিয়া বলিত—তিনি এমন, মা! কোথায়
আছেন? একবার দেখাও। মাতা উত্তর করিতেন—বাছা,
তিনি সর্বত্র আছেন কিন্তু চিত্ত পরিষ্কার না হইলে তাঁহাকে
কেহ দেখিতে পায় না—আপনার মনের সহিত তাঁহা

প্রতি দিন অরণ কর—এই রূপ করিতে২ ভোষাদিগের চিত্ত পরিষ্কার হইবে। ছোট গুহাটি এক২ দিন জিজ্ঞাসা করিত—মা গাছ কাটিলে বোধ হয় যেন রস উঠি-
~~কই~~ ও নামিতেছে—এ কি? মাতা বলিতেন—বাবা যেমন নিকড় দিয়া রস উঠে আবার ডাল পালা পাতা হইতে রস উঠিতে যায় এই প্রকার হওয়াতেই গাছ জীবিত থাকে। বাহ-
 য় বিচারেও বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে যে দান নিফল হয় না, যেমন দিবে তেমন পাবে কিন্তু পাব বলে দিও না। সন্তান-
 দিগের সহিত এ রূপ কথাবার্তা করিয়া, দ্রবময়ী বাটি আসিয়া গ্রহকর্ম করিতেন ও অহস্তে পাক করিয়া পরিবার-
 দিগের সকলকে খাওয়াইতেন। পরে প্রাচীনা মাতাকে আহার করাইয়া তিনি বিশ্রাম করিতে গেলে খিড়ক দ্বার দিয়া পল্লীর দুঃখি লোকদিগের কুটীরে গমন করত সকলের তত্ত্ব লইতেন। য অনাহারী থাকিত তাহাকে আহার দিতেন, য বস্ত্র হীন তাহাকে বস্ত্র দিতেন, যে রোগী, তাহাকে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিতেন, যে বিপদগ্রস্ত তাহাকে সুপরাশ্র ও সাহস দিতেন, য শোকাবিত, তাহাকে সালুনা ও ধর্ম উপদেশ প্রদান করি-
~~তেন~~ তাহাকে স্থাখিত, তাহার দুঃখে দুঃখিত হইতেন, যে আনন্দিত, তাহার আনন্দে আনন্দিত হইতেন। বহুকাল এই রূপ দানভর্য্য সদ্যবাবহারে কুটীরস্থ কি বালক কি বৃদ্ধ কি যুবা সক-
 লই তিনি উপস্থিত হইলে অকণ্ট কৃতজ্ঞ চিত্তে গলিত—“অন্তে এই দয়াময়ী মা এলেন আর আমাদিগের দুঃখ নাই”। দ্রবময়ী প্রায়ই সময়ে বাটি আসিয়া কেবল জীবন ধারণ জন্য কিঞ্চিৎ আহার করিতেন কিন্তু যদিমাংস এই সময়ে অতিথি বা অভ্যাগত উপস্থিত হইত তাহাদিগের প্রতি আতিথ্য না করিয়া আপনি ভোজন করিতেন না। আহারান্তে আপনি বিষয় কর্ম দেখিতেন। জগন্নাথ অপ্রাণতা হেতু সকল বিষয় নষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন, কেবল কিছু রাইয়তি জমি ছিল ও সুন্দরবনে এক খানি আবাদ রাখিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু বাদ ভাঙ্গাতে প্রজাবিলি হয় নাই সুতরাং এই বিষয় সংক্রান্ত যে ব্যয় হইয়াছিল তাহাতে কোন উপকার দর্শে নাই।

তর্ভার মৃত্যুর পর দ্রবময়ী গড় ক্লেশে পড়িয়া ছিলেন। সংসার নির্বাহ হইয়া বড় কঠিন হইয়াছিল তপাচ আমি নিন্দা এক দিনও করেন নাই, আপন অলঙ্কারাদি বন্ধক অথবা বিক্রয় করিয়া স্বীয় কর্তব্য কর্ম করিতেন। মাতা মৈত্রী বলিতেন—দ্রব ! বাছা দান ধ্যান একটু কমাও, সময় হলে ভাল করিয়া করিও। কন্যা উত্তর করিতেন—আমার শক্তি যে দান করি কিন্তু অন্যের ক্লেশ দেখিলে আমি অস্থির হইয়া পড়ি। আপনি উপবাসী থাকি সেও ভাল কিন্তু অন্যের কাতরতা দেখিতে পারি না আর রাজা যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমার মনে সর্বদা স্মরণ হয়।

ধার্মিক না ছাড়ে ধর্ম যদি হয় ক্লেশ। সত্যপর্ক।

আমি কিছু আপনাকে ধার্মিক বলিয়া গণ্য করি না কিন্তু ধর্ম কর্ম না করিলে জীবন বৃথা। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও মনে পড়িতেছে—

যতেক দেখহ কর্ম, সকলের সার ধর্ম,
ধর্ম বলে ধর্মী বলবন্ত।

অধর্মী যে জন হয়, চিরদিন নাহি রয়,
অল্প দিনে অধর্মীর অন্ত ॥

ইহা জানি ধর্মরাজ, সাধিয়া আপন কায,
সত্য না হইবে বিচলিত।

পূর্বে মহাজন যত, সবাকার এক পথ,
কেহ নাহি করিয়া বিনীত ॥ বনপর্ক।

সম্ভার প্রাক্কালীন সম্মানদিগের সহিত বাগানে আমিও বসিতেন। সুশীতল সমীরণে উচ্চ বৃক্ষাদির চূড়া সকল পরস্পর আলিঙ্গন করিত—পুষ্পরিণীর বারি যেন সহাস্যবদনে ক্রীড়িত হইত—নানাজাতীয় পুষ্পের আশ্রাণে স্থানটি আমোদিত হইত—পক্ষি সকলের কলরবে প্রতিধ্বনি হইত। অমন দ্রবময়ী বলিতেন দেখ এই সকল সুখের মূল কেবল তিনিই

সন্ধ্যা হইলে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া সন্তানদিগকে লইয়া পরমেশ্বরের উপাসনা নীতি ও বিদ্যা বিষয়ক কথোপকথন করিতেন ও সময়োচ্ছৃংখি দুঃখি দুঃখ লোকের জন্য শীতবস্ত্র অর্পণ হস্তে প্রস্তুত করিতেন। কন্যার অবিপ্রান্ত পরিপ্রম দেখিয়া মাতা এক২ বার বলিতেন—দ্রব! একটু বিপ্রাম কর এমন করে খাটিলে আবার একটা কি রোগে পড়িবে? কন্যা মাতাকে বলিতেন—মা! আমার জন্যে চিন্তিত হইও না। আলস্যকে আমি বড় ভয় করি। আলস্যোত্তে মনে কুপ্রবৃত্তি জন্মে। মনে কুপ্রবৃত্তি না জন্মিবার ছই উপায়। প্রথমতঃ মনকে সর্বদা শাস্ত রাখা ও অভ্যাসের দ্বারা কুচিন্তা ও দুঃখমতি নিবারণ করা—এটি বড় কঠিন কর্ম, সংসারে নানা প্রকার বিষয় দর্শন ও শ্রবণে মানর গতি চঞ্চল হইয়া পড়ে, অর্থাৎ দেহ হিংসা মোত ইত্যাদি জন্মে। যখন চলবিচলের উপক্রম হয় তখন সতর্ক হওয়া কর্তব্য, তাহাতে যদি অশক্ত হয় তবে অনুতাপ ও প্রতিজ্ঞা দ্বারা চলবিচলকে নিবারণ করা কর্তব্য। যে সর্বদা পরকাল ভাবে তাহার মনঃ প্রায় অহরহ গালি থাকে। দ্বিতীয়তঃ সর্বদা কায়িক ও মানসিক পরিপ্রমে নিযুক্ত থাকিলে মনে কুচিন্তা বা কুপ্রবৃত্তি উদয় হয় না। তৃতীয়তঃ মনের সংযম বড় আবশ্যক—কুচিন্তা হইতে হইতেই বৃকথা হয়, কুকথা হইতে হইতেই কুকর্ম হয়। মাতা বলিলেন—দ্রব! তোর কথা শুনিম শুনিলে প্রাণ জুড়ায়, তোর এত ধর্ম জ্ঞান কোথাথেকে হইল? কন্যা কহিলেন—মা! আমাকে এমন করে কেন বল?

দ্রবময়ী সন্তানদিগকে লইয়া রাত্রে কথাবার্তা কহেন। এক দিন জ্যেষ্ঠ পুত্র এক জন চাকরকে রাগ প্রযুক্ত গালাগালি দিচ্ছিলেন। মাতা অনুযোগ করাতে তিনি অস্বীকার ঘান পরে তাহার দোষ সপ্রমাণ হইলে মাতা দুঃখিত হইয়া কহিলেন—বাবা! তোরা দুঃখিনীর সন্তান, আমার ধন নাই, শুধনের প্রার্থনাও করি না কিন্তু আমি কায় মন থাকো নিয়ত প্রার্থনা করি যে তোরা সর্ব প্রকারে সং হয়। মিথ্যা কথা কহা বড় পাপ।

আর যত ধর্ম কর্ম সত্য সম নহে।
মিথ্যা সম পাপ নাহি সর্ব শাস্ত্রে কহে ॥ আদিপর্ব।

এক দিবস মাতা পাকশালায় ব্যস্ত আছেন এমন সময়ে এক জন দরিদ্র ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। একে শীত কাল তাতে প্রবল উত্তরে বাতাস, ঐ বস্ত্রহীন বালিক শীতে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুই পুত্র ও কন্যা দাঁড়াইয়া তাহাদিগের মধ্যে কন্যা অতিশয় কাঁতরা হইয়া আপনায় পায়ের দোলাই খুঁটিয়া তাহাকে দিল। দরিদ্র ব্যক্তি বিহ্বল আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল। জাতারা বলিল—দোলাই খান দিলি একবার মাঝে জিজ্ঞাসা করলি না? কন্যা কিছু ভীত হইয়া জাতারায় সাজ্জানীর নিকট যাইয়া সকল কথা বলিল। মাতা কন্যাকে কোলে লইয়া মুখ চুষন করিতে কহিলেন—তুমি খুব করেছ, আমি বড় তুষ্ট হইলাম—“দরিদ্রের প্রতি দান, বিভব সত্ত্বেও শাস্তি, যুবাব তপস্যা, জ্ঞানবানের মৌন, সুখোচিত ব্যক্তিদের সুখ ভোগে অযত্ন এবং সর্বভূতে দয়া এই সকল গুণ স্বর্গসাধক হয়”। বানর্যাক্তক।

মেয়েটি অমনি মায়ের কোলথেকে হাত তালি দিতে বাহির বাটিতে দৌড়ে আসিয়া আপনা আপনি কাঁদতে লাগিল—মা আমাকে আদর করেছে আমি এখন গরিব দুঃখি দেখলেই খুব দিব। এই কথা শুনিয়া জাতারা তাহাকে পরিহাস ছলে বিরক্ত করিতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। ঐ বালিকা অমনি দৌড়িয়া যাইয়া মাতার নিকট আবেদন করিল। জাতারা আস্তে পশ্চাতে যাইয়া অস্ত্রে দাঁড়াইয়া শুনিল। মাতা ইচ্ছাক্রমে ক্রুদ্ধ বলিলেন—তই ওদের কথায় খেঁপস কেন? ওরা তোকে খেঁপাচ্ছে, কিন্তু এই কথাটি স্মরণ রাখিস।

নীতিজ্ঞ লোকেরা নিম্নাই করুন অথবা প্রশংসাই করুন। লক্ষ্মী থাকুন অথবা যথেষ্ট ভাগ করিয়া যাউন, অমাই নষ্ট হউক কিম্বা যুগান্তেই হউক, ধীর জনেরা কিছুতেই নষ্ট পথ হইতে বিচলিত হন না। নীতিশতক।

এক দিন আবাদের কর্ম করী আসিয়া ছেলেরিগের নিকট

বলিল, ভেড়ি বন্ধি একপে অল্প বায়ে হইতে পারে ও প্রজা
বিল্লুও সোপান হইতেছে, অন্যের কয়েক বিধা জমি
নিকটে আছে তাহা অনায়াসে সীমার তিতর সংলগ্ন করিয়া
লওয়া যাইতে পারে ও লইলে তাহার জমিস কৈরাদ হইবে না।
ইটি হইলে বিষয়টি বড় শুভ্কার হইবে। ছেলেরা এই কথা
শুনিয়া মাতার নিকটে যাইয়া বলিল। মাতা বিরক্ত হইয়া
বলিলেন—তোদের কি বলবো যে এ কথা আমাকে অবার
গোনান! তোমরা কি জান না যে পরের দ্রব্য গ্রহণে মহা
পাপ? ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বলিয়াছিলেন—

পর দ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন।
অধর্ম্মেতে সদা বঞ্চে সম্বোধিত মন॥
অকর্ম্মে উদ্যোগ করে পর উপকার।
সদা কাল সুখে বঞ্চে কি দুঃখ তাহার? সভাপর্ক।

গান্ধারীও আপন স্বামিকে বলিয়াছিলেন—

অধর্ম্মে অর্জিত লক্ষ্মী সমুলেতে যায়।
মহা দুঃখ পায় প্রভু দুঃখের আশ্রয়॥ সভাপর্ক।

শ্রীকৃষ্ণও বলরামকে বলিয়াছিলেন—

পাপেতে পাপির ধন বৃদ্ধি হয় নিতি।
পশ্চাতে হইবে সমুলেতে বিনিশ্যতি॥
কালেতে অবশ্য জয় লভে ধর্ম্ম জন।
সুখ দুঃখ কত কাল দৈবের লিখন॥ আদিপর্ক।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকেও বলিয়াছিলেন—

অধর্ম্মী জনার সুখ কভু সিদ্ধ নয়।
জোয়ারের জল প্রায় ক্ষণেকেতে রয়॥ বনপর্ক।

অতএব পরের দ্রব্য ডেলার ন্যায় জ্ঞান করবে ও ধর্ম্ম গণে
প্রকিয়া আপন পরিগ্রহ দ্বারা যাহা উপার্জন দ্বারা তাহাতেই
সন্তুষ্ট হইবে।

পল্লিতে বলরাম বাবু সর্বদাই অন্যের উপর পীড়ন করেন তাঁহার কথা উল্লেখ করাতে মাতা বলিলেন “যে সকল ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া পরের হিত সম্পন্ন করেন তাহারাই সং পুরুষ। যাঁহারা আপন হিতের আধিরোদে অন্যের হিত করেন তাঁহারা মধ্যম। যাঁহারা আপনার লাভার্থে অন্যের হিত নষ্ট করে তাঁহারা মানুষ রাক্ষস। কিন্তু যাঁহারা নিরর্থক পরহিত রহিত করে তাঁহারা কে আমরা জানিতে পারিলাম না”। নীতি শতক।

সন্তোরেরা জিজ্ঞাসা করিল সং পুরুষের লক্ষণ কি? মাতা উত্তর করিলেন তাহা ঐ নীতি শতকেই আছে—“তৃষ্ণাচ্ছেদন, ক্রমা অবলম্বন, মত্ততা ও পাপে রুতি ত্যাগ, সত্য কথন সাধুজনের পদবীর অনুগমন, বিদ্বজ্জনের সেবা, মান্য জনে মান দান, শত্রুরও অনুনয় করণ, আত্মগুণ গোপন, কীর্তি পালন এবং দুঃখিতে দয়া এই সকল সাধু জনের কৰ্ম”। কিন্তু সাধুজনের মূল লক্ষণ ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনা করা।

মাতা সন্তানদিগকে লইয়া কথাবাতা কহিতেছেন ইতান সেরে এক জন দাসী আসিয়া বলিল—মাঠাকুরাণি! তোমার ভেয়ের বাড়ী হইতে আসিয়াছি—তঁার তো আর চলা ভার—তাই তোমার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। নিকটে এক জন প্রাচীন চাকর ছিল সে বলিল—মামা বাবু যদি বুঝেছেন চলতে পারতেন তো এমন ক্লেশ কেন হবে? একদফা তর বিজ তচরুপাত করেন তাতে আবাদের বাবু জামিন থাকতে একেবারে মজেন তার পরে আবাদের হিসাবে অনেক টাকা লেন সে টাকার নিকাস কিছুই দেন নাই আর এই বিপদটো গেল একবার উঁকিটাও মারলেন না। সন্তানেরা মাতার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—মাতা অধোবদনে থাকিয়া বলিলেন—যা হবার তা হইয়াছে একণে তঁাহাকে আমার নিকট আসিতে বলিবে। দাসী এই সংবাদ লইয়া যায়। এমত সময়ে ঐ প্রাচীন চাকর বলিতে লাগিল—মাঠাকুরাণীর কি শরীর! আমি ভুবিও—সব জানি। ছেলেবেলা বাগে

নাটীতে মামা বাবু মাঠাকুরাণীকে “দূর, ছি, পোড়ার মুখী” বই আর ভাল কথা এক দিনও বলেন নাই ও বাপমায়ে ভাল মন্দ দ্রব্য দিলে হিংসায় ফেটে মরতেন তার পর ভগিনী বড় হলে ভগিনীপতির দশটাকার যোত্র দেখিয়া তাহার সহিত মিলিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে নাস্তানাবুদ খানেখারাব করিয়া একেবারে ডুবিয়া চলেযান। তাঁহার বিপদে একবার তত্ত্বও জন নাই ও তাঁহার কাল হইলে ভগিনী ও ভাগিনেয়রা বেঁচে আছে কি না তাহা কিছুই খোজ খবর লন নাই, এত দিনের পর মামা বাবুর ঘুম ভাঙ্গিল। হায়! হায়! মাহুব গরজে কি না করে!

অল্প দিনের মধ্যে মামা বাবু ফটাসং করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাগিনেয় দ্বয় ও ভাগিনীকে দেখিবা-
মাত্রেই এমনি মায়া প্রকাশ করিলেন যেন দরিদ্র রত্ন লাভ করিল। বাটীর ভিতরে তাহাদিগের হাত ধরিয়া লইয়া যাইয়া ভগিনীকে দেখিয়া সাতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন।
দ্রবময়ীর মাতা অন্তরে ছিলেন, পুত্রের শুণে জঙ্কর
ইক নিকটে আসিয়া বলিলেন—বাবা! আমার দ্রবর
এত বিপদ গেল একবার একটা লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা
কবলে না? মামা বাবু বলিলেন—মা! জানওতো আমার
কত বনঝট আর বলিতে কি ভগিনীর জন্যে আমি এত কাতর
হইয়া আস্থে পা এগোয় না। প্রাচীন ঢাকর দূরেথেকে আস্তে
আস্তে আপনা আপনি বলিতেছে—মামা বাবু রাবণের বা
তুর্যোধনের মামা ছিলেন। বেটা বড় কাতর, শোকে শব্দা-
গত ছিলেন, গলাদিয়া জল ওলে নাই, এক্ষণে কেবল আবাকের
ভাল খবর শুনিয়া সাত করবার পন্থায় আসিয়াছেন। দ্রবময়ী
মাতার সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—এক্ষণে ভোজনের সম
হইল, আপনি স্থান আফিক করুন, দাদা! ভোমার ক্রেশে
এই শুনিয়া বড় ব্যাকুল হইলাম, আমি বাহা পারিব তাহা
অবশ্যই করিব—এস্থলে করিলে যশ নাই না করিল পাপ
হাবটেতো—হাবটেতো, আমাকে এক মুটা মা দিয়া ত

কেমন করে থাকে? জ্ব! বেলা হল আগি বাহিরে যাই একটু আকিং আনিতে পাঠাইয়া দেও, ছুই একটা গুলি না টেনে এলে ভাত গলাদিয়া ওঠবে না। জ্বময়ী এই কথা শুনিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিলেন। এদিগে সন্তানেরা মাগাকে বাহিরে রাখিয়া আসিয়া মাগার দিকট আবার আইল। কনিষ্ঠ পুত্র বলিল—মা! মাগাকে কি মাস২ টাকা দিবে? তাহার সে রূপ ব্যবহার তাহাতে কিছুই দেওয়া কর্তব্য নহে। মাতা উত্তর করিলেন—যাবা! ঈশ্বর দয়াময় ও ক্ষমাশীল, তা-
মাদিগেরও দয়া ও ক্ষমা অত্যাশ করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি মহাপাপী সেও যদি ক্লেশে বা রোগে পড়ে তাহারও মঙ্গল চেষ্টা করা কর্তব্য, তাহার কি কারণে ক্লেশ বা রোগ হইয়াছে তাহা অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই কিন্তু তাহার ক্লেশ অথবা রোগ বাহাতে কমে এই চেষ্টাই করিবে।

রাতে মাতা ও সন্তানেরা উত্তমর বিষয় লইয়া সদালাপ করতঃ কথোপকথন করেন। কখন উদ্ভিজ্যের গুণ—কখন কোন পশু পক্ষি পতঙ্গের অদ্ভুত স্বভাব ও বুদ্ধি—কখন বিদ্যে-ধাতুর উপকারক শক্তি, ও প্রথিবীর গর্ভস্থ অন্যান্য বস্তু-গুণ—কখন মানব শরীরের অন্তরস্থ ক্রিয়া ও ঐ শরীরের ক্ষমতা ও পুষ্টি করিবার সুনিয়ম কি,—কখন চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রের গতি ও তথায় অন্যান্য লোকের বসতির সমুদান ও যেমত স্থান-প্রাণিচক্রে ধাবমান পৃথিবী চন্দ্র গ্রহাদির নিয়ন্তা সেইরূপ কোটি-জগৎত্রের সতন্ত্রত্বাদৃশ নিয়ামক ক্রিয়া,—কখন সৃষ্টি প্রকরণ অসীম ও অসংখ্য ও কি জলে কি স্থলে কি বায়ুতে কি প্রস্ত-রে কি নুক্ষেতে, কি শরীর মধ্যে নানা প্রকার প্রাণি বিরাজ করিতেছে,—কখন মানব স্বভাব কি প্রকারে উত্তম হইতে পারে ও জীবের মোক্ষ কর্ম্ম কি, এবং ধার্মিক না হইলে কেবল বিদ্যা শিক্ষিলে উৎপাত ঘটে—কখন জ্ঞান ও ধর্ম্ম বৃত্তি জন্ম-দী ও পুরুষ উভয়েরই বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যক—এই সকল মানব-প্রশ্ন লইয়া সন্তানেরা মাতৃ উপদেশ গ্রহণ করে। একদা জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহর বাবুর কথা প্রসঙ্গ করেন। ঐ বাবু জগন্নাথ বাবুর নানা প্রকারে হিংসা ও অপকার করিয়াছিলেন ও

তাহাতে বিস্তর ক্ষতি হয়। দ্রবময়ী সকলই জ্ঞাত ছিলেন। হরিহরের কথা উপস্থিত হওয়াতে তিনি বলিলেন—বাবা! তাহার কথা ভুলিয়া যাও। সকল লোকের সর্বসময়ে শ্রমতি হয় না ও লোকে দুর্মতেই কুর্কর্ম করে। আমাদিগের কর্তব্য তাহারদিগের প্রতি কি মনের দ্বারা কি বাক্যের দ্বারা কি কর্মের দ্বারা কোন প্রকারেই দ্বেষ ও হিংসা না করা, চিত্তের শান্তি নষ্ট করিওনা ও শত্রু গিত্তকে সমস্তবে দেখিও। যাহারা তোমাদিগের মন্দ করে তাহাদিগেরিই অগ্রে শুভানুধ্যায়ী হইও এবং ভাল করিও এমন করিলে চিত্তে দ্বেষ হিংসা জন্মিবে না—চিত্ত উত্তর২ নির্মল হইবে এবং ঈশ্বর তোমাদের সদয় হইবেন।

দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের ঘোর শত্রু ছিলেন—অসীম হিংসা ও অত্যাচার করিয়াছিলেন কিন্তু যখন প্রভাসতীর্থে চিত্রসেন গন্ধর্ষ দুর্যোধনকে বন্ধন করিয়া কুরুপত্নীদিগকে অপহরণ করেন তখন যুধিষ্ঠির ব্যগ্রতা পূর্বক তাঁহাকে ছাড়ায় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব ক্ষমা সহিষ্ণুতা ও ~~এক~~ সর্বলোকের প্রতি প্রকাশ করার বাড়ী আর ধর্ম্য নাই। মাতার একরূপ কথায় সম্ভানদিগের উত্তর২ চমৎকার হইতে লাগিল। অনেকেই ভাল উপদেশ দিতে পারে বটে কিন্তু কর্মের সময় তাহাদিগের ব্যবহার বিভিন্ন হইয়া পড়ে। দ্রবময়ীর ধর্ম্য বিষয়ে এমন দৃড়তা ছিল যে তাহার বাক্য হইতে কর্ম্মতে অধিক শুদ্ধমতি দেখা যাইত। তিনি অकारणे কাহার নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন না—স্বাভাবিক মিতা বাচী, কেবল গন্ত্যনেরা অথবা অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিলে অথবা আবশ্যক সময়ে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন।

বাগীতে একটা অল্প বয়সী চাকর ছিল তাহার হঠাৎ ঘোরতর শ্বশুর বিকার হইয়া বামোহ ভয়ানক হইয়া উঠে। দ্রবময়ী অতিশয় ব্যাকুল হইয়া সমস্ত রাজি তাহার নিকট বলিয়া থাকিয়া ঔষধ পথ্য প্রদান করেন। পীড়া কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে

এমত সময়ে ঐ চাকরের মাতা একেবারে জ্ঞানসূন্য হইয়া আসে।
 বাবু আসিয়া দেখিল যে তাহার পুত্রের মস্তক দ্রবময়ীর
 ফোড়ে স্থিত আছে ও তিনি তাহার শুশ্রূষার জন্যে স্বয়ং
 পাকা হাতে করিয়া বাতাস করিতেছেন। চাকরের মাতা এ
 দেখিয়া গলায় বস্ত্র দিয়া বলিল—“মা! তোমার এত দয়া!—এ
 ফল তুমি অবশ্যই পাবে”। দ্রবময়ী তাহাকে সান্ত্বনা
 করিয়া বলিলেন—তুমি স্থির হও, পীড়া কমিয়াছে—ভয় নাই।
 কিছুকাল পরে আবারে সুগতিক হওয়াতে আশ্বস্ত
 হইতে লাগিল। দুই পুত্র ও কন্যা মাতার সদুপদেশ পাইয়া
 ও তাহার সংচরিত্র দেখিয়া প্রকৃত ধার্মিক ও ঈশ্বর পরায়ণ
 হইল। তাহারা কেবল বিদ্যাভ্যাস ও ঈশ্বর আরাধনা করিয়া
 এবং সদভ্যাস ও ধর্ম্মশুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তকে শান্ত ও বিমল
 ভাবে রাখে। কোন মন্দ কথা শুনে না, মন্দ কথা বলেও না
 ও মন্দ লোকের সহিত সমসর্গ করে না। তাহারা সকল
 বিজাতীয় পরোপকারী হইল—পরের দুঃখে দুঃখী—পরে
 সুখে সুখী ও কি অহুরোধের দ্বারা কি পরামর্শের দ্বারা কি
 পরিভ্রমের দ্বারা কি অর্থের দ্বারা মাধ্যম্যমারে পরোপকারে
 কোন অংশেই ক্রটি করে না। এবং কি প্রাতে কি মধ্যাহ্নে
 কি সায়ংকে কি রাতে সকল সময়ে তাহারা পরোপকারে
 সমুদ্রবান ও আগ্রহায়ক। কালক্রমে তাহাদিগের সকলেরই
 বিবাহ হইল ও ভাগ্য বশতঃ দুইটি পুত্রবধু ও জামাতা সর্ব্বাং-
 শেই উৎকৃষ্ট হইল। আপন আয় বৃদ্ধি দেখিয়া দ্রবময়ী
 সন্তানদিগকে বলিলেন এই সময়ে বড় সাবধান হওয়া কর্তব্য—
 ধনেতে মত্ততা জন্মাইয়া সর্ব্বনাশ করে, যুধিষ্ঠির দুর্যোধন-
 কে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বদা স্মরণকরিবে—

বিশেষে ঠেঠব কালে ধর্ম্ম আচরণ।

ধন হর্লে নাহি করে ধর্ম্মেতে হেলন ॥ বঙ্গপদ্য

দুইটি স্ত্রীলা পুত্রবধু হওয়াতে দ্রবময়ী গৃহকন্ডে
 কক্ষিৎ অবকাশ পাইলেন এবং অর্থের বিষয়ের টানাটানি
 দেখিয়া হওয়াতে তাহার ধর্ম্মশুষ্ঠানে মতি আরো বৃদ্ধি হইতে

লাগিল। তিনি মনে এই বিবেচনা করিলেন যে জীবন জল-বিশ্ববৎ এবং “শুভস্য শীঘ্রং”—স্মার. যেপর্যন্ত পরিবারের অগ্রতুল্য থাকে সেপর্যন্ত তাহাদিগের ক্লেশ বৃদ্ধি করিয়া অপরের জন্য ব্যয় করা বিধেয় নহে কিন্তু যে স্থলে অগ্রতুল্য নাই সে স্থলে পুণ্য কর্মে পূর্য্যাপেক্ষা অধিক ব্যয় কেন না হইবে? এই বিবেচনা করিয়া তিনি আপন আবাদে একটি পাঠশালা স্থাপন করিলেন তথায় অনেক প্রজার ছেলেরা পড়িতে লাগিল এবং ঐ সকল বালকদিগের বিদ্যা বিষয়ে মনোনিবেশ হওন জন্য পুরস্ক, বস্ত্র ও টাকা সময়ে প্রদান করিতেন। নিচা জল পাইবার জন্য আবাদের মধ্যস্থলে দুই তিনটি পক্ষরিণী খনিত হইল এবং প্রজাদিগের প্রতি কোন প্রকারে অত্যাচার না হয় এজন্য বিশেষত্ব লক্ষ্য জারি হইল। তুস্পার্ষে লবণাক্ত ভূমি জন্য অনেকের পীড়া হইত। পীড়া শীঘ্র আরগা হয় এই অভিপ্রায়ে তিন চারি জনা বৈদ্যা নিযুক্ত হইল তাহারা আপামর সাধারণকে অবৈতনিক চিকিৎসা করিতে লাগিল।

এদিকে ভদ্রাসনের বাগানের ভিতর একখানি আটচালা প্রস্তুত হইল। তাহার চারিদিকে এতদেশীয় ও বিদেশীয় কলগাছের শোভায় স্থানটি অতি রমণীয় বোধ হইত। কোন বনে বেল, জুই, মল্লিকা, মালতী, শেফালিকা, চাঁপা, গন্ধরাজ, নগকেশর, অপরাঞ্জিতা—কোন খানে অলিয়া ফুগেন্স, এমহর-টিয়া নোবেলিস, বিগনোনিয়া ভিনিকা, বিউগনভেলিয়া স্পেক-টিবিলিস, পিট্রিয়াফিপেলি, হার্টসাইজ, স্নাইট ব্রাবার, পোনসে-টিয়া পলকরিয়া, ইরফরবিয়া জেপনিফোরা, কেমিলিয়া ইত্যাদি—কোন খানে তাম্বুলতা, বাম্বুলতা মাধবীলতা কুঞ্জলতা রাখালতা। এই সকল নানা পুষ্পের নানা বর্ণ ও নানা গন্ধে চক্ষুশ্রী ও স্রাধনশ্রী মোহিত হইত ও সময়ে স্রুশীতল বীজের সঞ্চারণে শব্দন গন্ধ সকল মিলিত হইয়া মন্দঃ গতিতে বহিত তখন এই নন্দাকাং নন্দনবন জ্ঞান হইত। আটচালা প্রস্তুত হইলে দ্বিময়ী বিবেচনা করিলেন যে এমন রমণীয় স্থানে যদি

ভগবান বিষয়ক কৰ্ম না হইল তবে ইহা বৃথা ও কেবল
ইন্দ্রীয় ভোগার্থে এখানে আগমন করা আমার কর্তব্য নহে।

এই পর্যালোচনা করিয়া ঐ স্থানে পল্লির বালিকাগণকে
অপন ব্যয়ে পাঠিক করিয়া আনয়ন করত প্রতি দিন বৈকালে
শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। পুস্তকের দ্বারা যত হওক বা
না হওক দ্রবময়ী আদর সেই সদালাপ ও গল্প ছলে উত্তম
নীতি উপদেশ দিতেন ও বালিকাদিগের ক্রমে বোধ হইতে
লাগিল যে তাহাদিগের কর্তব্য কৰ্ম কি—ঈশ্বরের প্রতি
করিতে হইবে ও সংসারে বা কি করিতে হইবে। পরোপকার
নানা প্রকারে কৃত হইয়া থাকে কিন্তু যে পরোপকারের দ্বারা
অন্যের ধন জ্ঞান হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয় ও পরকাল ভাল হয় তাহার
তুল্য পরোপকার আর নাই। দ্রবময়ীর এই সংস্কার বিশেষ
রূপে ছিল। ঐ বালিকাদিগের মধ্যে একটি বালিকার
কিছু বিবিয়ানা গোছে চলিত—কাপড় চোপড়ের উপর
অধিক মনযোগ করিত। কিন্তু হইতে তাহার দোষ নাই
—ছেলের জাত যাহা দেখে তাহাই শিখে। ঐ বালিকার
পিতা সাহিব চালে চলিতেন ও সময়ে গোপনে স্ত্রীকে গেন
পর্যাইতেন ও সৰ্বদাই বলিতেন “বেঙ্গালি মেয়েদের পোশাকটা
বদল হইলেই সভ্যতা হইবে”। এইরূপ বাহ্যিক ইংরাজি নকল
গ্রাহী হইয়া প্রায় “সৰ্বস্ব বিক্রয় করিয়া” একটি পিয়ানা-
ফোর্ট ক্রয় করিয়া ঘরে আনিয়া রাখিয়াছিলেন, সময়ে স্ত্রীকে
লইয়া চনর করিয়া এক২ বার বাজাইতেন কিন্তু ইংরাজি
সঙ্গীতের সারিগমই সাধেন নাই। সঙ্গীত বাস্তবিক নিন্দনীয়
নহে—ইহার দ্বারা চিত্তের উৎকর্ষতা ও প্রকৃষ্টতা জন্মে কিন্তু মন
শোধনের আসল উপায় কিছুই হইতেছে না কেবল একটা
পিয়ানাফোর্ট ও গেন লইয়া কি হইবে? দ্রবময়ী ঐ বালি-
কাটির সকল ক্রিয় অবগত হইয়া বহু ক্রমে তাহার সংস্কার
ভিন্ন করিয়া দিলেন ও অবশেষে সকল বালিকারই দৃষ্টিতে
এই সংস্কার জন্মিল যে বিদ্যা শিক্ষার প্রধান তাৎপর্য ধর্ম
পরায়ণ হওয়া এবং বিদ্যাশিক্ষা না হইলে সুবুদ্ধিও হয় না
এবং সাংসারিক কৰ্ম উত্তমরূপে নির্বাহ হইতে পারে না।

কয়েক বৎসর অসীম পরিশ্রম করিয়া দ্রবময়ী পল্লি অনেক বালিকাকে ধর্মপরায়াণা গুণবতী ও বুদ্ধিমতী করিলে ও তাহারা যে সংকন্যা, সংভগিনী, সংজ্ঞী, সংগৃহিনী, সংমাতা, সংজ্ঞাভিনী, সংকুটম্বিনী ও সংমৈত্রয়িনী হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব বোধ হইল ও এই সমভাব্য স্ত্রী চিন্তনে দ্রবময়ী মধু-মুহ পুলকিত হইতেন। পুণ্য কৰ্ম করণে তৃষ্ণা মিটেনা, যত কর ততই করিতে আকাঙ্ক্ষা হয়। অনন্তর বাটার নিকট এক অতিথি শালা এবং ঔষধালয় স্থাপিত হইল তথায় ব্রহ্মসং খুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, দুঃখী, দরিদ্র অনাশ্রয়ী, অন্ধ, অর্থহীন, ধন্য, রোগী পরিচাণ পাইয়া কৃতজ্ঞ চিত্তের ভাবে পরিপূর্ণ হইত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মামা বাবু বারম্বার ভগিনীকে বলিতেন—এবোঁদের জন্যে এত টাকা ব্যয় করার কি আবশ্যক? এরা আমাদের মাশীর মার কুটুম? দ্রবময়ী প্রায় উত্তর করিতেন না—একদা বলিলেন

ভীতে ক্ষুধার্ত্তে বিকলাসুরাং তরে
 রোগাতিভূতে বহু দুঃখিতাসুরে
 দয়াসুরং যঃ পুরুষো ন সেবেতে
 বৃথাসুরং তস্য নরস্য জীবিতং। শুকোপনিষৎ।

এইকপ কয়েক বৎসর শুদ্ধচিত্তে নানা প্রকারে পরোপকার করিয়া দ্রবময়ী আক্লাস্ত হইয়া পীড়িতা হইলেন। তাঁহার আনোহের সংবাদ শুনিয়া সকলেই সমবাস্ত হইল ও বাটীতে লাক্ষ্যে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

তপনের তাপ তাপিত হইয়া সন্ধ্যার ক্রোড়ে দিলীপ উঠিতেছে—সৃষ্টির উজ্জলবর্ণ নভোবর্ণ হইতেছে—পশ্চিম দিগন্তে সূর্য্যের শয্যা হইতেছে—যেরু সকলের উষ্ণীক বিচিত্র প্রভাতে শোভিত—মেঘ সকল যেন মণি মানিক্যে ভূষিত হইয়া উদ্ভীয়ন করিতেছে—নিবিড় বনোপবনের নরকত মুখা-বর্ণ যেন অরুণ উত্তোলন পূর্ব্বক চুষন করত বিদায় হইতেছে—সুরধনীর নীর স্থির হইয়া সমীরণের আলিঙ্গন আচ্ছাদন করিতেছে—গেহমহিষ পালক গোচারণস্তর প্রেমপূর্ণ গৃহে প্রত্যা-

মন্দির কোণে থাকিমান হইয়াছে—সুস্বত বৈদ্যাস্তিক গদগদ
 ক্রিতে বৈদ্যাস্তিক করিতে উদ্যত হইয়াছেন—সন্ন্যাসী উদা-
 সিন হরি সংকীর্ণনে নিগম হইতেছে—দুঃস্থ দেবালয়ের বাদ্যো-
 লম্বের লঙ্ঘরি আরম্ভ হইতেছে। এই গোষ্ঠুলি সময়ে দ্রবময়ী
 দাহতী ভীরে আনীত হইলেন—ভটের উপর শাখা বিশিষ্ট
 ক্ষেতে আচ্ছাদিত; তাহার ভিতর দিয়া দিনমণির হিজুল
 ললিত আভা তাঁহার মুখোপরি চপলিত হইতেছে।
 ই পুনাবতীর তখনও এমন সৌন্দর্য্য যে সকলেই দেখিতেছেন
 যেন সাক্ষাৎ রাজরাজেশ্বরী শায়িনী হইয়াছেন। যে পরমাক্ষাৎ
 ক্রিয়র গন্ধর্ব্ব যোগী দেবতা সকলে অসীম ধ্যানে
 পায় না, তাঁহারই পোমে ঐ ধর্ম্মপরায়ণার প্রেক্ষাক্ষ বহিতেছে
 দ্রবময়ীর চতুষ্পার্শ্বে পুত্র, জামাতা, পৌত্র, দৌহিত্র ও পল্লি
 ষাবতীর লোক শোকে নিগম এবং সতত বালক বালিকা
 ঘুবা বৃদ্ধ অবলা হাহাকার রবে বলিতেছে—“এতদিনের
 পর আমরা সকলে মাত্র হীন হইলাম আর আমাদের
 এমন দয়া কে করিবে”? সরল চিত্তের অমূল্য অতুল্য
 বিগলিত রত্ন নেত্রবারি—সেই বারি শ্রাবণের ধারার ন্যায়
 সতত চক্ষুদিয়ে অবিশ্রান্ত বহিতেছে। দ্রবময়ীর জ্ঞানের
 বৈলক্ষণ কিছুই হয় না—তিনি বলিতেছেন ভোগরা রোদন
 করিও না এক্ষণে আমার কর্ণকুহরে ভগবানের নাম
 স্মৃত শ্রবণ করাও। এই শুনিয়া সকলেই ঈশ্বরের নাম
 ডাকিতে লাগিল ও সজ্জা হয়ত এমন সময়ে বোধ হইল যেন
 তাঁহার নয়নদিয়া অগ্নি ব্যোম পথে গমন করিল ও কেবল
 তাহার নিষ্পাপ ও পবিত্র দেহ নিকটস্থ সকলের দ্রুত ও
 খেদজনক হইয়া পড়িয়া থাকিল।

ভাগ্য কর পরমেশ্বর। ভবের ভৌতিক ভাব ভাবিয়া কাতব
 নয়ন কর মোর প্রতি, আমি অতি মুহূর্ত্ত, করযোড়ে কর স্মৃতি
 পাপে জরজর।

চক্ষুভক্ত সদা মম বিষয়েতে উচাটন, তুমিহে অমূল্য হীন
 সারস্বতের পরাংপর।

